৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ৫ জ্যৈষ্ঠ – ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ ঃ ২০ মে – ২৬ মে, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 31, 20 May - 26 May, 2023 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

**ফিরে দেখা ৫০**

*শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।*

তিনের পাতায়

**চলুন সংগ্রাহকের অন্দরমহলে**

৬ এর পাতায়

## দিনগুলি মোর...

**সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।**

**শনিবার :** প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিতে অনিয়মের

অভিযোগে বাতিল হয়ে গেল ৩৬,০০০ হাজার চাকরি। ৪ মাস এরা পার্শ্বশিক্ষকদের হারে বেতন পাবে। ৩ মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ তালিকা প্রকাশ করবে পর্ষদ।

**রবিবার :** কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হওয়ায় কাজী নজরুল

বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যকে বরখাস্ত করলেন আচার্য রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এই সিদ্ধান্তে বিরক্ত উচ্চ শিক্ষা দপ্তর অবশ্য তাঁকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন।

**সোমবার :** নিজস্ব পদ্ধতিতে নয় রাজ্যের জন্ম মৃত্যু কেন্দ্রীয়

পোর্টালে নথিবদ্ধ করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পরামর্শ দিল কেন্দ্র। না হলে সারা দেশের তথ্য পাওয়া যাবে না। বরাদ্দ অনুমোদনেও অসুবিধা হবে।

**মঙ্গলবার :** ধর্মঘট করলে কর্মজীবনে ছেদ পড়বে– কোন

আইনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে সরকারের বন্ধ বিরোধী নির্দেশটাই এখন চ্যালেঞ্জের।

**বুধবার :** পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা ১ নম্বর ব্লকের খাদিপুর গ্রামে

ভানু ওরফে কৃষ্ণপদ বাগের বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৮জনের। উড়ে যায় বাড়ি ঘর, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ঝলসানো মৃতদেহ।

**বৃহস্পতিবার :** মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেলের চাকরিপ্রার্থীদের

কাউন্সিলিংয়ের জন্য এসএমএস পাঠানো নিয়ে কাঠগড়ায় স্কুল সার্ভিস কমিশন। সুপারিশপত্র না থাকলেও ছাপানো হয়েছে নিয়োগপত্র।

**শুক্রবার :** 'দ্য কেরালা স্টোরি' ছবির প্রদর্শনে পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের জারি করা নিষেধাজ্ঞার উপর স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে দেখতে হবে প্রশাসনকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

# পাল ছেঁড়া নৌকোয় বাংলা

**ওঙ্কার মিত্র**

অর্থনৈতিক বন্ধ্যা, যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের হাহাকার, হাজার হাজার মানুষের চাকরিচ্ছেদ, বোমা–গুলি–খুন–বিস্ফোরণ, দুর্নীতির তদন্তে এজেন্সি হানা–তলব ও বারবার আদালতের ধাক্কায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন এক হাল ছাড়া পাল ছেঁড়া নৌকা। কোনদিকে যাবে, ডুববে না ভাসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এমন এক টালমাটাল তরণীর সওয়ার বঙ্গবাসীর দিন কাটছে চরম আতঙ্কের মধ্যে। কারণ হাল আর পাল যারা ধরেছিল সেই শাসক দল আর প্রশাসন নিজেদের পায়ের তলার মাটিই নড়বড় করছে। কখন সরে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ প্রশাসন এবং দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া শাসক দলের নেতা নেত্রীরা তদন্তকারী সংস্থা ও আদালতের কাজে রীতিমতো পর্যুদস্ত।

গত সাত দিন একটা দম বন্ধ করা সপ্তাহ কাটালো বাংলা। প্রথমে এগরার বিস্ফোরণে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী নিজেই কাঠগড়ায় তুলে দিলেন পুলিশকে। দেখা গেল তাঁর দলের নেতার বাড়িতেই চলছিল অবৈধ বাজি কারখানা। দগ্ধ অবস্থায় অন্য রাজ্যে পালিয়ে মরেছেন সেই নেতা। এনআইএ না দিলেও সিআইডিকে তদন্তের ভার দিয়ে চাপে রাখলো আদালত। এই বিড়ম্বনা

শেষ হতে না হতেই দ্য কেরালা স্টোরি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। সওয়াল করে সুপ্রিম কোর্টকে রাজ্যের আইনজীবীরা বুঝিয়ে দিয়ে এল পশ্চিমবঙ্গের আইন

শৃঙ্খলা কত ঠুনকো। সুপ্রীম কোর্টের পাশাপাশি কলকাতা হাই কোর্টে সব চেয়ে বড় ধাক্কা খেলেন শাসক দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক। সিবিআইএর ডাকে সাড়া তো দিতেই হবে তার উপর তদন্তকে বিভ্রান্ত করার জন্য জরিমানা হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা। তার পরেও সম্পাদকের না যাবার আবেদন শুনতেও চায় নি আদালত। বাংলার মানুষ সত্যি এক ধোয়াশার মধ্যে বিরাজ করছে। আদৌ বাংলায় এখন কোনটা প্রধান উন্নয়ন না দুর্নীতি ও আইন শৃঙ্খলার ডামাডোল।

বাংলার রাজনৈতিক আকাশে এমন পরিস্থিতি আগে আসে নি তেমন নয়। গোলাগুলি, খুন, জখম সবই হয়েছে। তবে তার বেশিরভাগটাই ছিল নীতি ও মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। তখন কেন্দ্রীয় সরকার একাধিকবার সে পরিস্থিতি সামলে ছিল রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে। বাঙালি ভেবেছিল সে দিন বুঝি পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু আসলে যে তারা হাল ছাড়া নৌকা থেকে এখনও নামতে পারেনি তা বোঝা গেল স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে। তাই অন্য রাজ্য যখন উন্নয়নের পরিকল্পনা করছে তখন বাংলা লড়ছে দুর্নীতি থেকে বাঁচতে।

# সাংবাদিকের বাড়িতে হামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে গত ১৬ মে একদল দুষ্কৃতি রাত একটার সময় মদ্যপ অবস্থায় জীবনবাবুকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। হুমকি দিয়ে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আয়, তোকে মজা দেখাবো। ঠিক তার পরদিন ১৭ মে রাত ২টোর সময় আলিপুর বার্তার সাংবাদিক সুব্রত মণ্ডলের বাড়িতে অপরিচিত দুজন ব্যক্তি একটা বাইক করে

**সোনারপুর**

এসে এলোপাথাড়ি ইট, পাথর ছুঁড়তে থাকে। সুব্রতবাবু বাড়ির বাইরে বেরোতেই ওই দুজন ব্যক্তি বাইক নিয়ে চম্পট দেয়। ছেলে দুটি চলে যাবার পর সুব্রত মন্ডল দেখতে পান ওনার বাড়ির ঠাকুর ঘরের জানালার কাজ ভেঙে দিয়েছে। জীবন মুখোপাধ্যায় এবং সুব্রত মণ্ডল রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। দুটি পরিবারই আতঙ্কের মধ্যে আছেন। জীবনবাবু এবং সুব্রতবাবু উভয়ই সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। দুজনের দায়ের করা ডায়েরি নম্বর যথাক্রমে, ১৩০২/১৬.০৫.২৩ ও ১৩৫৮/১৭.০৫.২৩। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমেছে। এরপর পাঁচের পাতায়

# সৌম্য আইচের উপর আক্রমণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** দলীয় সভা থেকে ফেরার পথে তাঁর গাড়িতে আক্রমণ করা হয় এবং তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর পরিকল্পনা করা হয় বলে অভিযোগ করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সৌম্য আইচ রায়। বিরোধীদের উপর আক্রমণের বিষয়টি নিয়ে তিনি বারুইপুর ও ক্যানিং থানাতে পৃথকভাবে অভিযোগ দায়ের করেছেন। উল্লেখ্য বুধবার রাতে ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙ্গায় দলীয় সভা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেখান থেকে ফেরার পথে বারুইপুর রোডের উপরেই তাঁকে আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয় বলে অভিযোগ। কোনমতে প্রাণে বাঁচেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে বারুইপুর থানাতে। বারুইপুর জেলা পুলিশ সুপারের কাছেও বিষয়টি জানিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে সৌম্য আইচ রায়ের অভিযোগ, রাজ্যে বিরোধী দলের মিটিং মিছিল করলেই তাদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। ক্যানিং এর হেড়োভাঙ্গা এলাকাতে ও বহুদিন পর মিটিং করল কংগ্রেস। আর তাতেই ভয় পেয়েছে শাসক দল। সেই কারণেই বন্দুক নিয়ে আক্রমনের চেষ্টা।

এই ঘটনা নিয়ে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। আক্রমণের কথা অস্বীকার করেছে তৃণমূল। এ বিষয়ে তৃণমূলের বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, 'পুরোপুরি মিথ্যা ঘটনা। তদন্ত করা হোক। কংগ্রেসের পায়ের তলায় মাটি নেই আর সেই কারণে প্রচারের আলোয় থাকার জন্য এই সব করছে।'

# পঞ্চায়েত ভোটের জন্য মুখিয়ে আছে বঙ্গবাসী

## গাঁ গঞ্জের পথে কি বলছে জনগন

**প্রিয় মিত্র**

মে মাস শেষ হতে চললো ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটের কোনো খবর নেই। অথচ এই মে–জুন মাস নাগাদই ভোটের দামামা এতক্ষণ বেজে যাওয়ার কথা। কী কারণে ভোটের দিনক্ষণ নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন মুখে কুলুপ এঁটেছে, তাও জানা যাচ্ছে না। শাসক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর নব জোয়ার কর্মসূচির জন্যই কি নির্বাচন কমিশনের মুখে কুলুপ? নাকি শিক্ষা, গোরু, বালি, কয়লা, ডিএ মামলা, নিয়োগ দুর্নীতি সহ নানা অভিযোগে জেরবার রাজ্য সরকার এই সময়কে নির্বাচনের উপযুক্ত সময় বলে মনে করছেনা? তবে গা গঞ্জের পথে পথে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার পঞ্চায়েতে ভোট দেবার জন্য গ্রাম বাংলার মানুষ মুখিয়ে আছে। বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকের একটি চায়ের দোকানে এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবক চা খাচ্ছিলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এদিকে পঞ্চায়েত ভোটের হাওয়া কোনদিকে, ওই যুবক ক্ষোভে বললেন, আগে আমরাই হ্যারিকেন জ্বেলে তৃণমূল পার্টির ঝাণ্ডা টাঙাতাম। এখন আমাদের নেতারা পাত্তা দেয় না, নেতাদের দিনে ৬০০ টাকার সিগারেট লাগে, চার চাকা করে ঘুরে বেড়ান, বাড়িও ঝাঁ চকচকে। অথচ ২০১৮ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেছে। তা এবারেও যদি সে রকম হয়? উত্তরে ওই যুবক বলেন, সে গুড়ে বালি, এবারে ভোট অন্যরকম হবে। মানুষ ফুঁসছে। ভোটে দাঁড়াতে না দিলে বাঁশ পেটা করবে শাসক দলের নেতাদের। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের শাসক দলের এক নেতা বলেন, ভোট এবার করতেই হবে। না হলে ১৯৭৭ সালের মতো গণবিক্ষোভ ঘটে যাবে। মগরাহাটে ইতিমধ্যেই শাসক দলের প্রচুর সংখ্যা লঘু নেতা–কর্মী হাত কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন। সূত্রের খবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বেশ কিছু ব্লকের সংখ্যালঘু নেতা কর্মী শীঘ্রই জার্সি পাল্টে নয় কংগ্রেস নয় সিপিএমে যোগদান করবে।

অথচ দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের যে কোনো সভা সমিতিতে বিশৃঙ্খলা হলেও ভিড় ভালোই হচ্ছে। এই ভিড়ের কারণ সম্পর্কে আদি তৃণমূলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা জানালেন, এব্যাপারটা হল তৃণমূল নেতা–নেত্রীদের ধারণা তৃণমূলের টিকিট পেলে তারা জিতে যাবেন। কারণ ২০১৮ সালের মতো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যাবেন।

অন্যদিকে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে, সর্বত্র সাগরদিঘি মডেলকে ফলো করার মরিয়া চেষ্টা শুরু হয়েছে। তৃণমূলকে হারাতে তলে তলে সিপিএম–কংগ্রেস–বিজেপি অলিখিত জোট তৈরি হচ্ছে। যেখানে যার শক্তি তাকেই সমর্থন করে তৃণমূলকে হরাবার গেমপ্ল্যান তৈরি হচ্ছে। সূত্রের খবর গ্রাম বাংলার বুথ স্তরের তথ্য গোয়েন্দা দপ্তরের মধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে পৌঁছুচ্ছে। তারওপর বিভিন্ন ঘটনার জেরে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কেও ধ্বস শুরু হয়েছে। তাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন জুন–জুলাই মাসে হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

# বেঙ্গালুরু থেকে উদ্ধার অপহৃত নাবালিকা

**সুভাষ চন্দ্র দাশ :** অভিযোগের একপক্ষ কাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই অতি তৎপরতায় এক নাবালিকা কে ভিনরাজ্য থেকে উদ্ধার করে আনলো ক্যানিং থানার পুলিশ।নাবালিকা কে উদ্ধারের পাশাপাশি অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম বুলা ওরফে জাহাঙ্গীর খামারু। ধৃতের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বহিরহাটের খাতুর এলাকার দেবক গ্রামে।

স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে খবর ক্যানিংয়ের একনাবালিককেফুসলিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় বসিহাটের যুবক

জাহাঙ্গীর।নাবালিকার কোন খোঁজ না পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয় নাবালিকার পরিবার।গত ২ রা মে ক্যানিং থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার পরিবার।অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে ক্যানিং থানার পুলিশ। ওই যুবকের মোবাইল ফোনের সুত্র ধরে তার খোঁজ পায় অন্ধ্র প্রদেশের পশ্চিম ত্রিপোথি থানা এলাকায়।মোবাইল ফোনের সুত্র ধরে ক্যানিং থানার এসআই শুভঙ্কর করণ এর নেতৃত্বে চার সদস্যের পুলিশ টীম ১৩ মে অন্ধপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রেনিগুন্টা স্টেশনে পৌঁছে অভিযুক্ত যুবকের ফোনের সুত্র ধরে ত্রিপোথি শহরে পৌঁছে যায় ক্যানিং থানার চার সদস্যের পুলিশ টিম। সেখানে স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে অভিযুক্তের অবস্থান অনুসন্ধান শুরু করেন তাঁরা। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে মূল অভিযুক্তের এক পরিচিত বন্ধুকে খুঁজে পায়। তার কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্ত যুবক নাবালিকাকে সাথে নিয়ে বেঙ্গালুরুতে পালিয়ে গিয়েছে। এরপর অভিযুক্তের ফোনের টাওয়ার লোকেশান ধরে অভিযুক্তের বন্ধুকে সাথে নিয়ে দ্রুততার সাথে পুলিশ হাজির হয় বেঙ্গালুরু ম্যাজিস্ট্রেট সিটি বাসষ্ট্যান্ডে। সেখানে ফোন করে বন্ধু তাকে (অভিযুক্ত) বাসস্ট্যান্ডে আসতে বলে। সেখানে আসতেই অভিযুক্ত যুবক জাহাঙ্গীরকে ধরে ফেলে পুলিশ। পাশাপাশি নাবালিকাকে উদ্ধার করে। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে অভিযুক্ত কে গ্রেফতার করে স্থানীয় বেঙ্গালুরুর আপপার্টপেট থানায় নিয়ে যাওয়া হয় অভিযুক্ত কে।সেখান থেকে আইনি প্রক্রিয়া মেনে নাবালিকা সহ অভিযুক্তকে বুধবার রাতেই ক্যানিংয়ে নিয়ে আসা হয়। ধৃতকে বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হয়েছে বলে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে।

# মাটির গাড়ি নিয়ে বচসায় চলল গুলি

**অর্ঘ রায় :** সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলায় ফের চলল গুলি। সেই সঙ্গে ফাটল বোমাও। মাটি কাটার গাড়ি যাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে গুরুতর আহত হয়েছেন অঞ্চল সভাপতি সহ বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে ফলতা থানার কাঁটাখালি এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাতে ফলতা থানার কাঁটাখালি এলাকায় মাটির গাড়ি যাওয়াকে কেন্দ্র করে অঞ্চল যুব তৃণমূল সভাপতি সাইফুল্লাহর সঙ্গে বচসা শুরু হয় এলাকার বেশ কিছু যুবকের। এর পরেই টিটা, ইনজা সহ এলাকার বেশ কিছু যুবক আগ্নেয়াস্ত্র, রড নিয়ে চড়াও হয় অঞ্চল সভাপতির দলবলের উপর।

ঘটনায় অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সহ তাঁর অনুগামীদের বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকি গুলিও চলে, বোমা ফাটানো হয় বলেও অভিযোগ।

ঘটনায় আহতদের প্রথমে ফলতা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাদেরকে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

বর্তমানে ডায়মন্ডহারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন খয়রুল বাওয়ালি নামে এক যুবক। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাটির গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার ফলেই রাস্তার ক্ষতি হচ্ছে। তা নিয়েই প্রতিবাদ করেছিলেন অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও বেশ কিছু যুবক। এর ফলেই তাদের ওপর চড়াও হয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ফলতা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আবারও কি ফলতায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে এলো? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। যদিও এই প্রশ্ন উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফ থেকে। স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা বলেন, যারা মারধর করেছে, তাঁরা আমাদের দলের কেউ নয়। এটা যে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল, সেই নিয়ে মিথ্যে কথা রটানো হচ্ছে। আসল কথা হল আমাদের দলের কর্মীরাই ওই মাটি কাটার গাড়ি যাওয়া নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। এর ফলে রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। দুর্ঘটনা ঘটছে। কেন ওরা গিয়ে গাড়ি চলাচলে আপত্তি তুলেছে, সেই ক্ষোভেই আমাদের দলের কর্মীদের মারধর করা হয়েছে, গুলিও চালিয়েছে। আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি।

যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে বোমাগুলি চলার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশ সুৎঅরে খবর অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাটির তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

# সরকারি উদাসীনতায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বাস

**কল্যাণ রায়চৌধুরী**

উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে একাধিক বাসকর্মী থেকে বাসের মালিক সকলের চোখে মুখেই এখন আতঙ্কের ছাপ। কারণ বারাকপুর শিল্পাঞ্চল থেকে কলকাতা সহ একাধিক রুটের বাস, মিনিবাস পরিষেবা বন্ধ হওয়ার মুখে। বারাকপুর থেকে কলকাতা সহ আশেপাশের জেলায় শতাধিক বাসরুট রয়েছে। পরিবহনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রায় লক্ষাধিক মানুষের রুজি–রুটি। কিন্তু তারাই এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখে।

বাসচালক সুবীর গুহ বলেন, 'বাস ছেড়ে আমাকে এখন রিকশা চালাতে হচ্ছে।' বাস মালিকদের দাবি, চাকা গড়ালেও ব্যবসায় লাভ নেই। জনৈক বাস মালিক বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে রুট বাস এখন কোমায় আচ্ছন্ন। তেল, ডিজেলের দাম যেভাবে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, তাতে আট–দশটাকা ভাড়া নিয়ে এখন আর চালাতে পারছি না।' তাই ক্ষতির মুখে বাস চালানোই বন্ধ করে দিচ্ছেন অনেকেই। তাতেই ধাক্কা খাচ্ছে যাত্রী পরিষেবা। জানা যায়, গত কয়েক বছরে বারাকপুর থেকে বিভিন্ন রুটের বাস ধাপে ধাপে উধাও হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে ৮৫ নম্বর রুটে আগে ছিল

৭০টি বাস। এখন তা কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে ২০টিতে। ৭৮ নম্বর রুটের বাস আগে ছিল। ৮৪টি। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩০টিতে। এমএম ৫ রুটে আগের ২২টি থেকে বর্তমানে ৩টি। কেএন ১ রুটে আগে চলত ২০টি বাস। এখন পুরোপুরি বন্ধ। ৩০এ রুটে ১৭টি থেকে এখন ৪টি। ৩২ রুটে আগে চলত ৩৫টি।

এরপর পাঁচের পাতায়

# ঝাঁ চকচকে হাসপাতালেই বেহাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাজ্যজুড়ে চোখধাঁধানো সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কমতি নেই।অথচ রাজ্য সরকারি হাসপাতালগুলিতে বেহাল পরিকাঠামোর ভূরিভূরি অভিযোগে নাজেহাল অবস্থা প্রশাসনের। এখনও পর্যন্ত একাধিক সাবডিভিশনাল হাসপাতালে মৃতদেহে ময়নাতদন্তের পরিকাঠামোটুকুও গড়ে তুলতে পারেনি রাজ্য সরকার। হাসপাতালগুলিতে প্যাথলজিক্যাল, এক্সরে সহ আনুসঙ্গিক অন্যান্য ইউনিট থাকলেও অনেকাংশেই সেসবের পরিষেবা থেকে রোগীরা নাকি বঞ্চিত। প্রায়শই বিভিন্ন হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক সহ একাধিক বিভাগে দালাল চক্রের দৌরাত্ম্যের পাশাপাশি চিকিৎসায় গাফিলতির খবরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। কোনও কোনও হাসপাতালে রোগী ভরতির সঙ্গেসঙ্গেই অন্যত্র রেফার করার প্রবণতাও ক্রমবর্ধমান। নর্মাল ডেলিভারির পরিবর্তে কথায় কথায় প্রসূতি মায়েদের সিজার করার দিকেই ঝোঁক বেশি। এরই পাশাপাশি চিকিৎসক থেকে শুরু করে নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের দুর্ব্যবহারের ঘটনা ঘটেই চলেছে।এধরনের অভিযোগে প্রতিনিয়তই বিদ্ধ হয়ে চলেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর তথা প্রশাসন।তথাপি বেহাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর যথাযথ খোলনলচে পরিবর্তনে প্রশাসনের যেন কোনও হেলদোল নেই। ফলে, ছাপোষা মানুষের মধ্যে ক্ষোভের পারদ চড়ছে।এদিকে জনমানসে পুঞ্জীভূত এই ক্ষোভকে হাতিয়ার করে বিরোধীরা রাজ্য প্রশাসনকে চেপে ধরার কৌশল নিয়েছে। যা কিনা আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে বেশ খানিকটা চাপের মুখে ফেলে দিতে পারে বলে ওয়াকিবহাল একাধিক মহলের অভিমত।এভাবেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নিজের নিজের প্রচারের পালে হাওয়া কেড়ে নিয়ে জনমত গঠনে সচেষ্ট। যদিও সর্বস্তরের

তৃণমূল কংগ্রেস নেতা–কর্মীরা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো নিয়ে বেশ গর্ব বোধই করেন। এমনকি, তাঁরা সরকারি বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিকাঠামো নিয়ে আত্মতুষ্টিতে মেতে রয়েছেন।এরই পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বার্থে রাজ্য সরকারের 'স্বাস্থ্য সাথী' কার্ডে চিকিৎসা পরিষেবার কথাও সর্বত্র বুক ঠুকে প্রচার করে বেড়ান তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতা–কর্মীরা।তবে, বাস্তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভুত পরিস্থিতি কিন্তু বিরূপ কথা বলছে। আর সেটা নিয়েই জনমানসে প্রতিনিয়ত অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দীর্ঘদিনের বামশাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০১১ সালে এরাজ্যে কংগ্রেসের সমর্থনে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার গঠিত হয়েছিল। প্রথমবার সেই সরকার গঠনের পরপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মন্ত্রী, বিধায়ক সহ সমস্ত স্তরের জনপ্রতিনিধিরা বিপুল উৎসাহে কার্যত প্রতিটি সরকারি দপ্তরে 'সারপ্রাইজ ভিজিট'–এ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে রাজ্যের কোণায় কোণায় সরকারি হাসপাতাল তথা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির কর্মসংস্কৃতি সহ চিকিৎসা পরিষেবায় পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাদি খতিয়ে দেখার জন্য তাঁদের ঝটিকা সফর অর্থাৎ 'সারপ্রাইজ ভিজিট' জনমানসে ব্যাপক শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। একঝটকায় সর্বত্র কর্মসংস্কৃতির যেন বন্যা বইয়ে যেতে লাগল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই অভূতপূর্ব তৎপরতায় রাজ্যের ছাপোষা মানুষজনও কিন্তু সময়মতো যথাযথ সরকারি পরিষেবা পাওয়ার আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছিলেন। অর্থাৎ সর্বত্র সবকিছুই নিয়ম মেনে হবে আরকী! রাজ্যবাসীর অনেকের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে সেই সময়গুলিতে এই 'সারপ্রাইজ ভিজিট' বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের কার্যত হৃৎকম্প ধরিয়ে দিয়েছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

# উত্তরের আঙিনায়

## শুকরের পেটে হাতির ছানা!



**বিশেষ প্রতিনিধি :** রবিবার এক অদ্ভুত কান্ডে তোলপাড় জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুঝার এলাকা। ওই এলাকার বাসিন্দা মানিক মুন্ডা শুকর প্রতিপালন করতেন। সূত্র খবর তার পালিত একটি শুকর আটটি ছানার জন্ম দেয়। তাদের মধ্যে একটি ছানা একেবারে হাতির মতন দেখতে। ঘটনার খবর প্রকাশ পেতেই জানিয়ে এলাকার বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ভিড় জমিয়েছিলেন হাতির মতন শুকরের ছানাটি। ঘটনার খবর শুনে অনেকেই উৎসুক হয়ে ঘটনাস্থলে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখবার জন্য ছুটে যান। তবে বাচ্চাটি বেশিক্ষণ বাঁচেনি। ওই ভদ্রলোক মৃত শুকর ছানাটিকে কবর দেন। তারপর স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি অনুযায়ী শুকর ছানাটিকে আবার কবর থেকে তুলে নিয়ে আসেন। এই বিষয়ে এক বাসিন্দা জানিয়েছেন অবিকল হাতির মতোন দেখতে শুকর ছানাটি। এই ঘটনা সম্পর্কে মানিক চামরি জানিয়েছেন তিনি দীর্ঘদিন ধরে শুকর পুষে আসছেন কিন্তু এরকম ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি।

## জলপাইগুড়ি থেকে বাসে দার্জিলিং, ভাড়া মাত্র ১৪০ টাকা

**বিশেষ প্রতিনিধি :** জলপাইগুড়ি বাসীদের কাছে সুখের খবর, এবার থেকে জলপাইগুড়ি থেকেই মিলবে দার্জিলিং যাওয়ার বাস। এতদিন জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং ভ্রমণ করতে হলে শিলিগুড়িতে এসে বাস বা গাড়ি বদলাতে হতো। অবশেষে বহু প্রতীক্ষার অবসান দার্জিলিং যেতে হলে জলপাইগুড়ি থেকেই পাওয়া যাবে বাস। জলপাইগুড়ি শান্তি পাড়া ডিপো থেকে সকালে ছাড়বে দার্জিলিং গামী বাস। সকাল সাড়ে আটটায় দার্জিলিং এর পথে যাত্রা করবে বাস, পৌঁছাবে দুপুর দেড়টা নাগাদ। পুনরায় দার্জিলিং থেকে বিকেল তিনটে জলপাইগুড়ির অভিমুখে যাত্রা করবে বাস। পৌছবে, জলপাইগুড়িতে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ। জলপাইগুড়ি সংলগ্ন ডিপো থেকে সপ্তাহে বেশ কয়েকটি পর্যটন বাস চলে। উল্লেখ্য বাসগুলি লাভা, রাজাভাতখাওয়া, সহ আরো বেশ কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্রে যায়। যাত্রী টানতে ভাড়াও যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং এর ভাড়া মাথাপিছু ১৪০ টাকা। দিনে একবারই যাতায়াত করবে বাসটি। জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হওয়ার পর বাসটি প্রথমে ফাটাপুকুর, তারপর শিলিগুড়ি, এরপর রোহিণী কার্শিয়াং। সোনাদা, ঘুম অবশেষে দার্জিলিঙে পৌঁছাবে। সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির মধ্যে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। এ দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে নিয়মিতভাবে জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং–এরপথে চলাচল করবে বাস।

## এনজিপিতে চালু হল পর্যটক সহায়তা কেন্দ্র




**বিশেষ প্রতিনিধি :** আইএনটিটিইউসির এনজিপি শাখার উদ্যোগে চালু হল পর্যটক সহায়তা কেন্দ্র। নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে প্রত্যেকদিন প্রচুর পর্যটকদের আনাগোনা হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে তাদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। পর্যটকদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল আইএনটিটিইউসি এনজিপি শাখা। আজ থেকে চালু হল পর্যটক সহায়তা কেন্দ্র। মূলত পর্যটকদের বিভিন্ন রকম সাহায্য করবার জন্যই এই সহায়তা কেন্দ্রের চালু করা হল। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক সংগঠনের বিভিন্ন নেতৃত্ববৃন্দ। সংগঠনের সভাপতি সুজয় সরকার জানান, পর্যটকদের কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ, স্থানীয় কিছু যুবক পর্যটকদের সহায়তা করবার কাজে নিযুক্ত হবেন।

## আইএসসি পরীক্ষায় দুর্দান্ত সাফল্য শুভেচ্ছা জানাতে শুভমের বাড়িতে মেয়র



**বিশেষ প্রতিনিধি :** আই এস সি দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় গোটা দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে শুভম কুমার আগরওয়াল। শুভম শিলিগুড়ির বাবু পড়ার বাসিন্দা। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছে। তাকে ফোন মারফত শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ শুভমের বাড়িতে তাকে শুভেচ্ছা বার্তা জানাতে যান শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

এছাড়া যান দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পাপিয়া ঘোষ সহ অন্যান্যরা। মেয়র জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভমকে ফোনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শহরের নাম উজ্জ্বল করেছে সে।

# সাপ্তাহিক রাশিফল

### প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

### ২০ মে – ২৬ মে, ২০২৩

**মেষ রাশি :** কর্মক্ষেত্রে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** ও ভাস্করায় নমঃ' মন্ত্র জপ করুন।

**বৃষ রাশি :** কর্মক্ষেত্রে শত্রু বৃদ্ধি সত্ত্বেও কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে। ব্যবসা ক্ষেত্রে বিশেষ করে অংশীদারী ব্যবসায় সমস্যা হলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। গুরুজনদের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মতানৈক্য বৃদ্ধি। সন্তানের পড়াশোনা সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও মামলার ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ৩৩ বার 'ও ভার্গবায় নমঃ' মন্ত্র জপ করুন।

**মিথুন রাশি :** অন্যমনস্কতার দরুন কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। বিলাস ব্যসনে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আরামপ্রিয় হওয়ার দরুন সঞ্চয়ে বাধা। ব্যবসা ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগেও চিন্তাভাবনা এবং সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। কর্মস্থলে সহকর্মীদের অসহযোগিতা বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। মানসিক অবসাদের শিকার হতে পারেন। আপাতত ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ৪১ বার ওঁ নমো নারায়ণ'র জপ করুন।

**কর্কট রাশি :** কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত ভাবাবেগের দরুণ কাজকর্মের প্রতি আলস্য বৃদ্ধি। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। বিলাস ব্যসনে ব্যয়বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** শিবমন্ত্র জপ করুন।

**সিংহ রাশি :** যেকোনো কর্মে ভুল সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। বিনোদন জগতে প্রবেশের সুযোগ আসতে পারে। মামলা মোকদ্দমার জন্য ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ২১ বার ওঁ নম শিবায় জপ করুন।

**কন্যা রাশি :** স্বজনের ব্যবহারে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। পায়ের সমস্যা ও ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোট বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন দুর্গা চার্লিশা পাঠ করুন।

**তুলা রাশি :** পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। সন্তানের জন্য মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্য পেলেও অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা। অকারণে রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি ও সাফল্যের সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** বুধবার লক্ষ্মী নারায়ণের পুজো করুন।

**বৃশ্চিক রাশি :** প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। নামী কোম্পানীতে কর্ম পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। সন্তানের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। অপ্রিয় সত্য কথার দরুণ শত্রুতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** ১৮ বার ওঁ ভূমিপুত্রায় নম: জপ করুন।

**ধনু রাশি :** আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতানৈক্য বা গোলযোগের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। শেয়ার বা লটারিতে অর্থের জন্য বিনিয়োগ না করাই ভালো।

**প্রতিকার :** বৃহস্পতিবার বৃহস্পতির মন্ত্র পড়ুন।

**মকর রাশি :** কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ আসতে পারে বহুজাতিক সংস্থায়। স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। স্বজনের অনৈতিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখবর পাওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের জন্য স্বাস্থ্যঘাতে ব্যয়বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** ৪৪ বার 'ওঁ মন্দায় নম:' জপ করুন।

**কুম্ভ রাশি :** অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বিনম্র। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের অসহযোগিতার দরুণ সমস্যায় পড়তে পারেন। মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি সন্তানের গবেষণার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। সম্পত্তি নিয়ে ভাই–বোনের সম্পর্কের অবনতি সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে পথ চলুন।

**প্রতিকার :** শনিবার, বিকলাঙ্গদের দই ভাত দিন।

**মীন রাশি :** সন্তানের স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থার জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। বিনোদন জগৎ যথা অভিনয়, নৃত্য, গীত বা কম্পিউটার সংক্রান্ত কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শুভ সময়। ব্যবসায় সাফল্য এলেও অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

**প্রতিকার :** ২১ বার শিবমন্ত্র পাঠ করুন।

## ৪২৮ ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড 'ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার' ও প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার' পদে ৪২৮ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার –১: ইলেট্রনিক্স বা অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫৫শতাংশ (তপশিলি, প্রতিবন্ধী হলে পাশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে)নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৮ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড প্রথম বছর ৩০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় বছর ৩৫,০০০ টাকা ও তৃতীয় বছর ৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ইলেক্ট্রনিক্স ১০০টি ও অ্যারোস্পেস ১টি।

প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার–১ : ইলেক্ট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, কেমিক্যাল, অ্যারোস্পেস বা, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ (তপশিলি, প্রতিবন্ধী হলে পাশ নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩২ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড প্রথম বছর ৪০,০০০ টাকা, তৃতীয় বছর ৫০,০০০ টাকা ও চতুর্থ বছর ৫৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ইলেক্ট্রনিক্স ১৬৪টি, মেকানিক্যাল ১০৬টি, কম্পিউটার সায়েন্স – ৪৭টি, ইলেক্ট্রিক্যাল ৭টি, কেমিক্যাল–১টি, অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং–২টি।

সবক্ষেত্রে বয়স গুণতে হবে ১–১৪–২০২৩ সালের হিসাবে। তপশিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ৮৫ নম্বরের পরীক্ষায় সফল হলে মোট শূন্যপদের ৫ গুণ প্রার্থীকে ১৫ নম্বরের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। লিখিত পরীক্ষায় ৩৫শতাংশ (তপশিলি, প্রতিবন্ধী হলে ৩০ শতাংশ) নম্বর পেলে সফল হবেন। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে।

# কাজের খবর

## হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্সে ৮১১ অ্যাপ্রেন্টিস

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড 'গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস' 'টেকনিশিয়ান (ডিপ্লোমা) অ্যাপ্রেন্টিস' 'টেকনিশিয়ান (ডিপ্লোমা) অ্যাপ্রেন্টিস ও জেনারেল স্ট্রিম গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১৫০ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে। অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট শাখার জন্য আবেদন করতে পারেন। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪৫টি, মেকানিক্যালে ১৫টি, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ৪টি, সিভিল ৩টি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ৫টি, অ্যারোনটিক্যাল ২টি। টেকনিশিয়ান : অ্যাপ্রেন্টিস নেওয়া হবে এই সব ট্রেডে ইলেক্টনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, সিভিল, ফার্মাসি। সংশ্লিষ্ট শাখার ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ইলেক্টনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ৩০টি, মেকানিক্যাল ১০টি, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ২টি।

জেনারেল স্ট্রিম গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে : বি.কম, বিএসসি (নার্সিং), বিএসসি (কেমিস্ট্রি), বিএসসি (কম্পিউটার)। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গ্র্যাজুয়েটেরা যোগ্য। শূন্যপদ : বিকম ১৫টি, বিএসসি(নার্সিং) ৪টি, বিএসসি (কেমিস্ট্রি) ১টি, বিএসসি (কম্পিউটার) ৪টি।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে ইন্টারভিউ হবে। ডিপ্লোমা পাশদের বেলায় ২৩ মে, ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটদের বেলায় ২৪ মে আর জেনারেল স্ট্রিম গ্র্যাজুয়েটদেরর বেলায় ২৫ মে।

মনোনীত হয়ে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে : https://apprenticesipindia.gov.in এজন্য বৈধ ই–মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

## রাজ্য স্টাফ সিলেকশনের মাধ্যমে কয়েক হাজার গ্রুপ 'ডি' নিয়োগ শীঘ্রই

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাজ্য সরকারের অফিসে গ্রুপ ডি পদে কয়েক হাজার লোক নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্যের নতুন তৈরি স্টাফ সিলেকশন কমিশন। চেয়ারম্যান ও মেম্বার নিযুক্ত হলেই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বেরোবে। রাজ্যের সরকারি অফিসে গ্রুপ ডি পদের জন্য ২০১৬ সালের জানুয়ারি নাগাদ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রুপ ডি' তৈরি করেছিল সরকার। অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস এর নেতৃত্ব এই বোর্ড গঠন করে ২০১৮ সালে প্রায় ৬ হাজার গ্রুপ–ডি পদ পূরণ করা হয়। ওই বোর্ড সংগঠনের সময় সিদ্ধান্ত হয় ধাপে ধাপে ৬০ হাজার গ্রুপ ডি পদে লোক নেওয়া হবে ওই বোর্ডের মধ্যেমে।

পরে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে ওই বোর্ড তুলে দেওয়া হয়। ২০১৮ সালের পর এই পর্যন্ত রাজ্যের সরকারি অফিসে গ্রুপ–ডি পদে নতুন করে আর লোক নিয়োগ হয়নি। তনই গ্রুপ ডি পদে কয়েক হাজার শূন্য পদ ছিল। তারপর এই ক'বছরে আরো কয়েক হাজার শূন্যপদ তৈরি হয়েছে। তাই এবার গ্রুপ ডি পদে শূন্যপদের সংখ্যা কয়েক হাজার হবে।

নতুন এই বোর্ড গঠনের জন্য বিধানসভায় সংশোধনী বিল পাস হয়। তারপর রাজ্যপালের অনুমোদনের পর সরকার নতুন কমিশন গঠনের বিজ্ঞপ্তি দেয়। আগে 'গ্রুপ–ডি' রিক্রুটমেন্ট বোর্ড'এর মাধ্যমে যে দরখাস্ত নেওয়া হয়েছিল, তাতে যোগ্যতা ছিল– ক্লাস এইট পাশ। বাংলা ভাষায় লিখতে পড়তে ও বলতে পারার দক্ষতা থাকা দরকার ছিল। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৫ বছর, ও বি সি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, ৪০% বা তার বেশি দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে ৮৫ নম্বরের অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল।

এইসব বিষয়ে (১) জেনারেল স্টাডিজ (ইতিহাস, ভূগোল, ভৌত বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান) ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) বাংলা/হিন্দী/উর্দু/ নেপালি বিষয় ১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন (৩) অঙ্ক পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি) ৩৫ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে ছিল ১ নম্বর। সময় ছিল দেড় ঘন্টা। প্রশ্ন হয়ছিল বাংলা ও ইংরেজিতে। এরপর ১৫ নম্বরের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল। এবার যে বিজ্ঞপ্তি বেরোবে তার পরীক্ষা পদ্ধতি কি হবে তা ঠিক হলেই জানানো হবে।

## শব্দবার্তা ২৪৭



শুভজ্যোতি রায়

**পাশাপাশি**

১। মতের অনুযায়ী ৪। মাতব্বরি, মোড়লি ৫। একটি ছুটির দিন ৭। অটোবায়োগ্রাফি ৯। সর্বসাধারণের রান্নাঘর ১০। চন্দ্র।

**উপর–নীচ**

১। অন্যায় বিচার ২। ছবি, প্রতিকৃতি ৩। নাপিত ৬। গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত নাটক। ৭। আত্মহত্যা ৮। বড়ো দারোগা

**সমাধান : ২৪৬**

**পাশাপাশি :** ২। সলিল সমাধি। ৫। রাজসিক ৭। পসার ৯। ফাবড়া ১০। চনমনে ১২। আয়তলোচন।

**উপর–নীচ :** ১। আমরা ৩। লিপকর ৪। মানসপ্রতিমা ৬। জন্ম ব্যবসায় ৮। খিচ খিচ ১১। নেউল।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

**বিজ্ঞপ্তি**

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

**কর্মখালি**

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

## অতিরিক্ত ক্লান্তি–থাইরয়েডের সমস্যা নয় তো

**ডা: মানস কুমার সিনহা**



এখন প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই শোনা যায় যে কেউ না কেউ থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন। আমাদের গলার সামনে যে উঁচুমত অংশটি দেখা যায় সেখানেই দুই পাখা যুক্ত প্রজাপতির আকৃতির থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটি অবস্থিত। এই গ্ল্যান্ডটি থেকে বিভিন্ন হরমোন নিঃসৃত হয়। যার মধ্যে থাইরক্সিন হরমোনটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।আমাদের শরীরের বিপাক প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক এই হরমোন গুলি। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে এই হরমোন গুলির নিঃসরণ মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস এবং পিটুইটারি গ্ল্যান্ড দ্বারা একটি ফিডব্যাক পদ্ধতির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়।

এখন যদি এই থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা খুব কম বা বেশি হয়ে যায় তখন তাকে যথাক্রমে হাইপোথাইরয়েডিজম এবং হাইপার থাইরয়েডডিজম বলা হয়ে থাকে।

হাইপোথাইরয়েডিজম সাধারণত অটোইমিইন হাসিমটো থাইরয়েডাইটিস দ্বারা সৃষ্টি হয়। যেখানে নিজের ইমিউন সিস্টেম নিজেরই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কে আক্রমণ করে ধ্বংস করে। সাধারণত হাইপো হাইপোথাইরয়েডিজমে মহিলাদের আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বেশি। ক্লান্তি হাইপোথাইরয়েডিজমেব এক প্রধান লক্ষণ। এছাড়া আলস্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, ওজন বৃদ্ধি, মানসিক বিষণ্নতা, গলার স্বর ভেঙ্গে যাওয়া, অত্যাধিক ঠান্ডা লাগা, শ্লথ গতি, মুখ ও হাত–পা ফুলে যাওয়া, হৃদস্পন্দনের হার কমে যাওয়া, পিরিয়ডের গোলমাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অন্যান্য রোগ বিশেষ করে ট্রাইগ্লিসারাইডের বৃদ্ধি, হার্টের অসুখ, চুল পড়ে যাওয়া ইত্যাদিও হাইপো থাইরয়েডিজমের সাথে যুক্ত হতে পারে। থাইরয়েড হরমোন তৈরি হতে আয়োডিন এক অতি প্রয়োজনীয় উপাদান আমাদের খাদ্যে আয়োডিন পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ফুলে যায় এবং একে গলগন্ড বা গয়েটার বলা হয়।

অতি সক্রিয় থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বা হাইপারথাইরয়েডিজমেব ক্ষেত্রে যে লক্ষণ গুলি দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওজন কমে যাওয়া, হাত–পা কাঁপা, দুর্বলতা, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, খিটখিটে মেজাজ, পিরিয়ডের সমস্যা ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রেই চোখগুলি ঠিকরে বেরিয়ে আসার মত বড় বড় দেখায়। হাইপার থাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে গ্রেভস ডিজিজ, থাইরয়েড নডিউলস, থাইরয়েড বা পিটুইটারি গ্রন্থির টিউমারও দায়ী হতে পারে।

থাইরয়েড সংক্রান্ত রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসক ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা যেমন থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট ( ফ্রিটিফোর, টিএসএইচ) ইত্যাদির সাহায্যে অতি সহজেই ডায়াগনোসিস করতে পারেন। কিছু ক্ষেত্রে আয়োডিন আপটেক, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এর আল্ট্রাসাউন্ড এবং কোন কোন ক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এর বায়োপেসিরও প্রয়োজন হতে পারে।

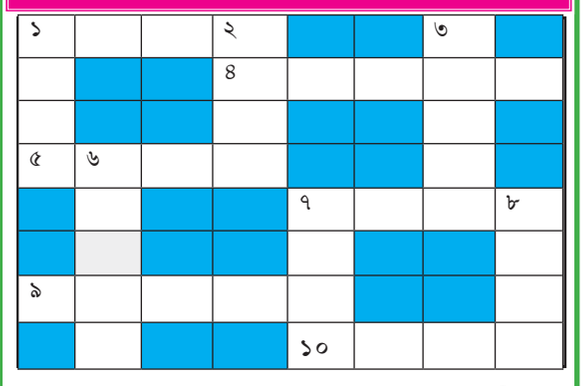

সাধারণত থাইরক্সিন, অ্যান্টি থাইরয়েড ওষুধ যেমন কার্বিমাজল ইত্যাদির সাহায্যে সহজেই হাইপো এবং হাইপার থাইরয়েড রোগের চিকিৎসা সম্ভব। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে রেডিও একটিভ আয়োডিন অথবা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এর অপারেশনেরও প্রয়োজন হতে পারে। সময় মত ডায়াগনোসিস এবং নিয়মিত চেকআপের সাহায্যে থাইরয়েড রোগের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

# ছিনতাইয়ে যুবকের সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২০১৭ সালের ১৬ জুলাই রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ খেয়েদেয়ে বাইরে বেড়ানোর সময় মাথায় আঘাত করে এক ব্যাক্তির কাছ থেকে তিনটি সোনার আংটি একটি মোবাইল ছিনতাই করে রাজেশ খান। পুলিশ রাজেশকে গ্রেপ্তার করে। টিআই প্যারেডে রাজেশকে শনাক্ত করেন জখম ব্যক্তি। গত ১২ মে সিউড়ি আদালতে সেই মামলার সাজা ঘোষণা হয়। মামলার সহকারী আইনজীবী বিকাশ পৈতন্ড বলেন, ৩৯৭ নং ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। সাতবছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং একহাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

# বীরভূমে আশাকর্মীদের অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আশাকর্মীদের ফিক্সড বেতন ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে, সাড়ে চার হাজার টাকা দেওয়ার নাম করে সমস্ত ধরনের অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেওয়া চলবে না কোভিড আক্রান্ত কর্মীদের জন্য ঘোষিত একলক্ষ টাকা সকলকে দ্রুত মিটিয়ে দিতে হবে এমন দোষী সহ ১৪ দফা দাবিতে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত বীরভূম জেলা কমিটি বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ আধিকারিকের সিউড়ি অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করে। জেলা সম্পাদিকা মাধবী সিনহা বলেন, জেলায় প্রায় ৫ হাজার আশাকর্মী আছে। তাদের স্বাস্থ্যকর্মী স্বীকৃতি দিতে হবে। গৃহ সমীক্ষার কাজ দিয়েছে আশাকর্মীদের। সেই কাজ করতে গিয়ে প্রতিটি পরিবার হেনস্থা করছে। এএমএমরা যেকাজ করতো সেগুলো আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। সাড়ে চারহাজার টাকা বেতন দিয়ে সত্তর হাজার টাকার কাজ করিয়ে নিচ্ছে। আগামী ২২ মে স্বাস্থ্যভবন যাচ্ছি। মুখ্য স্বাস্থ আধিকারিকের অফিসে স্মারকলিপি দেওয়ার পর সিউড়ি প্রশাসন ভবন মোড়ের সামনে প্রায় পনেরো মিনিট পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান আশাকর্মীরা।

# রাজভবনের নির্দেশে প্রতিনিধি দল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দেউচা পাঁচামী কয়লাখনি প্রকল্প বাতিলের দাবিতে গত ১৪ এপ্রিল আদিবাসী অধিকার মহাসভার পক্ষ থেকে কলকাতা রাজভবনে গিয়ে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার রাজভবনের নির্দেশে তিনজন প্রতিনিধি এসে আদিবাসী অধিকার মহাসভার নেতাদের দেখা করে কথা বলেন। আহ্বায়ক জগন্নাথ টুডু বলেন, রাজভবনের নির্দেশে প্রতিনিধি দল এসে আধঘণ্টা আমাদের সঙ্গে কথা বলেন।

# পাঠ্য বই পড়লে ভালো ফল হয় : সৌমী

**অভীক মিত্র :** শুক্রবার ২০২৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয় । মেধা তালিকায় রাজ্যে সপ্তম তথা বীরভূম জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সিউড়ি সরোজিনীদেবী সরস্বতী শিশু মন্দির বিদ্যালয়ের ছাত্রী সৌমী দে। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৬। সৌমী বলে, প্রথম জানতে পারলাম বাবার কাছ থেকে। দুটো পাঠ্য বই পড়েছি। পাঠ্য বই পড়লে ভালো ফলাফল হয়। গান করি,ছবি আঁকতে ভালোবাসি। স্কুল পরিবারের মতো পাশে থেকেছে। সৌমীকে মিষ্টি খাইয়ে অভিনন্দন জানায় তার বয়স্ক ঠাকুমা। সৌমীর বাবা বিধান দে প্রাথমিক শিক্ষক।

বিধান দে বলেন, ভালো লাগছে। দিনেরদিকে বেশি পড়াশোনা করত। স্কুল খুব সাহায্য করেছে। মেধা তালিকায় রাজ্যে দশম তথা বীরভূম জেলায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে লাভপুর ব্লকের ভালুকুটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র দেবজিত মণ্ডল। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৩ ।

# পুকুর ভরাট আটকালেন বিধায়ক

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত ১৬ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের এলাকায় বে-আইনি ভাবে বেশ কিছু পুকুর ভরাট করার অভিযোগ পেয়ে অকুস্থলে দ্রুত উপস্থিত হন বিধায়ক অসিত মজুমদার। পুলিশ প্রশাসন, পৌরসভা, ইলেকট্রিসিটি কর্তৃপক্ষের সাহায্যে এই অসামাজিক প্রকৃতি হত্যার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন বিধায়ক।এবং এলাকাবাসীর কাছে অনুরোধ জানান এই সমাজবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে সচেতন থাকার জন্য। তিনি বলেন, এ ধরনের অন্যায় কাজকর্ম দেখলে রুখে দাঁড়ান, নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন।

# ইট ভাটায় যুবকের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ, এলাকায় চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

**সুভাষ চন্দ্র দাশ, জীবনতলা :** সাত সকালে এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে জীবনতলা থানার অন্তর্গত তাম্বুলদহ ২ পঞ্চায়েতের নাগরতলার সৃষ্টি ইটভাটা এলাকায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশ সুত্রের খবর। পুলিশ জানিয়েছে নিহত যুবকের নাম শাহ আলম শেখ (২৬)। ওই যুবক পেশায় একজন রাজমিস্ত্রী। ওই এলাকার পাতিখালিতেই থাকতো ওই যুবক। তবে কিছুদিন ওই এলাকা থেকে এসে ক্যানিংয়ের তালদিতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে । পরিবার সূত্রে খবর শনিবার রাতে বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া করে বের হয় ওই যুবক। তারপর আর বাড়ি ফিরে আসেনি। রবিবার সকালে ওই এলাকার সৃষ্টি নামে ইটভাটার মধ্যে তার ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় মানুষজন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে তাকে স্থানীয় খুঁচিতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে জীবনতলা থানার পুলিশ। কি কারণে খুন তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ইটভাটার মধ্যেই প্রথমে তাকে ইট দিয়ে আঘাত করা হয়। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানো হয়। ওই যুবকের কাছে থাকা বেশ কিছু টাকা এবং মোবাইল ফোন দুষ্কৃতীরা না নিয়েই পালিয়ে যায়। পুলিশের অনুমান মূলত পুরনো কোন শত্রুতার আক্রোশ থেকে এই খুনের ঘটনা। টাকা বা অন্য কোন কারণে নয়। মহিলা ঘটিত কোন সম্পর্কেই খুন কিনা তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত এই খুনের ঘটনায় কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

# বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত দুই, জখম ২ পুলিশকর্মী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রবিবার সকাল দশটা নাগাদ রেঙ্গুনা গ্রামে ধান ঝাড়াই মেশিনের সঙ্গে বিদ্যুতবাহী তারের সংস্পর্শে তড়িদাহত হয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় দুই শ্রমিক ভাই। মৃতরা হল- হরিয়ানার বিকাশ তোমর এবং বিষ্ণু তোমর। জখম একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিদ্যুতবাহী তার অত্যন্ত নিচু হওয়ার ফলে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। বারবার বিদ্যুত দপ্তরকে বলা সত্ত্বেও ব্যবস্থা করেনি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। ঘটনাস্থলে যায় সদাইপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ তুলতে গেলে পুলিশকে লাঠি নিয়ে তাড়া করে গ্রামবাসীরা। ছোড়া হয় ইট। জখম হয় দুই পুলিশকর্মী। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। রবিবার দুর্ঘটনার পর সোমবার নীচু ঝুলে থাকা তারগুলো উঁচু করার। কাজে লাগল বিদ্যুৎ দপ্তর। গ্রামবাসী শেখ বদরুজোদ্দা বলেন, গ্রামবাসীরা বহুদিন ধরে বলে আসছিল।

রবিবার দুর্ঘটনার পর টনক নড়ে প্রশাসনের। দুইজনের প্রাণ যাওয়ার আগে যদি করত তাহলে খুশি হতাম। এখন দুঃখিত। পুলিশ পাহারা দিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তর কাজ করছে। উল্লেখ্য ছানুচ থেকে রেঙ্গুনা যাওয়ার রাস্তায় একমাস আগে ট্রান্সফরমার বসেছে, সেখানেও তার ঝুলে আছে বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

# সদর বক্সি লেনে বাসিন্দাদের স্বস্তির নিঃশ্বাস

**অশোক সেন :** হাওড়ার সদর বক্সি লেন। এই গলিটি অতি সরু। এখানে কোন ভাবে একটি রিক্সা নিয়ে যাওয়া যায়। ১১৬ নং বাড়িটি এই সংকীর্ণ গলির মধ্যে। বাড়িটি চারতলার অনুমোদন পেলেও বেআইনিভাবে তৈরি হয়েছে সাততলা। এজন্য আশেপাশের বাসিন্দারা মিলিতভাবে অভিযোগ জানালেও কোন প্রতিকার না হওয়ায় বজায় থাকে প্রোমোটার-প্রশাসন যোগসাজসের তত্ত্ব। কোনও ভাবেই নির্মাণ কাজ বন্ধ করতেও পারা যায় না। শেষমেশ আলিপুর বার্তায় পাঠকের কলমে প্রতিবাদ জানিয়ে স্থানীয় বসিন্দা সুজিতবাবুর একটি পত্র প্রকাশিত হয়। তারপরেই হাওড়া কর্পোরেশন এবং পুলিশের সক্রিয় ভূমিকায় বাড়িটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

সরু গলির মধ্যে ঘিঞ্জি জায়গায় বিপদজনকভাবে ওঠা একটি নির্মানকে শেষমেষ যৌথ প্রচেষ্টায় বন্ধ করতে পারায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা হাওড়া কর্পোরেশন ও পুলিশের সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আলিপুর বার্তাকে তাদের পাশে থাকার জন্য। তবে এখনও এই নির্মাণের বেআইনি অংশ ভাঙা হয় নি। শেষ পর্যন্ত তা হবে নাকি আইনের বেড়াজালে জিইয়ে থাকবে এই নির্মান বিপদ তা নিয়ে চিন্তিত সদর বক্সি লেনের বাসিন্দারা।

# নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্তকে ২০ বছরের সাজা দিল বনগাঁ আদালত

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুলিশ জেলার অন্তর্গত গোপালনগর থানা। এই থানা এলাকারই এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তকে ২০ বছরের সাজা দিল বনগাঁ মহকুমা আদালত। পাশাপাশি এক লাখ টাকা জরিমানারও নির্দেশ দেন বিচারক। পকসো আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে ১৮ লাখ ৭৫ হাজার টাকা দেবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে নাবালিকাকে।

জানা গিয়েছে ২০২১ সালের আগস্ট মাসের ২ তারিখ গোপালনগর থানায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়। ঘটনার পর গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত সইফুল্লা মুন্সী মণ্ডল। অভিযুক্তকে পাঠানো হয় বনগাঁ আদালতে।

পকসো আইনে মামলা শুরু হয়। অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে রেখেই শুরু হয় মামলার শুনানি। ঘটনায় ২১ জনের সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করে আদালতে প্রায় দেড় বছর পর গত ১৫ তারিখ সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে অভিযুক্ত সইফুল্লাকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। বুধবার ১৭ তারিখ অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা হয়। অভিযুক্তকে ২০ বছরের কারাদন্ড ও ১ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এবিষয়ে সরকার পক্ষের আইনজীবী অশোককুমার প্রামাণিক বলেন, আইও সহ মোট ২১ সাক্ষীর জবাববন্দি নেওয়া হয়। সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সহ ১৫ মে মামলা শুনানির পর বুধবার মহামান্য আদালত সাজা ঘোষণা করেন।' এবিষয়ে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী আশীষ সরকার জানান, 'মহামান্য আদালত রায় ঘোষণা করেছেন। আমরা বিষয়টি নিয়ে এরপর উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবার চিন্তাভাবনা করছি।'

# বোমা উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ১৩ মে সকালে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সিউড়ি ১নং ব্লকের বাঁশজোড় ছাপরাতলা এলাকার ঝোপের মধ্যে মাটিতে পুঁতে রাখা অবস্থায় তিন ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করে সিউড়ি থানার পুলিশ। সিআইডি বোম্ব স্কোয়াড বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে। ৮ মে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে খুজুটিপাড়া সংলগ্ন বাইতারা গ্রামে ঝোপের মধ্যে খড় চাপানো অবস্থায় দুই ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করল নানুর থানার পুলিশ। বোমাগুলি পরে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

# বাচ্চাকে নির্যাতন, গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আম পাড়ার অভিযোগে মঙ্গলবার বিকালে সিউড়ি পৌরসভার ১৬ নং ওয়ার্ডে একটি ১২ বছরের বাচ্চাকে মারধর করে সিগারেটের ছ্যাকা দেওয়ার ঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জখম বাচ্চা সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মা পুচিকনি বিবি বলেন, আম দেখার জন্য আমার বাচ্চাকে সিগারেটের ছ্যাকা দিয়ে মেরেছে। ঘটনার নিন্দা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। অভিযুক্ত দিব্যেন্দু মন্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সিউড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নির্যাতিতা বাচ্চার মা পুচকিনি বিবি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

# ফিরে দেখা ৫০

*আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক*

## হাবড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সীমানা আজও ঠিক হল না– লরী ও খাটাল ব্যবস্থা পুরোদমে চলছে

(নিজস্ব সাংবাদিক)

স্বাস্থ্যদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ নস্কর মহাশয়ের হাবড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনের পর প্রায় ছয়মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সীমানার মধ্যে লরী ও খাটাল ব্যবসার উচ্ছেদ আজও হয় নি। খবর নিয়ে জানলাম ইতিমধ্যে শ্রীনস্কর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমির সীমানা চিহ্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি দিয়েছেন। চিঠি পাবার পর পি ডব্লিউ ডির এক ইনেসপেক্টর সরজমিনে তদন্ত করে জানান যে, সীমানা চিহ্নিত করণ শীঘ্রই করা হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দেখলাম এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রোগীরা রয়েছেন। নিয়মিত ময়লা পরিষ্কার করার কাজ হচ্ছে না। ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ শান্তিভূষণ সেনগুপ্ত জানালেন, ৮ জন মেথর ও ঝাড়ুদারের জায়গায় মাত্র ৫ জন কাজ করছে। এদের মধ্যে আবার ছুটী ছাটা আছে। ৩ জন ঝাড়ুদারের পদ বহুদিন খালি থাকা সত্ত্বেও পূরণ করা হচ্ছে না।

আরও জানা গেল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এ, টি, এস, এর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। দৈনিক ২০টি এ, টি, এ সর প্রয়োজন অথচ সে তুলনায় সরবরাহ খুবই কম। ডাঃ সেনগুপ্ত জানালেন, এ বছরে প্রায় ১০০টি সাপে কামড়ানো রোগী এখানে আসে। তার মধ্যে প্রত্যেকেই সেরে উঠেছে। মাত্র একজন মারা গেছে। ভেসাক্‌টমি অপারেশনে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটী ২৪ পরগণার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এখানে ১১৩৯টি অপারেশন হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন তৈরীর কাজ যে রকম শম্বুক গতিতে চলেছে তাতে আগামী পুজোর আগে সমাপ্ত হবে কি না সন্দেহ আছে।

*৭ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ১৯শে মে, ১৯৭৩, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০, শনিবার*

# ফোন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ফেরত

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পুলিশের তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া সখের মোবাইল ফোন আর ড্রাইভিং লাইসেন্স ফেরত পেলেন এক মহিলা।জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি গ্রামের অষ্টমী মন্ডল কর্মসুত্রে নরেন্দ্রপুর এলাকার দক্ষিণ কুমড়োখালি এলাকায় বসবাস করেন।

গত কয়েকদিন গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন ওই মহিলা। সেই সময় তাঁর মোবাইল ফোন আর ড্রাইভিং লাইসেন্স হারিয়ে যায়। গ্রামের বাড়ি গিয়ে ভেঙে পড়েন তিনি।অন্যদিকে নরেন্দ্রপুর থানার এএসআই বিপুল চ্যাটার্জী কর্তব্যরত অবস্থায় একটি মোবাইল ফোন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স কুড়িয়ে পান। তিনি ড্রাইভিং লাইসেন্সের সুত্র ধরে ক্যানিংয়ের ওই মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আচমকা

পুলিশের তরফ থেকে ফোন পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়েন অষ্টমী। রবিবার নরেন্দ্রপুর থানা পুলিশের তরফ থেকে মহিলার হাতে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স তুলে দেন এএসআই বিপুল চ্যাটার্জী। হারিয়ে যাওয়া জিনিসপত্র ফেরত পেয়ে পুলিশকে কুর্ণিশ জানিয়েছেন ওই মহিলা।

# আমতলায় নিত্য যানজটে নাজেহাল মানুষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** যতদিন যাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আমতলা নিবারণ দত্ত রোডে যানজট বাড়ছে। আমতলা চৌমাথা থেকে বাঁহাতে সোজা রাস্তা চলে গেছে বাখরাহাটের দিকে- যেটিকে বলে নিবারণ দত্ত রোড বলে। রাস্তার দুদিকে উঁচু ফুটপাথ থাকলেও তা চলে গেছে বিভিন্ন দোকান ও হকারদের দখলে।

ফুটপাথের ওপর তাদের নানা পসরা সাজিয়ে রমরম করে চলছে ব্যবসা। সাধারণ মানুষজন হাঁটতে পারছেন না স্বাভাবিকভাবে। যান চলাচলের যে রাস্তা আছে, তারও দুদিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অটো, ম্যাজিক, ভ্যান রিক্সা। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে তৈরি হচ্ছে যানজট। ওই রাস্তার যাত্রীদের নাজেহাল হতে হচ্ছে প্রতিদিন। বিশেষ করে কোনো রোগী সমেত অ্যাম্বুলেন্স যখন জ্যামে পড়ে খুবই অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফুটপাথ এবং যান চলাচলের রাস্তা সাফ না করলে আগামী দিন আরো সমস্যা বাড়বে। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সোমাশ্রী বেতাল বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরাও চিন্তিত। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সমস্যা সমাধানের জন্য বিষয়টি জানিয়েছি।

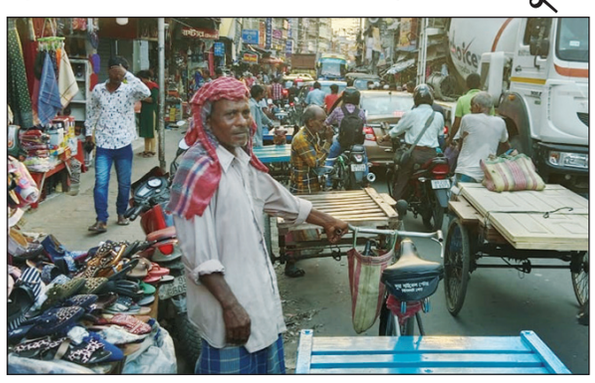

# কালনায় ডিয়ার পার্কের উদ্যোগ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের

**দেবাশিস রায় :** বর্ধমান শহরে রমনাবাগান অভয়ারণ্যের পর এবার জেলাবাসী আরো একটি ডিয়ার পার্কের আনন্দ উপভোগ করতে চলেছেন। এই ডিয়ার পার্কটি তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি সম্প্রতি কলকাতায় গিয়ে এবিষয়ে লিখিত আকারে প্রস্তাবটি রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাতে তুলে দিয়েছেন। প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের নয়া প্রস্তাবনা সূত্রে জানা গেছে, কালনা মহকুমার অন্তর্ভুক্ত পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার অধীন বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ডিয়ার পার্ক অর্থাৎ হরিণ উদ্যান গড়ে তোলা

হবে। এই ডিয়ার পার্কের জন্য মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ রাজ্য বনদপ্তরের হাতে মোট ৪.৫ একর জমিও তুলে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রস্তাবিত ডিয়ার পার্কটি যেখানে গড়ে উঠবে সেখানে একটি সুবিশাল জলাশয় রয়েছে। এবার যদি বনদপ্তর ডিয়ার পার্কের প্রস্তাবটিতে ছাড়পত্র দেয় তাহলে স্বপন দেবনাথ সেটিকে যথাযথভাবে সাজিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আরো একাধিক পদক্ষেপ করবেন বলে জানা গেছে। যেমন ডিয়ার পার্কে ঘুরতে আসা মানুষদের সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে। গড়ে তোলা হবে শৌচাগার, সুদৃশ্য মানানসই বসার জায়গা। নানান ধরনের গাছপালাও লাগানো হবে। ডিয়ার পার্কের ভিতরে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর জন্য তৈরি করা হবে নজরকাড়া পথ। প্রসঙ্গত, পূর্ব বর্ধমান জেলার রমনাবাগান অভয়ারণ্যটি রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মিনি চিড়িয়াখানা। বর্ধমান শহরের বুকে গড়ে ওঠা এই অভয়ারণ্যে হরিণ থেকে শুরু করে কুমির, ময়ূর, চিতা, খরগোশ, শজারু, ভল্লুক সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী রয়েছে। এইসব বন্যপ্রাণী দেখার জন্য সারাবছর রমনাবাগান অভয়ারণ্যে পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। ইঁদুর দৌড়ের জীবনে কর্ম ক্লান্ত মানুষজন ক্ষণিকের আনন্দের জন্য সবুজ পরিবেশে পশুপাখির সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। কালনায় যদি প্রস্তাবিত ডিয়ার পার্কটি যথাযথ পরিবেশে গড়ে উঠতে পারে তাহলে সেটাকে কেন্দ্র করে নিঃসন্দেহে একটা মিনি পর্যটন ক্ষেত্র তৈরি হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ২০ মে – ২৬ মে, ২০২৩

## বোমা–বাজি

বাংলা জুড়েই বোমা এবং বাজির রমরমা। একসময় ব্রিটিশ তাড়াতে বাংলার বিপ্লবী তরুণরা হাতে বোমা তুলে নিয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম, বসন্ত বিশ্বাসের মতো তরুণরা এদেশের মানুষ এবং আগামী ভারতবাসী যাতে স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারে তার জন্য নিজেরা ফাঁসির মঞ্চে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শহিদ হয়েছিলেন।

এই বাংলায় বর্তমানে সেই বোমা–বাজিতেই এগরা, রঘুনাথগঞ্জ, ভগবানপুরের মতো বহু গ্রামাঞ্চলের মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। টিটাগড়ের মতো শহর ও শিল্পাঞ্চলেও বোমা বিস্ফোরণের ফলে অসময়ে অকাল মৃত্যু ঘটছে অনেকের। রাজনীতির হাঁড়িকাঠে ইচ্ছা–অনিচ্ছায় জীবনজীবিকার বাধ্যবাধকতায় প্রাণ হারিয়েছে। কুটির শিল্পের মতো গ্রামবাংলার বহু জায়গায় বেআইনি বাজি বোমার মশলা তৈরির কারখানা গড়ে ওঠার সঙ্গে অনেক আর্থ রাজনীতিক সম্পর্ক থাকে। খাদিকুলের কামারদিঘার মতো বাজি কারখানাগুলিতে বোমা–বাজির আখরা জানার পর গ্রামবাসীরা বিপন্ন হয়ে উঠেছে বারংবার। মারাত্মক সব অভিযোগ ওঠে পুলিশ প্রশাসন এবং শাসক ঘনিষ্ঠ বাজিগড়দের বিরুদ্ধে। অনুসন্ধান, তদন্ত সাময়িক ভাবে সবই নিয়ম রক্ষার মতই। খোঁজখবর করলেই জানা যায় ওই সব বাজিগড়দের কারখানার অতীত ইতিহাস। 'শ্রমিক' ওই কারখানা গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন এবং সবই প্রায় ধামাচাপা পড়েছে।

সম্প্রতি এগরা বাজি বোমার কারখানা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি যখন উত্তাল এবং মূল অভিযুক্ত ভানু বাগের আশি শতাংশ দুর্ঘটনায় পুড়ে কটক হাসপাতালে মৃত্যু নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও সংশয় তৈরি হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে। দুর্ঘটনার একঘন্টা পরে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার দূরের কটক হাসপাতালে সাধারণ মোটর বাইকে চড়ে তাকে কী ভাবে নিয়ে যাওয়া হল এবং তার মৃত্যু কতটা স্বাভাবিক ইত্যাদি প্রশ্ন উঠবে। প্রশ্ন থেকে যাবে সেই সব বিপন্ন পরিবারগুলির নানা অভিযোগ এবং নিকট জনের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ নিয়ে। কেন্দ্র–রাজ্য তদন্ত করুক। সময়ের নিয়মে আর পাঁচটা বিস্ফোরণের মতো এটিও স্তিমিত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশাসন ও শাসকদলকে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে যাবতীয় বেআইনি কারখানার হাল হকিকত সম্পর্কে। রাজনীতির অঙ্গণে ক্ষমতা দখলের লড়াই যাতে আগামীদিনে এমন বাজির আড়ালে বোমা শিল্প আর সহনাগরিকদের প্রাণ না কাড়তে পারে সে বিষয়ে নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে প্রকাশ করতে হবে আইনি এবং বেআইনি কারখানার তথ্য।

## যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

**'মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ'**

বিচার পরায়ণ ও বিবেকবান ব্যক্তি প্রথমে এই জগতকে এক ব্যধিরূপে বোধ করে জগতের বাসনা ত্যাগ করবে, অতঃপর সম্যক্‌দর্শন লাভ করে নিখিল জগতকে ইন্দ্রজালতুল্য জ্ঞান করবে। সম্যক দর্শক ভিন্ন বন্ধন–মোচন সুদূর পরাহত। সংসারে আসক্তি বড় বিষম ব্যাধি। আসক্তি মানুষকে বদ্ধ করে, ছিন্ন ভিন্ন করে, দগ্ধ করে। জগতে এমন কোন দুঃখ নেই যা সংসারে আসক্ত ব্যক্তি ভোগ করে না। হে রাঘব। চৈতন্যস্বরূপ আত্মার উপলব্ধিতে অন্তঃকরণে ব্রহ্মরসের উদয় হলে শান্তি এবং সমতা আস্বাদ করা যায়। আত্মজ্ঞানমূলক শাস্ত্র বিচারে তাবৎ দুঃখের অবসান হয়। সুতরাং আত্মজ্ঞানমূলক শাস্ত্রের সমুচিত সমাদরে যত্নবান হওয়া উচিত।

এই জড় দেহ একটি রথ, ইন্দ্রিয় গুলি তার গতিচক্র, প্রাণরূপ বায়ুর শক্তিতে সেই রথ চালিত হয়, মন তার লাগাম, এবং রথের গন্তব্য হল আনন্দ। রথের আরোহী অতি ক্ষুদ্র জীব সমাধিযোগে মহিম হতে পারে। বিবেকঘনে কৃতকৃত্যতা লাভ হলে অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হলে সেই ব্যক্তি বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে যান। তিনি শোক–তাপ, সুখ–দুঃখ, শুভ–অশুভ, ভাল–মন্দ ইত্যাদিন ভেদ জয় করে পরমানন্দে বিচরণ করেন। এমন জীবন্মুক্ত অবস্থা একমাত্র আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত জনেরই সম্ভব।

জীবন্মুক্তির অন্য কোন উপায় যত্নবান হতে হয়। অজ্ঞানতার চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হয় না। নানারকম আদি–ব্যধি, আপদ–বিপদ সেই তুলনায় তেমন দুঃখদায়ী নয়। মাটির ভিক্ষাপাত্র হাতে চণ্ডালের দ্বারে ঘুরে ভিক্ষা করার চেয়েও মূর্খতাদুষ্ট জীবন অধিকতর ঘৃণ্য। সংসাররূপ বন্ধনজাল থেকে মুক্ত হতে গেলে আত্মতত্ত্বের উপদেশ গ্রহণ করতেই হবে। নিজের স্বরূপ জানলে হরি–হর–ব্রহ্মা এবং আরও অনেক জীবন্মুক্ত মহর্ষিদের মত তুমিও অপার আনন্দে বিচরণ কর। এই জগতে সুখ বিন্দুমাত্র, কিন্তু দুঃখ যেন অনন্ত। তুমি দুঃখসর্বস্ব সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। দুঃখের উচ্ছেদক, অনন্ত শান্তিস্বরূপ যে আত্মজ্ঞান, তার সাধনাই পুরুষার্থকামীর করা উচিৎ। যাঁরা তোমার মত বিবেক–বৈরাগ্যবান তাঁরা এই মোক্ষযোগের উপযুক্ত। অন্য সকলে দুঃখের পর দুঃখ, বিপদের পর বিপদ, ভয়ের পর ভয় এবং নরকের পর নরক ভোগ করতে থাকে।

**ব্রহ্ম উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র**

## ফেসবুক বার্তা

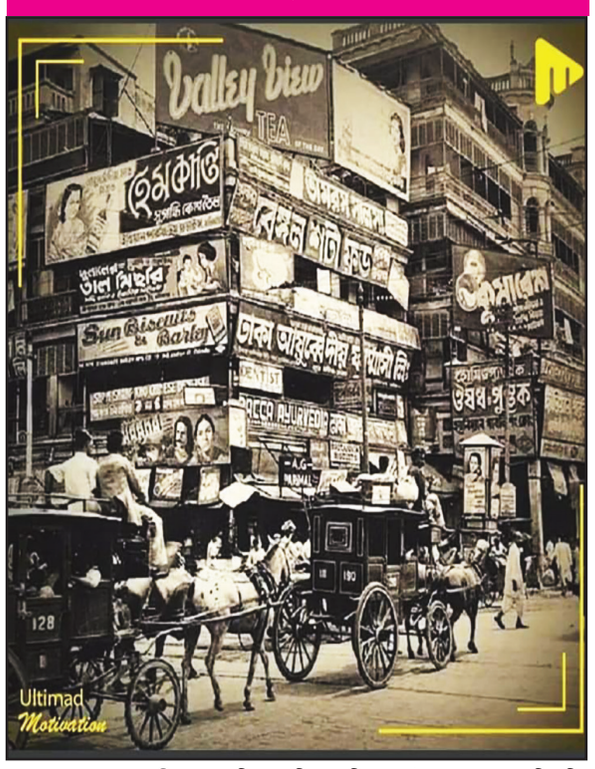


**যখন বাংলার রাজধানীতে বাঙালির আধিপত্য ছিল, সেই সময়কার একটি ছবি। আমরা আবার এই দিন ফিরিয়ে আনবো। আমরা স্বপ্ন দেখি – 'একদিন সব বাঙালির হবে।'**

# বাঙালির উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত

**নির্মল গোস্বামী**

অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে যে রাজ্যের সরকার আসে যায়। তার সঙ্গে ঠকা বা লাভ লোকসানের হিসাব খুঁজতে যাওয়াটা উচিত কাজ কি? ভারতে আর সব রাজ্যেও তো সরকার আসে যায় তাই নিয়ে তারা তো লাভ লোকসানের খাতা মেলাতে বসে যায় নি। আপনি শুধু শুধু অতীত আবর্জনা ঘেঁটে মরছেন। খুব সত্যি কথা। তবে বাঙালি বা বাংলার ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু অন্য ভাবে ভাবতে হবে। কারণ বাঙালির বিশ্বাসের শিকড়টা বেশি গভীরে প্রোথিত হয়। তাকে সহজে উপড়ে ফেলা যায় না। স্বাধীনতার পর থেকে মাঝের দু–এক বছর বাদ দিয়ে টানা ত্রিশ বৎসর বাঙালি আপন ভাগ্য কংগ্রেসের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। মোহভঙ্গ হতে হতে অনেক সময় অপচয় হল। তারপর বাম সরকারের আসল চরিত্র বুঝতে বুঝতে ৩৪ বছর কেটে গেল। এরপর বাঙালির বদলের নেশা এলো। সেই নেশার ঘোরে আপাতত ১৫ বছরের সময় তৃণমূল সরকারকে দিয়েছে। এটাও কম সময় নয়। এক যুগেরও বেশি। ফলে এখানে বিশ্বাস আর ঠকার হিসাব হল ব্যাস্তানুপাতিক। যত বেশি বিশ্বাস তত বেশি ঠকা।

যাই হোক এবার এসে গেল পালা বদলের পালা। আম বাঙালির শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের প্রতীক স্বরূপ বাঙলার বুদ্ধিজীবিদের ছবিসহ পোস্টারে দেখা গেল 'বদল চাই'। নেতৃত্বে অগ্নিকন্যা, পিছনে পরামর্শদাতা এক ঝাঁক বুদ্ধিজীবী। এই আশ্বাস ইতিপূর্বে কোনো রাজনৈতিক দল দিতে পারে নি। বুদ্ধদেব বাবুকে আবৃত্তি করে বলতে হতো 'আমি তোমাদের লোক'। কিন্তু মমতাকে কোন বিজ্ঞাপন দিতে হল না। তাঁতের শাড়ি আর হাওয়াই চটি দেখে ঘরের মেয়ে নয়– এই ভুল করার কোন অবকাশই রইল না।

বিরোধী নেত্রী মমতার কাজকর্ম, আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দেখে বাঙালির মনে হল বামেদের ফেলে দেওয়া ঝাণ্ডাটা যেন কাঁধে তুলে নিয়েছে। বামেদের ভুলে যাওয়া প্রতিবাদী স্বর যেন মমতার কণ্ঠে শোনা যেতে লাগল। সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম আন্দোলন দেখে বাঙালি ভাবল তাকে ভবিষ্যত নেত্রী পেয়ে গেছে। এই বিশ্বাস দৃঢ় হল। এবার বামফ্রন্ট নামক জগদ্দল পাথরটাকে বোধ হয় ক্ষমতা থেকে সরাতে পারবে। বাঙালি বিশ্বাস করল এই মেয়েই পার্টিতন্ত্র খতম করে পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সমাজের সর্বস্তরে যে রাজনীতির দুর্গন্ধযুক্ত পাঁক জমেছে তাকে সাফ করে পুনরায় সামাজিক ন্যায় ও অনুশাসন ফিরিয়ে আনবে। বাঙালি স্বপ্ন দেখল— আবিলতা মুক্ত বাঙালী সমাজ আবার শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত দাবিদার হয়ে উঠবে। আঁচল ভরা স্বপ্ন আর বুক ভরা বিশ্বাস নিয়ে বাঙালি মমতাকে ক্ষমতায় আনল। যে দিন মমতা শপথ নিল সে দিন বাঙালির মনে হল তারা যেন দ্বিতীয় বার স্বাধীনতা পেল।

মমতা যে তুলসী বনের বাঘ ছিলেন তা বুঝতে বেশি সময় অপচয় করতে হল না বাঙালিকে। মাসান্তিক কালের মধ্যেই থানা থেকে দলীয় কর্মীকে ছাড়াতে যাওয়ার ঘটনায় প্রকাশ করে দিলেন কেমন আইনের শাসন প্রতিটা করবে মমতা। ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'মর্ণিং শোজ দ্য ডে' মমতাও অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর জাত চিনিয়ে দিলেন। আর দলের চরিত্র ছ'মাসের মধ্যেই প্রকাশ করে দিলেন কবির সুমন। প্রচার মাধ্যমের সামনে বললেন ছোট থেকে বড় সব নেতারা খালি 'খাবো, খাবো, খাবো'। আরো কিছু দিন পরে মমতার নানান কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে প্রয়াতা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী প্রশ্ন তুললেন, 'তবে কি আমরা ভুল করে ফ্যাসিবাদকেই নিয়ে এলাম।'

বিস্ময় নয়, তৃণমূল সরকারের কাজকর্ম বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সত্যিই ফ্যাসিবাদী মানসিকতার প্রকাশ পাচ্ছে সর্বত্র। গণতন্ত্রের ঠাটবাট বজায় রেখে ফ্যাসিবাদী কায়দায় বিরোধী কণ্ঠকে রোধ করে সেই কাজ শুরু হল। বাম আমলে যত টুকু লোক দেখানো প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় ছিল তৃণমূল রাজত্বে তাও রইল না। গ্রামগঞ্জের সর্বস্তরের মানুষ মায় শহুরে বুদ্ধিজীবীর দল সকলেই বুঝে গেল যে, দিদির জয়ধ্বনি করলেই কামানোর রাস্তা খুলে যাবে। সকলেই মমতার উন্নয়নে সামিল হতে চায়। মুখে এই কথা বলে বটে, কিন্তু তারা মনে মনে জানে নিজের আখের গোছানোর এতো বড়ো সুবর্ণ সুযোগ এর আগে বাংলায় কোন দিন আসে নি। দিদির জয়জয়কার ধ্বনি উঠল সর্বত্র।

বামেদের হয়ে যারা বিভিন্ন কাজ করত তারা সুযোগ বুঝে তৃণমূলে ভিড় করল। আর কামাবার কায়দা কৌশল জানবার জন্য তাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানানো তৃণমূল। ফলে ভোট লুট থেকে কাটমানি খাওয়ার পাকা বন্দোবস্ত তৈরি হল। বাম আমলে ভোট লুট হতো। নীরব লাল চোখের ইশারাকে বুঝে অনেক পঞ্চায়েতে কেউ দাঁড়াতে সাহস পেতো না। এরা ভোট যাতে না হয় তার ব্যবস্থা খোলাখুলি ভাবে করল। বিরোধীরা যাতে নমিনেশন ফাইল করতে না পারে তার জন্য বিডিও অফিসে অফিসে তৃণমূলের গুন্ডারা কোদালের বাঁট নিয়ে পাহাড়ায় রইল। আর থানার ওসি এবং বিডিওরা চুপ করে দেখল। চক্ষুলজ্জার বালাইও রইল না। দল সরকার আর প্রশাসন একসঙ্গে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করল।

উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা নেই। সরকারী টাকা বিলিয়ে দলের সমর্থক তৈরি করাই মূল লক্ষ্য। অন্য রাজ্যে বা বাম আমলে চুরি বা ঘুষ ধরা পড়লে নেতারা লজ্জা পেতো। তৃণমূল সরকারের আমলে এই লজ্জা পাওয়াটাও উবে গেল। এ এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম হল বাঙালি সমাজে। নেতামন্ত্রীরা কোটি কোটি টাকার সম্পদ করছে, তবুও তারা দোষী নয়। চোখের সামনে মানুষ অপরাধ দেখছে তবুও তারা অপরাধী নয়। সিবিআই ইডিকে কোর্টে প্রমাণ করতে হবে তবেই তারা দোষী হবে। রাজ্যে সীমাহীন দুর্নীতি হয়েছে অথচ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতারা অন্যের দুর্নীতি দিয়ে নিজ দলের দুর্নীতির স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আবার দুর্নীতি বলতে রাজী নন। ছোটখাটো ভুল করে থাকলে তা শুধরে নেবার কথা বলেন।

শুধু ক্ষমতার হাত বদল বা দল বদল ছাড়া কিছুই হল না। দুর্নীতির শিকড় সমাজের সর্বক্ষেত্রে আরো গভীরে শাখা বিস্তর করল। বামেরা সমাজে রাজনীতিকরণ করে ছিল। মমতার তৃণমূল সরাসরি প্রশাসনিক রাজনীতি করণের পথে হাঁটল। কোনো অভিযোগ কেউ জানাতে পারবে না। জানালেও তার বিচার হবে না। সরকারী প্রশাসনের উদ্যোগে এই ভাবে শত শত কোটি টাকার চাকরি বিক্রির ব্যবস্থার কথা এই প্রথম জানল বাঙালি। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত হল তৃণমূলের আমলে। গোটা শিক্ষা প্রশাসন জেল বন্দী। অথচ জনরোষ নেই। বিক্ষোভ নেই। বাঙালিকে ভিতর থেকে বদলে দিয়েছে কী এক যাদুকাঠির স্পর্শে। নীরব, মূক, সর্বংসহা এই বাঙালি সেই বাঙালি নয়। মমতাকে বিশ্বাস করে বাঙালি জাত, কুল–মান সব খুইয়ে দেউলিয়া হয়ে গেল। যে বাঙালির গৌরবময় অতীত ছিল, উচ্চ সাংস্কৃতিক পরম্পরা ছিল, লড়াইয়ে সাহস ছিল। সেই বাঙালি এখন ভিজে বেড়ালে পরিণত হয়েছে। বাঙালি বার বার ভুল রাজনীতির বলি হয়েছে। এই জাতি আবার উঠে দাঁড়াবে— এ বিশ্বাস ক্রমশই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে।

(শেষ)

# কর্ণাটকও বলে দিল ভারত মজে জাত ধর্মে

**শক্তি ধর**

## রাজনীতির পটে

সাগরদীঘি উপনির্বাচনের ঘিয়ের গন্ধ এখনও হাত থেকে যায়নি। তার মধ্যেই হাতে এসেছে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষীর। তাই এখন চেটেপুটে খাচ্ছে কংগ্রেস। সাগরদীঘিতে সঙ্গে ছিল বামেরা। তৃণমূল যদিও বলে বিজেপিও সঙ্গে ছিল সাগরদীঘিতে। কর্নাটকে অবশ্য কারোর সাহায্য লাগে নি। প্রবল বিরোধী বিজেপিকে একাই হারিয়েছে কংগ্রেস। তবে ফলাফলের বিশ্লেষণ বলে দিচ্ছে দু জায়গাতেই তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে সংখ্যালঘু ভোট। সাগরদীঘিতে ৮৬ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটের প্রায় পুরোটাই পেয়েছে কংগ্রেস। কর্নাটকেও ৯ টি সংখ্যালঘু আসনের সবকটাই গিয়েছে কংগ্রেসের ঝুলিতে। ফলে মল্লিকার্জুন খার্গে সভাপতি হওয়ার পর প্রথম বড় ভোটে কংগ্রেসের এই জয় যে সেলিব্রেট করার মত সাফল্য তাতে সন্দেহে নেই।

কর্নাটকের ফল বেরোনোর পর স্বাভাবিকভাবেই ফের বিরোধী শিবিরে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে কংগ্রেস। এতদিন যারা দুরছাই করছিল তারা আবার কংগ্রেসের সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেসি করে বসবার ইচ্ছা প্রকাশ করছে। বর্তমান রাজনীতিতে কংগ্রেসের কাছে এখন এটাই বড় পাওনা। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে কর্ণাটক কিছুটা ফায়দা তো নিশ্চয়ই দেবে কংগ্রেসকে। যদি অবশ্য কংগ্রেসের ভিতরের দন্দ্ব বাইরে না এসে পড়ে।

একথা বলছি তার কারণ বিপুল জয়ের পরেও স্বস্তি নেই কংগ্রেসের। মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তাই নিয়ে চলছে টানাপোড়েন। সিদ্ধারামাইয়া না শিবকুমার, এইটুকুতেই আটকে গিয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। এমনকি সিদ্ধান্ত নিয়েও থামিয়ে রাখতে হয়েছে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। সিদ্ধারামাইয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিলেও বেঁকে বসেছেন জয়ের কান্ডারী শিবকুমার। তিনি কিছুতেই উপমুখ্যমন্ত্রী হবেন না। এমনকি দ্বিতীয় দফার হাফ মুখ্যমন্ত্রীও হতে রাজি নয়। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর পদই তাঁর একমাত্র কাম্য। এত গেল ১ নম্বর গেরো। দ্বিতীয় গেরো পাকিয়েছেন কর্নাটকের ওয়াকফ বোর্ডের প্রধান। তিনি আবার চেয়েছেন সংখ্যালঘু উপমুখ্যমন্ত্রী এবং ৫ সংখ্যালঘু মন্ত্রী। কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের ফিল গুড অনুভূতিটাই হারিয়ে যাচ্ছে জোড়া চাপে। রাজস্থানে অশোক–শচীন, ছত্তিশগড়ে ভুপেশ–টি কে সিং দন্দ্ব এখনও মেটেনি। এবার শুরু হয়েছে সিদ্ধা–শিব দ্বৈরথ।

ভোট আসলে এখন গিভ এন্ড টেক পলিসি। রাজনৈতিক দল ও জাত–পাত–ধর্মে চুক্তি। তুমি আমাকে সমর্থন দাও, আমি তোমাকে পদের সুযোগ দেব। এখানে কোনো নীতি নৈতিকতার বালাই নেই।

এটাই হল কংগ্রেসের সমস্যা। দীর্ঘদিনের একটি সংগঠন হওয়া সত্বেও এখন এমন একজন নেতার অভাব হয়ে পড়েছে যার কথা মানতে সকলে বাধ্য। আর এটা হয়েছে কোনো একটি পরিবারের আধিপত্যের ফলে। আনুষ্ঠানিক ভাবে গান্ধী পরিবারের বাইরে সভাপতি নির্বাচন করেও লাভ হয়নি। মল্লিকার্জুন নিছক পুতুলের মত। সেই রাহুল সোনিয়াই ভরসা। কর্নাটকেও শেষপর্যন্ত সোনিয়াকেই মাঠে নামতে হয়েছে। আড়াই বছরের মুখ্যমন্ত্রীর টোপ দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শিবকুমারকে বাগে আনতে হয়েছে। সেই পরিবারতন্ত্রের ছায়া থেকে কিছুতেই বেরোতে পারছে না কংগ্রেস। রাহুল সোনিয়া কল থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলেও অবুঝ বাচ্চার মত সেই কোলেই গিয়ে উঠতে চায়। অন্য কারোর সান্নিধ্যে কিছুতেই সুখ পায় না সে। এমনভাবেই তৈরী করা হয়েছে কংগ্রেসকে।

কিছু করার নেই এই কংগ্রেসকে নিয়েই ২০২৪ এর ভোটে লড়তে হবে কংগ্রেসকে। একা না পারলে জড় করতে হবে অন্যদের। তাদেরকে আবার মানাতে হবে নিজের নেতৃত্ব। সংহত রূপেই নামতে হবে বিজেপির বিরুদ্ধে। তবে সেই ভোতে যে উন্নয়ন, মানবাধিকার, দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্যকে পিছনে ফেলে জাত পাত ধর্ম সামনে উঠে আসবে তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। আর সেটাই হবে ভারতীয় গণতন্ত্রের পরাজয়।

## দেশ দেশান্তরে

### সঞ্চার সাথী

আজকের জীবনে মানুষকে যতটা সুখ এনে দিয়েছে মোবাইল ফোন ততটাই দুঃখ হয় এটি হারানোর ব্যথায়। আবার এই মোবাইল ফোনের দৌলতে কেউ কেউ নিজের অজান্তেই পড়ে যান সন্ত্রাসবাদের ফাঁদে। তিনি নিজেও জানতে পারেন না তাঁর নামে কতগুলো ভুয়ো সিম রেজিস্টার করে পাতা হয়েছে প্রতারণার জাল। আর মোবাইল চুরি হলে তো রক্ষা নেই, হয়রানির একশেষ। সিম ব্লক, থানায় ডাইরি, নতুন সিম তোলা, সাইবার থানায় দৌড়োদৌড়ির পর আশ্বাস ছাড়া কিছুই জোটে না। কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রের চূড়ান্ত ফল হতাশা। এমনকি তদন্তের গতিপ্রকৃতি জানারও উপায় নেই।

আধুনিক জীবনের এই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিতে এগিয়ে এসেছেন কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। গত মঙ্গলবার থেকে চালু করেছেন সঞ্চার সাথী পোর্টাল। এই পোর্টালের ট্যাফকফ ব্যবস্থার মাধ্যমে মোবাইল গ্রাহক নিজেই এবার অপরাধ রুখতে পারবে। চুরি গেলে সিইআইআর ব্যবস্থায় আবেদন জানানো যাবে। এই পোর্টালের মাধ্যমেই মোবাইল খোঁজা যাবে এমনকী ব্লক করা যাবে সিম। যেতে হবে www.sancharsaathi.gov.in পোর্টালব্লকের সিটিজেন্স সেন্ট্রিক সার্ভিসেস–এ গিয়ে নো ইওর মোবাইল কানেকশনস–এ ক্লিক করলে দেখা যাবে নিজের নামে কটি সিম সক্রিয় রয়েছে। অন্যকে ব্যবহার করতে দেওয়া সিম ব্লকও করা যাবে এই পোর্টাল থেকে। নিঃসন্দেহে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের জন্য এই একটি অভূতপূর্ব পরিষেবা। তবে এটি প্রকৃতপক্ষে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া

হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ কাটছে না।

ভারতে সাইবার ক্রাইম এখন লাগামছাড়া। অশ্বিনী জানিয়েছেন কৃত্রিম মেধার প্রথম পর্যায়ে ৮৭ কোটি সংযোগের বহু ক্ষেত্রে একজনের ছবি দিয়ে কয়েকশো সিম নেওয়া হয়েছে। ৪০ লক্ষ সন্দেহভাজন সিম ধরা হয়েছে। ৩৬ লক্ষের বেশি সিম বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের ডিডিজি পবিত্র সরকার এই পোর্টাল গ্রাহকদের যে কাজে লাগছে তাঁর প্রমাণ সিইআইআর–এ ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ মোবাইল ব্লক হয়েছে। সিম যাচাইয়ের ৮৫ হাজার আবেদন জমা পড়েছে ট্যাফকফে। কিন্তু এই পোর্টাল গ্রাম গ্রামান্তরে পৌঁছে দিতে চাই ব্যাপক প্রচার উদ্যোগ। আগামী দিনে মোবাইল গ্রাহকদের বাঁচাতে সঞ্চার সাথী কতটা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবে তাঁর উপর নির্ভর করছে এই পোর্টালের সাফল্য। তবে এই উদ্যোগের জন্য মন্ত্রী ও তাঁর টেলিকম বিভার অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

### তৈলাক্ত পথ

জি ২০ সম্মেলনের বহু বৈঠক নিষ্ফলা রয়ে গিয়েছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের ভাগাভাগিতে। আর ভারত নেতৃত্ব পেয়েও পিছলে পড়েছে রুশ তেলে। এখনও ইউরোপ সুযোগ পেলেই দূষছে ভারতকে যা দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বিদেশমন্ত্রীর চলতি ব্রাসেলস সফরে ফের বিষয়টি তুলে খোঁচা দিয়েছেন ইউরোপিও ইউনিয়নের বিদেশনীতি বিষয়ক কমিটির প্রধান জোসেফ বোরেল। রুশ তেলের উপর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে

রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল নেওয়ায় ভারতের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন বোরেল। যদিও জয়শঙ্কর তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন ইউরোপিও কাউন্সিলের নিয়মকানুন। অবশ্য ইউরোপ তাতে ঠান্ডা হবে এমন আশা কম।

এদিকে জাপানের হিরোশিমায় শুরু হয়েছে জি ৭ সম্মেলন। যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেও যে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের কথা উঠবে না বা ভারতের পথ রুশ তেলে পিচ্ছিল হবে না এমন আশা কম। এরপরেই সিডনিতে ছিল ভারত, আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার চতুর্দেশীয় কোয়াড বৈঠক। যদিও আভ্যন্তরিন বিষয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য বাইডেন কোয়াড বৈঠকে আসতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য মোদী সিডনি যাচ্ছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি কোয়াডভুক্ত দেশগুলি হিরোশিমাতে জি ৭ সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠক সেরে নিতে পারেন।

আসলে বিশ্বের বহু দেশ চায় নিজেদের স্বাধীন বিদেশনীতি ছেড়ে ইউরোপ আমেরিকার তল্পিবাহক হয়ে যাক ভারত। অর্থনীতিটা যেমন বিশ্বের সঙ্গে মিশে গেছে তেমনি বিদেশনীতিটাও আর দশটা দেশের উপর নির্ভরশীল হোক। ভারত ঘোর পোড়া গরু। বারবার বৈদেশিক আক্রমণের শিকার। অন্যকে ভরসা করলে, তাকে নির্ভর করলে কি হয় ভারত জানে। তাবড় দেশের সঙ্গে এক আসনে বসা মানে যে নিজের স্বাধীনতা খোয়ানো নয় সেটা হাড়ে হাড়ে জানে ভারত। ভারত এখন আত্মনির্ভর, এই চাপ কাটাতেই হবে।

**প্রণব গুহ**

## পাঠকের কলমে

### হিন্দু শব যাত্রীদের আচরণ সংযত হওয়া দরকার

হিন্দ সম্প্রদায়ের কেউ মারা গেলে, তাঁকে যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন দেখি শবযাত্রীদের আচরণ খুবই দৃষ্টিকটু ও শ্রুতিনন্দন নয়।

প্রথমত এখন একটা রেওয়াজ হয়েছে শবদাহ করতে গেলে মদ্যপান করতেই হবে। তাই দেখি শবযাত্রীদের ম্যাটাডোর দাঁড়িয়ে পড়ে মদ দোকানের সামনে। যেন পিকনিক করতে যাচ্ছে। তারপর বলহরি হরিবোল ধ্বনিও বিকটভাবে উচ্চারিত হয়— বল হরে হরি বোল। আবার বলো, জোরসে বলো''। এই ভাবে চলতে থাকে হরিধ্বনির অপভ্রংশ।

আগে চোখে পড়ত হরিনাম সংকীর্তনের দলকে শবযাত্রায়, এখন খুব একটা চোখে পড়ে না। আরো একটা নতুন বিষয় দেখছি শবযাত্রীদের সঙ্গে বাড়ির শিশু, মহিলারাও যাচ্ছেন শ্মশানে। এটা আগে ছিল না। শবযাত্রীদের মধ্যে কোনো শোকের ছায়া বা সমব্যথী মনোভাব কিছুই নেই। এই কদর্য আচরণের পরিবর্তন করতে সকলকে সজাগ হতে হবে।

ধন্যবাদান্তে
নীলু রায়, বাওয়ালী
দঃ ২৪ পরগনা

# সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

## ভাগ্য ফিরল মালদহের আলু চাষিদের!

## একধাক্কায় দাম বাড়ল অনেকটা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দাম বাড়ল আলুর। গত কয়েকদিন আগেই খোলা বাজারে আলুর দাম ছিল সাত থেকে আট টাকা প্রতি কেজি। এবার এক ধাক্কায় সেই দাম বেড়ে যাওয়ায় চওড়া হাসি ফুটেছে মালদহের আলু চাষিদের মুখে। গত কয়েকদিন থেকে আলুর সঠিক দাম না মেলায় ক্ষোভ দেখা যাচ্ছিল মালদহের আলু চাষিদের মধ্যে। দিনকয়েক আগে ৫৫০ টাকা প্রতি কুইন্ট্যাল দরে আলু বিক্রি করতে হয়েছিল কৃষকদের। কিন্তু এখন সেই আলু প্রতি কুইন্ট্যাল ১১০০ দরে বিক্রি করছেন চাষিরা। আর তাতেই খুশির হাওয়া বইছে কৃষক মহলে। মালদহকে আমের জেলা হিসাবেই দেখা হয়। তবে আম ছাড়াও আলু সহ অন্যান্য ফসলের চাষ ভালই হয় এই জেলায়। প্রধানত মালদহ একটি কৃষি প্রধান এলাকা। এই জেলার অধিকাংশ মানুষজন জীবিকা নির্বাহ করে কৃষি কাজ করেই। ধানসহ বিভিন্ন শাকসবজি ও আলুর চাষ করে লাভের মুখ দেখেন এই জেলার চাষিরা।



সেইমতো এইবছর আলু চাষ করেছে জেলার বিভিন্ন ব্লকের আলু চাষিরা। গাজোল ও পুরোন মালদহ এই দু'টি ব্লকে প্রচুর পরিমাণে আলু উৎপাদন হয়। এবারও ভাল উৎপাদন হয়েছে। ফলন বেশি হওয়ায় জমি থেকে আলু তোলার সময় দাম মিলছিল না। আর তাতেই মাথায় হাত পড়েছিল জেলার আলু চাষিদের মধ্যে। চাষিদের অভিযোগ,হিমঘরে আলুর বন্ড পাচ্ছিলেন না আলু চাষিরা।

মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী,জেলায় ১০ হাজার ১১৬ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়।এবার প্রতি হেক্টর জমি থেকে ৩০ মেট্রিক টন আলু ফলন হয়েছে। চাহিদার তুলনায় বেশি ফলন হওয়ায় দাম পাচ্ছিলেন না জেলার কৃষকরা। মালদহের উৎপাদিত আলু দক্ষিণবঙ্গে রফতানি শুরু হয়েছে। আর তাতেই ভাগ্য ফিরল মালদহের আলু চাষিদের।

## টমেটো চাষ পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনা



**নিজস্ব প্রতিনিধি :** টমেটো সব ধরনের সবজি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সারা বিশ্বে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। শাকসবজি ছাড়াও এটি সালাদেও ব্যবহৃত হয়। যে কোন মৌসুমেই টমেটো চাষ করা যায়। এটি খেলে শরীরে প্রচুর শক্তি থাকে। এতে রয়েছে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ইত্যাদি পুষ্টি উপাদান। চাষ পদ্ধতি

### চাষের জন্য উপযুক্ত মাটি

টমেটো লাল দোআঁশ, কালো দোআঁশ এবং বেলে দোআঁশের মতো মাটিতে ভালো জন্মায়। হালকা মাটিতেও টমেটো চাষ করা যায়। টমেটোর ভালো উৎপাদনের জন্য মাটির pH ৭ থেকে ৮.৫ এর মধ্যে হওয়া উচিত।

### টমেটো চাষের জন্য উপযুক্ত জলবায়ু

টমেটো সারা বছরই চাষ করা যায়। এর জন্য কোনো বিশেষ ধরনের জলবায়ুর প্রয়োজন হয় না। টমেটো বীজ ২০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ভাল অঙ্কুরিত হয়।

### বপন পদ্ধতি

বছরে তিন থেকে চারবার টমেটো চাষ করা যায়। মে থেকে জুন, সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর এবং জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে বপন করা হয়। বীজ বা নার্সারির মাধ্যমে মাঠ তৈরি করা যায়। বীজ বপনের আগে ক্ষেতের মাটি লাঙ্গল করে তাতে উপযুক্ত সার ও কম্পোস্ট মিশিয়ে দিতে হবে।

### সার দেওয়ার পদ্ধতি

টমেটো বেশি উৎপাদনের জন্য সার ব্যবহার ছাড়াও ক্ষেতের মাটি পরীক্ষা করান, মাটির প্রযোজন অনুযায়ী সার ব্যবহার করুন। আপনি বাড়িতে পচা গোবর সার, ডিএপি, অ্যামোনিয়াম সালফেট, মিউরিয়েট অফ পটাশ ব্যবহার করতে পারেন।

### সেচ পদ্ধতি

টমেটো ক্ষেতে মাটির আর্দ্রতার ভিত্তিতে সেচ দেওয়া হয়। ফুল ফোটার আগে এবং শুঁটি গঠনের পর দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে জমিতে হালকা সেচ দিতে হবে এবং জল যেন জমে না থাকে।

### ফসল কাটা

টমেটোর ফলের উপর লাল এবং হলুদ ডোরাকাটা দেখা যায়। এই কারণে, তাদের সঠিক সময়ে প্লাক করা উচিত। এটি রাখার জন্য কোল্ড স্টোরেজ প্রয়োজন।

## আয়ের নতুন দিশা ব্যাকটেরিয়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** চাষ আর গতানুগতিক ধারার কর্মকাণ্ড নয়। এখন কৃষিকাজ বিপুল আয়ের সম্ভাবনা তৈরি করছে। বদলে দিচ্ছে চালু ধারণাকে। নতুন নতুন ফসলের উদ্ভব হচ্ছে। নয়া খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। নতুন নতুন চাষের নতুন নতুন উপকরণ আবিষ্কৃত হচ্ছে। এমনই এক উপকরণ হল ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়া এখন লাভের নতুন দিশা হয়ে উঠেছে। আয়ের পরিমাণ বাড়াতে একাধিক উপায়ের সাহায্য নিচ্ছে এখন দেশের জনগণ। আর তাতেই উঠে আসছে নতুন নতুন ভাবনা। আয়ের এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে সুন্দরবনবাসীরা। শিরিষ গাছের হাত ধরে এখন আয়ের নতুন পথ খুঁজে বার করেছে মিনাখাঁ, সন্দেশখালির বাসিন্দারা। সকাল সকাল উঠে গ্রামের এক অংশ ছুটছে ব্যাকটেরিয়ার সন্ধানে। আপাতত শিরিষ গাছ এখন লক্ষ্মী লাভের অন্যতম পন্থা। শিরিষ গাছের ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহ করে আয়ের নতুন দিশা হয়ে উঠেছে। এই ব্যাকটেরিয়া শুধু শিরিষ গাছে নয় বাবলা, অর্জুন, ইত্যাদি গাছেও




পাওয়া যায়। অনেক সময় বিভিন্ন গাছের ডালে ছত্রাক আক্রমণ হয়। এই ছত্রাক আক্রান্ত ডালের সাদা তুলোর মত প্রলেপ পড়ে যায়। এই তুলোর মত প্রলেপ রঞ্জন বা রেসিনে রুপান্তরিত হয়। এই আঠা সংগ্রহ করছে এই অঞ্চলের বসিন্দারা। এই ডাল গুলি ভেঙ্গে বাড়ি নিয়ে আসা হচ্ছে। বাড়ির মেয়েরা এই ছত্রাক থেকে উচ্ছিষ্ট বার করে বস্তার মধ্যে রাখছে। তারপর বস্তা বন্দি এই মূল্যবান জিনিস পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিক্রির জন্য। ই ছত্রাক ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি হচ্ছে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা কেজি দরে। জি ২৪ ঘণ্টা সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুসারে এই ছত্রাক মিনাখাঁর দেউলি নামক একটি এলাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। এই ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন রং এবং আসবাবপত্র তৈরির কাজে ব্যবহিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, সুন্দরবনে বন্য মধু সংগ্রহকারীদের জন্যও ব্যাপক সুবিধা আনছে সরকার। ইতিমধ্যেই সরকারের তরফে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দাম। বর্তমানে মধু বিক্রি হচ্ছে ৭০ টাকা কেজি দরে। যেখানে আগে ৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হত বন্য মধু।

## বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের যুব উৎসব ও মেরা মাটি মেরা দেশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুবতীরা পেন্টিং, কবিতা লেখা, ফটোগ্রাফি সহ পাঁচটি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে।



যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে আগামী ২৪ মে বাসন্তী ব্লকের জয়গোপালপুর বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতনে জয়গোপালপুর বাঘা যতীন ক্লাব ও পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় যুব উৎসব ২০২৩ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বুধবার বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্কর তাঁর দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি জানান ১৮–২৯ বছরের যুবক– তিনজনকে আর্থিক পুরস্কার সহ মেমেন্টো দেওয়া হবে। সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশ ও দেশপ্রেম জাগ্রত করাই এই উৎসবের লক্ষ্য। একজন সাংসদ এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন। তিনি আরও বলেন বজবজ–২, বিষ্ণুপুর–২ এবং বাসন্তী ব্লকে মেরা মাটি মেরা দেশ কর্মসূচি পালিত হবে। মাটি জল সংগ্রহ করে দিল্লি পাঠানো হবে।

**ছবি : অরুণ লোধ**

## সাতগাছিয়ায় তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল




নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ মে দক্ষিণ শহরতলির বজবজ–২ নম্বর ব্লক তৃণমূল ও যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে মুচিশা থেকে নোদাখালী পর্যন্ত এক প্রতিবাদ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হল। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়। সাতগাছিয়া বিধানসভার ৭টি অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ এই প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলান। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা, বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনর স্বপন হাতি, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, মলয় সাঁতরা, তমোসা গায়েন প্রমুখ। মিছিল শেষে যতীন্দ্র ক্লাবের মাঠে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

## বাম সমর্থক হওয়ায় পুর বঞ্চনার অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** উত্তর চব্বিশ পরগণার মধ্যমগ্রাম পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডের দক্ষিণ বঙ্কিমবল্লির বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, এলাকার সব বাসিন্দাই সিপিএম। একারণে তারা পুর পরিষেবা পাচ্ছেন না। তাদের অভিযোগ তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চোদ্দ ফুটের রাস্তা। কিন্তু ভোটাররা সকলেই বাম সমর্থক। তাই মধ্যমগ্রাম পুরসভার এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা পুর পারিষদ অরবিন্দ মিত্র অন্য সব রাস্তা কংক্রিটের করলেও তারা বঞ্চিত থাকছেন শুধুমাত্র সিপিএম করার অপরাধে। এমনটাই অভিযোগ তাদের।



প্রসঙ্গত ওই এলাকায় গেলে দেখা যাবে দক্ষিণ বঙ্কিমপল্লির বিভিন্ন রাস্তাঘাটের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটলেও ওই রাস্তা এখনও কাঁচা। এ ব্যাপারে পুরপ্রধান বা স্থানীয় কাউন্সিলরের কাছে বারংবার গেলেও কোনও সুরাহা হয়নি। এ বিষয়ে স্থানীয় সিপিএম নেতা সুদীপ্ত চন্দ জানান, 'এই গলিতে পাঁচটি পরিবার আছে। পঞ্চায়েত আমলে অনেক লড়াই করে তারা এই রাস্তাটা বের করে। এটা সরকারি জায়গা। বেদখল হয়ে গিয়েছিল। তার পরবর্তীতে পঞ্চায়েত আমলেই ইঁট দিয়ে রাস্তা বাঁধিয়ে কিছু সংস্কার করা হয়। কিন্তু এখন রাস্তাটা পুরোটাই কাঁচা। চোদ্দ ফুটের এই রাস্তাটা এখন জঙ্গলে পরিণত। এখানে বিষধর সাপও রয়েছে। রাত বিরেতে যাতায়াতে, বিশেষ করে বর্ষাকালে যে কোনও রকম দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এই গলির মধ্যে বেশ কয়েকটি পরিবার আছে। যারা সিপিএম মনস্ক। তারা আজও বামফ্রন্টকে ভোট দেয়। কিন্তু তাদের থেকেও তো পুরসভা ট্যাক্স পায়। তাহলে পুর উন্নয়ন থেকে তারা বঞ্চিত হবে কেন? এটা তো তাদের প্রাপ্য। এই বাসিন্দারা কেবলমাত্র শাসকদলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের শিকার।' কুন্তলা রায়চৌধুরী নামে আর এক বাসিন্দা বলেন, 'অনেকবার বলা হলেও, করছি, করবো বা ফাণ্ডে টাকা নেই ইত্যাদি অজুহাতে পাশ কাটিয়ে যায়। আমি এই এলাকায় তিরিশ বছরের বাসিন্দা। এরকমই দেখছি।' এ প্রসঙ্গে পুরসভার উপ পুরপ্রধান প্রকাশ রাহা বলেন, 'পুর পরিষেবা থেকে পুর বাসিন্দাদের কারও বঞ্চিত হওয়া কাম্য নয়। তবে ব্যাপারটা আমি অনেকদিন ধরেই জানি। তবে কোনও কাউন্সিলরের জেদাজেদির কারণে মানুষের ভোগান্তি হবে, এটা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে উন্নয়নশীল এই এলাকায় বহু গ্রামীণ রাস্তা পাকা হয়ে গিয়েছে। এসত্ত্বেও এই রাস্তাটা কেন অবহেলিত থাকবে এটা আমার বোধগম্য নয়।' এ প্রসঙ্গে মধ্যমগ্রাম পুর প্রধান নিমাই ঘোষ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বামপন্থীরা কি বলছে না বলছে তা জানি না। তবে মধ্যমগ্রাম পুরসভার ২৮টি ওয়ার্ডেই আমাদের উন্নয়নের কাজ ধারাবাহিক ভাবেই চলছে। তবুও যদি এরকম কোনও কিছু হয়ে থাকে, তবে আমি অবশ্যই বিষয়টা দেখব।' এ ব্যাপারে স্থানীয় কাউন্সিলর অরবিন্দ মিত্রর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

## সঙ্গীদের সাহসে বাঘের থাবা থেকে বাঁচল মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঘের আক্রমণ! সঙ্গীদের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন এক মৎস্যজীবি।ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির মৈপিঠ কোস্টাল থানার অন্তর্গত পূর্ব গুড়গুড়িয়ার কুমিরমারি ফরেষ্ট এলাকায়।জখম মৎস্যজীবির নাম গণেশ দাস। বর্তমানে ওই মৎস্যজীবি কুলতলির জামতলা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে কাঁকড়া ধরার জন্য সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে রওনা দিয়েছিলেন পূর্ব গুড়গুড়িয়া গ্রামের গণেশ দাস ও তার সঙ্গীসাথীরা। সুন্দরবনের কুমিরমারি জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে তারা যখন আপনমনে কাঁকড়া ধরছিলেন, সেই সময় আচমকা অতর্কিতে একটি বাঘ মৎস্যজীবি গণেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ চালায়। তার ঘাড়ে ও মুখে আঘাত করে। শিকার নিয়ে জঙ্গলে যাওয়ার চেষ্টা করে বাঘ। পরিস্থিতি দেখে সঙ্গীসাথীরা নৌকার বৈঠা নিয়ে বাঘের সাথে লড়াই করেন। বেশ কিছুক্ষণ চলে বাঘে মানুষে লড়াই। পরিস্থিতি ভয়ানক বেগতিক বুঝতে পেরে রণে ভঙ্গ দেয় বাঘ। শিকার ছেড়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সঙ্গীসাথীরা আক্রান্ত মৎস্যজীবিকে উদ্ধার করে নৌকায় তুলে দ্রুত নৌকা চালিয়ে স্থানীয় শনিবারের বাজার এলাকায় হাজির হয়। শনিবারের বাজারে গৌর সীট নামক এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কুলতলির জামতলা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন আক্রান্ত ওই মৎস্যজীবি।

## দেবীপুরে সংকীর্তন

**সঞ্জয় চক্রবর্তী:** হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত দেবীপুর গ্রামের ১৫০ বছরের পুরনো ২৪ প্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন এখন মানুষের মুখে মুখে। এখানে আটচালার পাশে প্রাচীনতম শ্রীপ্রভুর মূল বেদীতলে হয় প্রভুর আরাধনা। ৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৬ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত চলে প্রভু পূজাপাঠ ও হরিনাম সংকীর্তন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর হয় শ্রীপ্রভুর বিশেষ পালা, গানের আসর। ৬ জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিন ঢুলোট ও মহোৎসবের মধ্যে দিয়ে শ্রীপ্রভুর পূজাপাঠের পরিসমাপ্তি হয়। ওই দিনই সন্ধ্যার পর সকল ভক্তদের মাঝে শ্রীপ্রভুর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সমস্ত বিষয়টি পরিচালনা করে দেবীপুর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা। এই ২৪ প্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন ও পুজোপাঠ ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

## চন্দ্রবোড়ার ছোবলে বৃদ্ধা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** চন্দ্রবোড়া সাপের কামড় খেয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হলেন এক বৃদ্ধা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতি বার ভোরে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেগমপুর পঞ্চায়েতের কাটাখাল গ্রামে। বর্তমানে ওই বৃদ্ধা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে মরণাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বছর ষাট বয়সের বৃদ্ধা খাঁদি সরদার।বৃহস্পতিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই ঠাকুর কে পুজো দেওয়ার জন্য ফুল তুলতে গিয়েছিলেন বাগানে। ফুলগাছে হাত দিতেই তাঁর পায়ে একটি চন্দ্রবোড়া সাপ ছোবল মারে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করলে,পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ঘুম চোখে দৌড়ে আসেন। বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষঞ্জ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়ের নেতৃত্বে শুরু হয় চিকিৎসা। তড়িঘড়ি ওই বৃদ্ধা কে ৩০ টি এভিএস দেওয়া হয়। বৃদ্ধার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে সিসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়।

বৃদ্ধার ছেলে মলয় সরদার জানিয়েছেন, 'ভোরবেলায় মা ফুল তুলতে গিয়েছিলেন। আচমকা একটি চন্দ্রবোড়া সাপ তাঁর পায়ে কামড় দেয়। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসি'।

অন্যদিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, 'সাপ কামড়ানোর প্রায় আড়াইঘন্টা পর মৃতপ্রায় রোগীকে তাঁর বাড়ির লোকজন হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন। সাথে সাথে ৩০ টি এভিএস দেওয়া হয়েছে।এ ক্ষেত্রে বাড়ির লোকজন অতিরিক্ত সময় নষ্ট করায় রোগীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়। সাপে কামড়ানোর সাথে সাথেই নিকটবর্তী সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া জরুরী। তাহলে আর সমস্যা হবে না। এটা সকল কে মনে রাখতে হবে।'

## মহেশতলায় জোড়া খুনের মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মহেশতলার জিনজিরা বাজারের সরকার পুলের কাছে এক বাড়িতে গত ১২ মে খুন হয়েছিলেন মায়া মণ্ডল ও তার নাতি রোহন মণ্ডল। ঘটনার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ ও মহেশতলা থানা মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। গত সোমবার মহেশতলা থানায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জেলার পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী জানান, ধৃত ব্যক্তির নাম ইউসুফ আলী ওরফে ইসক আলী। পেশায় সে একজন রাজ মিস্ত্রী। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। কলাগাছিয়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত। তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বিষ্ণুপুর থানার বনগ্রাম থেকে। টিভি ফুটেজে দেখা গেছে ওই ব্যক্তি লুঙ্গি পরে মাথায়



ছাতা নিয়ে ওই বাড়িতে প্রবেশ করছে। আগে ওই ব্যক্তি ওই বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ করেছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান টাকা পয়সার লোভেই সে খুন করেছে। খুনের জন্য একটি হাতুড়ি ব্যবহার করছে। আপাতত ধৃত ব্যক্তির ১২ দিনের পুলিশ হেফাজত হয়েছে। এই খুনের নেপথ্যে অন্য কোনো কারণ আছে কিনা পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। বৃহস্পতিবার পুলিশ হেফাজতে থাকা ধৃত ব্যক্তিকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ আধিকারিকরা ওই খুনের ঘটনার পুনর্নির্মান করেন।

## সাংবাদিকের বাড়িতে হামলা

প্রথম পাতার পর

শুধু বাড়িতে হামলাই নয়, সোনারপুর জুড়ে এখন চলছে গুণ্ডারাজ। আইএনটিটিইউসির এক সদস্য শ্যামল হালদারের দোকান ঘর গায়ের জোরে তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। শ্যামলবাবু জানিয়েছেন যে তিনি বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে এসপি ম্যাডামকে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু এখনো কোনও সুরাহা হয়নি। ওই একই দিনে সুমিত চক্রবর্তী ওরফে বাপী এবং গণেশ সর্দার নামে দুজন অটো শ্রমিকের অটো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কোন কারণ ছাড়াই। প্রত্যেকেরই অসহায় অবস্থায় দিন চলছে এবং অনাহারে কাটছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ সোনারপুরে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠ রোধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। অবিলম্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে বেশি দিন লাগবে না।

## সরকারি উদাসীনতায়

প্রথম পাতার পর

এখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাজ্য বাস–মিনিবাস ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ নারায়ণ বসু বলেন, 'রাসকোলা ঘাট ১৯০ নম্বর উঠে গিয়েছে। ডানলপ মিনি উঠে গিয়েছে। দক্ষিণেশ্বর মিনি ২৫টির মধ্যে ৫টি আছে। আড়িয়াদহ মিনি উঠে গেছে।' তিনি বলেন ২০১৮ থেকে বাসের ভাড়া বাড়েনি। কিন্তু ক্রমাগত বেড়েছে তেলের দাম। তার উপর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়েছে অটো, টোটোর দাপাদাপি।' এর ফলে একসময় যাত্রী পরিবহনের যারা শীর্ষ পর্যায়ে ছিল, আজ তারা পথে বসেছে এমনটা অভিমত বিশেষজ্ঞ মহলের। জনৈক বাস মালিক বলেন, 'আগে কথা হয়েছিল টোটো বিডি রোডে নামবে না। গলি রুটে চলবে। কিন্তু এখন দেখ যাচ্ছে বিটি রোড জুড়ে টোটোর ছয়লাপ। সমস্ত শর্ট প্যাসেঞ্জার ওরাই বহন করে নিচ্ছে। একারণে অধিকাংশ যাত্রীরাই এখন বাসে চড়েন না।' এপ্রসঙ্গে কয়েকজন যাত্রীরাও তাদের সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমরা বাসে চড়িই না। কারণ টোটোতে বা আটোতে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাই।' সম মিলিয়ে অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগছেন বাস মালিকরা। তাদের অভিযোগ, সমস্যা সমাধানে বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও, কোনও কাজের কাজ হয়নি। এপ্রসঙ্গে পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী বলেন, 'ডিজেল পেট্রোলের দাম ২০১৪ সালের পর থেকে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে খুব সাংঘাতিক অবস্থা। তবু এই মুহূর্তে সরকারের বাস ভাড়া বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা নেই।' বাস মালিকদের আশঙ্কা, এ ব্যাপারে এখনই পদক্ষেপ না করলে আগামী এক বছরের মধ্যে বিভিন্ন রুটের বাস পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে যাবে।

## বিশ্ব মাতৃ দিবসে নজর কাড়ল পূর্বস্থলীর 'নামানুষ'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ মে বিশ্বজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবস। মা'কে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সেমিনারে জমজমাট আলোচনা, বক্তৃতা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কতই না আয়োজন ছিল।ফেসবুক, ট্যুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে মায়ের সঙ্গে সেলফি আপলোড করার হিড়িকও ছিল বেশ। তবে, এরই মধ্যে এক 'না মানুষ' তথাকথিত সভ্যসমাজের নজর কেড়ে নিয়েছে। নিজের পেটের সন্তান না হলেও মাতৃহারা একাধিক ছাগলছানাকে পরম স্নেহে স্তন্যপান করিয়ে চলেছে এক সারমেয় মা। মায়ের যে কোনও জাত হয় না তা বাস্তবিকই প্রমাণ করে দিল এই মমতাময়ী 'নামানুষ'। এই সারমেয় মা'ই এখন সর্বত্র মাতৃস্নেহের চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দাস্তিপাড়া এলাকায় তন্ময় দাসের বাড়ি। সেই বাড়িতেই একটি দেশি কুকুর পরম মমতায় দু'টি ছাগলছানাকে প্রতিনিয়ত নিজের বুকের দুধ পান করিয়ে চলেছে। সপ্তাহ তিনেকের ছাগলছানারা সদ্যই মাতৃহারা হয়েছে। তবে, মাতৃহারা হলেও ওই বাড়িতে থাকা একটি কুকুর কিন্তু ওই ছাগলছানাদের মাতৃস্নেহের অভাব বুঝতে দেয়নি। কার্যত প্রথমদিন থেকেই কুকুরটি তাঁর নিজের সন্তানদের পাশাপাশি ছাগলছানা দু'টিকেও মাতৃস্নেহে নিয়মিত দুধ পান করাচ্ছে। আর ছাগলছানা দু'টিও পরম আনন্দে সেই বিধর্মী মায়ের বুকের দুধ পান করেই ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠছে। বিশ্বজুড়ে তথাকথিত সভ্যসমাজে হিংসা, ধর্মান্ধতা, বিভাজন আর হানাহানির মধ্যে এ যেন এক মন ভালো করে দেওয়া দৃশ্য। বিদগ্ধজনেরা হয়তো এই অভাবনীয় মমতাময় দৃশ্যপটের প্রেক্ষিতে নানান যুক্তিজাল বিছিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা



করবেন কিন্তু মা এবং সন্তানের মধ্যে নৈসর্গিক টানের যাবতীয় কোনও ব্যাখ্যা কার্যত ঢোপে টেকে না। আর সেখানেই মাতৃত্বের জয়।

জগজ্জননী মা সারদামণি তো বলেই গিয়েছেন, 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়াত রাজনীতিবিদ তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকনের অসংখ্য বক্তৃতার মধ্যেও মাতৃবন্দনা উঠে এসেছে। তিনি বলতেন, 'যার মা আছে সে কখনই গরিব নয়'। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রায়শই সমাজের উদ্দেশে বলতেন, 'তুমি আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দেব'। এমনকি, বঙ্গের সারক্ষতা প্রসার অভিযানে সারাজাগানো স্লোগানই ছিল, 'মায়ের শিক্ষা আগে হলে, শিশু শেখে মায়ের কোলে'। অর্থাৎ মাতৃবন্দনায় বিশ্বচরাচর মুখরিত। অথচ বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে সেই মায়েরই চোখে জল। অশিক্ষা–কুশিক্ষাকে আঁকড়ে বেঘোরে থাকা সন্তানের অধঃপতনের ফল ভোগ করতে হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের অসংখ্য মা'কে। দাস্তিপাড়ার বাসিন্দা উচ্চশিক্ষিত যুবক তন্ময় দাস বলেন, মাতৃস্নেহ সমস্ত জীবের মধ্যেই যে বিরাজমান তা আমাদের বাড়ির ঘটনাতেই প্রমাণ মেলে। একটি কুকুর কোনওরকম হিংসার বশবর্তী না হয়ে পরম স্নেহে মাতৃহারা ছাগলছানাদের যেভাবে নিয়মিত দুধ খাওয়াচ্ছে তা দেখে আমি অবাকই শুধু নয় আমার কাছে এটা অভাবনীয় ঘটনা।

জেলার একটি পশুপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং ডগ ট্রেনার রূপে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন অর্ণব দাস। পেশাগত কারণে জীব জগতের নানান বৈচিত্রের সঙ্গেও পরিচিত। তিনিও এই অপত্যস্নেহের ঘটনায় বেশ চমকিত। পশুপ্রেমীদের কথায়, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী স্বজাতীয় ক্ষেত্রে সকল প্রকার জীবের মধ্যেই মাতৃসুলভ আচরণ দেখা যায়। তবে, যাবতীয় হিংসা ভুলে বিপরীত ধর্মীয় প্রাণীদের প্রতি একে অপরের প্রতি সন্তান স্নেহ প্রদর্শন এককথায় চমকপ্রদ ঘটনা। কিন্তু, এধরনের মমতাময়ী দৃশ্য যখন পশুদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তখন সেটা নিঃসন্দেহে তথাকথিত সভ্য মনুষ্যসমাজের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়।

## স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রথম পাতার পর

কখন কোন গাফিলতি কিংবা অভিযোগের কারণে শাস্তির খাঁড়া মাথার ওপর নেমে আসে সেই আতঙ্কে তাঁরা সর্বদা তটস্থ থাকতেন। কিন্তু, কিছুদিন যাওয়ার পরই রাজ্যবাসী বুঝতে পারল 'সারপ্রাইজ ভিজিট' ছিল একধরনের 'ললিপপ', কার্যত রাজনৈতিক 'গিমিক'। এখন আর দপ্তরে দপ্তরে মন্ত্রী–জনপ্রতিনিধিদের 'সারপ্রাইজ ভিজিট' নামক তৎপরতা চোখে পড়ে না। চিকিৎসা পরিষেবায় ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষের অনেকেরই অভিযোগ, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিকে নীল–সাদা রংয়ের পোঁচে ঝাঁ চকচকে রূপ দেওয়া হলেও সেগুলির অনেক জায়গাতেই ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবাটুকু প্রায়শই মেলে না। তথাকথিত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ক্ষেত্রেও কথায় কথায় রোগীকে অন্যত্র রেফার করাটাই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। একাধিক মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহে ময়নাতদন্তের পরিকাঠামোর অভাব থাকার পাশাপাশি এক্ষেত্রে ডোমেদের জুলুমবাজি চলছেই। সর্বত্রই দালালরাজ কায়েম হয়েছে। এক্ষেত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কার্যত একসুরেই রাজ্য প্রশাসনের উদাসীনতা আর গাফিলতিকে দায়ী করে ব্যাপক জনমত গঠনে উদ্যোগী হয়েছে।

# মহানগরে

## বেরোল মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল
## মেধা তালিকায় নেই কলকাতা

**প্রথম হয়েছে দেবদত্তা মাজি ৬৯৭**

প্রথম হয়েছে দেবদত্তা মাজি। কাটোয়া দুর্গাদাসী চৌধুরানি গার্লস হাইস্কুল, পূর্ব বর্ধমান। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৭। ৯৯.৫৭ শতাংশ নম্বর পেয়েছে

**দ্বিতীয় প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১**

যুগ্ম দ্বিতীয়। দ্বিতীয় শুভম পাল। পূর্ব বর্ধমান মিউনিসিপাল স্কুল। ৯৮.৭১ শতাংশ নম্বর। তালিকায় আছে রিফত হাসান সরকার। মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির।

**অর্ক মণ্ডল তৃতীয় ৬৯০**

টাকি রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুল। উত্তর ২৪ পরগনা। ৯৮.৫৭ শতাংশ। সৌম্যদীপ মল্লিক। বেড়াচাপা দেউলিয়া উচ্চবিদ্যালয়। উত্তর ২৪ পরগনা। মহম্মদ সরবর ইমতিয়াজ। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির। মালদহ। মাহির হোসেন। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির। মালদহ। স্বরাজ পাল। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির। মালদহ। অর্ঘদীপ সাহা। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির। মালদহ।

**চতুর্থ স্থানাধিকারী ৪ জন**

প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৯। ৯৮.৪৩ শতাংশ। সমাদৃতা সেন। বনগাঁ কুমুদিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। অনিশ বাড়ুই। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। তুহিন বেরা। পূর্ব মেদিনীপুর। রঘুনাথবাড়ি রামতারক হাইস্কুল। অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল।

**পঞ্চম স্থানাধিকারির প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮**

অরিজিৎ মণ্ডল। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ। শুভজিৎ দে। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ। সুপ্রভা আদক। সারদা বিদ্যামন্দির। পশ্চিম মেদিনীপুর। অন্বেষা চক্রবর্তী। বাঁকুড়া মিশন গার্লস হাইস্কুল। ইশান পাল। বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাইস্কুল। বাঁকুড়া। রূপায়ন পাল। পূর্ব বর্ধমান। সিএমএস বর্ধমান ডে স্কুল। অনুশ্রেয়া দাস। চঞ্চলরানি দ্রাক্ষায়ণী গার্লস হাইস্কুল। শুভজিৎ দেব। মালদহ। এসি ইন্সটিটিউট।

**ষষ্ঠ স্থানাধিকারী ৬৮৭**

৯৮.১৪ শতাংশ। ষষ্ঠ স্থানাধিকারী। বিদিশা কুণ্ডু। বনগাঁ কুমুদিনী উচ্চবালিকা বিদ্যালয়। সুতীর্থ পাল। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন। অনীক বাড়ুই। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন। সৌম্যদীপ দাস। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ। সৌম্যদীপ নায়েক। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ। সুরদেন্দু মণ্ডল। বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাইস্কুল। বাঁকুড়া। অপূর্ব সামন্ত। বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাইস্কুল। বাঁকুড়া। প্রাণীল যশ। বর্ধমান মিউনিসিপাল হাইস্কুল। সতীর্থ সাহা। দক্ষিণ দিনাজপুর। বালুরঘাট হাইস্কুল। রায়ান আবেদীন। মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির। ঋদ্ধিশ দাস। মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির।

**সপ্তম স্থানাধিকারির প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৬**

সুচেতনা রায়। বসিরহাট পূর্ণচন্দ্র মজুমদার গার্লস হাইস্কুল। অদ্রিজ গুপ্ত। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন। অনুশ্মিতা সাঁতরা। বাগনান আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়। জিষ্ণু ঘোষ। মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যালয়। হুগলি। শুভম হাজরা। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ। দেবশঙ্কর সাঁতরা। সারদা বিদ্যামন্দির। মেদিনীপুর।

কলকাতা জেলা থেকে একজনও ওই মেধা তালিকায় নেই। রাজ্যে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এত বেশি কেন? অ্যাডমিট কার্ড পেয়েও একটা বড় অংশের ছাত্র–ছাত্রী পরীক্ষায় বসেনি! ছাত্র এবং ছাত্রী পরীক্ষার্থীর আনুপাতিক হিসাবে ২২% এরও বেশি ছাত্রী পরীক্ষার্থী! সমাজ ব্যবস্থার শিক্ষাক্ষেত্রে অশুভ সংকেত! ছাত্র পরীক্ষার্থী হারিয়ে যাচ্ছে! মূল স্রোতে থাকছে না! সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থায় অসাম্য তৈরি হচ্ছে! অবিলম্বে শিক্ষা দপ্তর এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে উপরোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। গ্রাম বাংলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে অধিকাংশ বিষয় শিক্ষক শিক্ষিকা নেই। পরীক্ষার এই ফলাফল ওই অভাবকে ঢাকতে পারবেনা। অবিলম্বে উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক–শিক্ষিকা, শিক্ষা কর্মীর নিয়োগ স্বচ্ছভাবে জরুরি।

**বিশেষ সংবাদদাতা**

# মাধ্যমিক পাসের হার কমলো ০.৪৫ শতাংশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেল, অথচ ১৮,৮৯১ টি অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষার্থীদের বাড়িতে বা স্কুলেই পড়ে রইলো। ২০২২ – এ মোট এনরোল্ড পরীক্ষার্থী ছিল ১১,২৭,৮০০। আর এবার ২০২৩ – এ মোট এনরোল্ড পরীক্ষার্থী হল ৬,৯৭,২১২। অর্থাৎ গতবারের তুলনায় এবার মোট এনরোল্ড পরীক্ষার্থী কমলো ৪,৩০,৫৮৮ জন। এবার মোট এনরোল্ড পরীক্ষার্থী ছিল ৬,৯৭,২১২ জন। অথচ পরীক্ষায় বসলো ৬,৮২,৩২১ জন। অর্থাৎ অ্যাডমিট কার্ড বাড়ি বা স্কুলেই রয়ে গেল ১৮,৮৯১ জনের। আবার এবার পরীক্ষায় বসলো ৬,৮২,৩২১ জন। পরীক্ষায় পাস করলো ৫,৬৫,৪২৮ জন। অর্থাৎ এবার মাধ্যমিকে অকৃতকার্য হল ১,১৬,৮৯৩ জন। পর্ষদ সভাপতি বলেন রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন প্রস্তুতির অভাবে এটা হতে পারে। অকৃতকার্যের কারণ হিসাবে তিনি বলেন, পর্যালোচনার দরকার আছে। বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। ডিটেলে যাওয়া দরকার। তবেই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। আবার সার্বিক রূপে এবার পাসের হারও কমলো ০.৪৫ শতাংশ। এবার পাসের হার ৮৬.১৫ শতাংশ।

এদিকে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে ১,০০০ ছাত্র প্রতি ছাত্রীর সংখ্যা ১,১৬৬ জনে এসে দাঁড়ালো। অথচ এবারও ছাত্রীদের পাসের হার ছাত্রদের তুলনায় ৬.৭১ শতাংশ(যেখানে গতবার ছিল ৩.৫৯ শতাংশ) কম রয়ে গেল। ছাত্রদের পাসের হার ৮৯.৭৬ শতাংশ আর ছাত্রীদের পাসের হার ৮৩.০৫ শতাংশ। কলকাতার মতো জেলাতেও ছাত্রীদের পাসের হার ছাত্রদের তুলনায় ০.৪৫ শতাংশ কম। কলকাতায় পাসের হার ৯৩.৭৫ শতাংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ৪.৬৪ শতাংশ কম। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পাসের হার ৮৮.৫০ শতাংশ। যেখানে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রী পরীক্ষার্থী ২২.৮ শতাংশ অধিক। উত্তর ২৪ পরগণায় পাসের হার ৮৯.৩৫ শতাংশ। সর্বোচ্চ পাসের হার পূর্ব মেদিনীপুরে পাসের হার ৯৬.৮১ শতাংশ।

এবার পাসের হার ৮৬.১৫ শতাংশ। অথচ ৬০ শতাংশ নম্বর পেল মাত্র ১৩.৬৭ শতাংশ। যেখানে প্রথম স্থানাধিকারী একজন। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার দেবদত্তা মাঝি। প্রাপ্ত নম্বর ৭০০ তে পেয়েছে ৬৮৭। সেখানে দশম স্থানাধিকারী হল ৩৪ জন। যাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৩। ১৫ টি সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত হল ১১৮ জন। রাজ্যের ২৩ টি জেলার মধ্যে মোট ১৬ টি জেলার মধ্যে ১১৮ জন রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৩ জন প্রফিশনাল মেরিট লিস্টে স্থান পেয়েছে। যাদের মধ্যে ১২ জন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্র।

# ‘ডিপ্লোমা ডাক্তার বাদ দিয়ে হেলথ প্রফেশনালও উদ্দেশ্য প্রণোদিত’

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** চলতি মাসের ১১ মে নবান্ন সভাঘর থেকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে ‘ডিপ্লোমা ডাক্তার’ তৈরি করা নিয়ে যে প্রস্তাবনা দেন, সারা রাজ্য জুড়ে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারে’র পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়ে চলেছে। ১২ মে রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব ১৫ জনের যে এক্সপার্ট কমিটি’ গঠন করেন, যারা প্রকৃতপক্ষে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশিত ‘ডিপ্লোমা ডাক্তার’ নিয়ে পর্যালোচনা করবে বলে জানান মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারে’র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ডা. বিপ্লব চন্দ্র। সূত্র মারফত জানা গেছে ১৫ মে এই এক্সপার্ট কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর ‘ডিপ্লোমা ডাক্তার’ তৈরি করার বিষয়কে নাকচ করে দিয়েছেন। এবং তার বদলে তিন বছরের হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল’ তৈরির কথা তারা বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশিত ‘ডিপ্লোমা ডাক্তার’ তৈরির বিষয় থেকে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর যে কিছুটা সরে আসতে বাধ্য হয়েছে, রাজ্যের ‘মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার’ সেটাকে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের আন্দোলনের আংশিক জয়। অপর ক্ষেত্রে ৩ বছরের ক্লাসরুম ও প্র্যাকটিক্যাল কোর্সের মাধ্যমে হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল’ তৈরির নামে যে নতুন হেলথ ক্যাডার’ তৈরির করার ভাবনাচিন্তা করছে তার আমরা বিরোধিতা করছি। কারণ শূন্য পদে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ যথাযথ হচ্ছে না। এমবিবিএস ডাক্তার, ডেন্টাল সার্জেন, আয়ুস ডাক্তারদের কোনোরকম নিয়মিত নিয়োগ হচ্ছে না, স্নাতকোত্তর পড়াশুনার পরে স্পেশালিস্ট ডাক্তার, স্পেশালিস্ট মেডিকেল অফিসার হিসাবে অথবা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার জন্য আবেদন করেও চাকরি পাচ্ছেন না। নার্স বা চাকরির দাবিতে রাজপথে নামছেন বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, ডেপুটেশন দিচ্ছেন। যে প্যারামেডিকেল ছাত্রছাত্রীরা পাস করে রয়েছে, তারা নিয়োগের দাবি তুলছেন। এমতাবস্থায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নতুন ধরনের হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল’দের প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিয়োগ করা ইত্যাদি চূড়ান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সস্তাশ্রম তৈরি ও ব্যবহার করার নামান্তর। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারে’র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ডা. বিপ্লব চন্দ্ররা অবিলম্বে আবেদন করছেন শূন্য পদে ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগ নিয়মিত করতে হবে এবং এই ধরনের হেলথ কেয়ার’ প্রফেশনাল নামক ক্যাডার তৈরি করার পদক্ষেপ রদ করতে হবে।

## পৌর বিদ্যালয়ও শিক্ষা পোর্টালে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বেসরকারি অংশীদারীদের অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামোগত সহায়তার মাধ্যমে কলকাতা পৌরসংস্থার শিক্ষা দপ্তর কিছু বিদ্যালয়কে ‘মডেল স্কুল’ বা ‘আদর্শ বিদ্যালয়ে’ পরিণত করার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় কলকাতার দু’টি বিদ্যালয়কে ইতিমধ্যেই পরিমার্জিত ও উন্নত করা হয়েছে। এই প্রকার উন্নয়নের ধারা মেনে – ধাপা কাছারীপাড়া কে.এম.সি.পি.স্কুলের নামকরণ হয়েছে ‘বিদ্যাসাগর প্রাইমারি স্কুল’ এবং ১১এ, তপসিয়া রোডের স্কুলটির নতুন নামকরণ হয়েছে ‘ডা. এ.পি.জে.আব্দুল কালাম প্রাইমারি স্কুল’। এই দু’টি বিদ্যালয়ই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অভিভাবকদের যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট ও আগ্রহী করে তুলেছে। অতিমারি শেষে পুনরায় পৌর বিদ্যালয় চালু হওয়ার পর

শিক্ষা দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, প্রতিটি বিদ্যালয়েই ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের সভা করা হচ্ছে। এই সভা প্রতিটি টার্ম পরীক্ষার পর বছরে তিনবার করে করা হচ্ছে। অভিভাবকদের কাছ থেকে আমরা ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি। রাজ্য সরকার দ্বারা বিদ্যালয়ের জন্য নক্সা করা ‘বাংলার শিক্ষা পোর্টালে’ কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ গত বছর পর্যন্ত ছিল না। ফলে কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাস করার পর উঁচু ক্লাসে ভর্তি হবার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হত। কারণ বৈধ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট কেবলমাত্র ওই পোর্টাল থেকেই পাওয়া যায় এবং সেখানে তারা নথিভুক্ত নয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত কলকাতা পৌরসংস্থার বিদ্যালয়গুলি এই সুযোগ পেত না। বর্তমানে উপযুক্ত আধিকারিকের উদ্যোগে পৌর বিদ্যালয়গুলি ওই পোর্টালে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে পৌর বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাদের ছাত্রছাত্রীদের নাম ওই পোর্টালে নথিভুক্তের কাজ সম্পন্ন করেছে। ফলে পাঠ্যবই, পোশাক, আসবাবপত্রের জন্য অনুদান, এই সবকিছুই ওই পোর্টালের মাধ্যমে সরবরাহে সুবিধা হয়েছে।

# লেন্স বার্তা

এক পশলা বৃষ্টির জমা জল সরতেই সময় লাগছে অনেকদিন। ভরা বর্ষায় রাস্তার কি হাল হবে, কে জানে নরেন্দ্রপুরে।

বৃষ্টি নামার আগে, চারুবাবুর ঝিল।

**ভালো উদ্যোগ :** দোকানের সামনেই বড়ো বড়ো হরফে লেখা, বয়স্ক ও অসহায় মানুষদের জন্যে বিনা পয়সায় চা। রায় বাহাদুর রোডের এক চা বিক্রেতার।

দিনের প্রচণ্ড দাবদাহের পর, সন্ধে নামার আগেই কালবৈশাখী, ফলে বাজার ফাঁকা,এই যেন উভয় সংকটে খুচরো ব্যবসায়ীরা।

**ছবি :** অভিজিৎ কর

# এখানে ওখানে

## সুধীর সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ স্থান পেল কলকাতা হাইকোর্টের মিউজিয়ামে

তারকেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রাহক সুধীর সরকারের সংগ্রহ পৌঁছালো কলকাতা হাইকোর্টের জুডিশিয়াল মিউজিয়াম কাম রিসার্চ সেন্টারে। দিন কয়েক আগে তারকেশ্বরের বাজিতপুরে সুধীরবাবুর বাড়ি থেকে ওই সামগ্রীগুলি হাইকোর্টের মিউজিয়ামের জন্য নিয়ে যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অ্যান্ড অফিশিয়াল ট্রাস্টি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল বিপ্লব রায়। পাঁচ বছর বয়স থেকে বিভিন্ন ধরনের দেশলাই বাক্স সংগ্রহ দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর এই কাজ। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত বাংলায় ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বাবা ছিলেন ভারতীয় ডাকবিভাগের কর্মচারী। ছোটবেলাতেই বাবা মারা যান। এরপর পরিবারের সঙ্গে তারকেশ্বরের বাজিতপুরে চলে আসেন সুধীরবাবু। তারকেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হবার পর ১৮ বছর বয়স হলে ডাক বিভাগেই চাকরি পান। কাজের সূত্রে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কাজের ফাঁকে খুঁজে বেড়াতেন সংগ্রহে রাখার মতো সামগ্রী, স্মারক। কী নেই তাঁর সংগ্রহে। ১৯০৪ সালে লন্ডনে তৈরি দূরবীন, যা যুদ্ধে ব্যবহৃত হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিমানের পাইলট ও সেনাবাহিনীর পোশাক, ১৭৫ বছরের পুরনো ক্যামেরা, ভাসমান শিলা, বিভিন্ন ধরনের পাখির বাসা, দেশ–বিদেশের প্রায় ১২ লক্ষ ডাকটিকিট, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, গাছের ছাল, পুরনো আমলের হরেক মডেলের টেলিফোন সহ হাজার হাজার সামগ্রী। রয়েছে দেশ–বিদেশের বিভিন্ন ধরনের জামার বোতাম। সুধীরবাবু এ প্রসঙ্গে জানান সব মিলিয়ে প্রায় ১৪ লক্ষ দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী রয়েছে তার সংগ্রহে। কিন্তু যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে বহু জিনিস নষ্ট হচ্ছে। তাই স্থানীয়জন প্রতিনিধিদের তিনি জানিয়েছিলেন, এখানে কয়েক কাঠা জমি পাওয়া গেলে সংগ্রহশালা গড়ার ব্যবস্থা করবেন তিনি। সেই জমির ব্যবস্থা আজও হয়নি।

১৯৭৬ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন সুধীরবাবুর বাড়িতে ‘মিউজিয়াম’ পরিদর্শনে এসেছিলেন। আশ্বাস দিয়েছিলেন তারকেশ্বরেই সংগ্রহগুলি নিয়ে তৈরি করা হবে সংগ্রহশালা। সেই আশাতে বুক বেঁধে ছিলেন সুধীরবাবু। কিন্তু সে স্বপ্ন সফল হয়নি ৮৩ বছর বয়সেও। বার্ধক্যজনিত সমস্যাকে উপেক্ষা করেই সংগ্রহ করা সামগ্রী সন্তানের মতো আগলে রেখেছেন তিনি। সংবাদমাধ্যমে এই খবর জানার পর সুধীরবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে হাইকোর্ট মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ। এরপর সুধীরবাবুর সংগ্রহ গ্রহণ করে হাইকোর্ট মিউজিয়াম। তবে আক্ষেপ রয়ে গেল, এই শহরের আগামী প্রজন্মের কাছে এই জিনিসগুলি তুলে ধরা গেল না। ১৯০৮ সালের সালের বেনারসি শাড়ি, বাঘের নখ, ভাল্লুকের নখ, বেশ কিছু সামগ্রী কলকাতা হাইকোর্টের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত থাকবে। সুধীরবাবুর নাম সংগ্রাহক হিসাবে উল্লেখ থাকবে। সংগ্রহগুলি দেখার জন্য স্কুল পড়ুয়া, ইতিহাসের গবেষকরা এখনও ভিড় করেন তাঁর বাড়িতে। সেই বৃদ্ধ নির্দ্বিধায় খুলে দেন সেই রত্নভাণ্ডার। তাঁর সারাজীবনের এই সাধনার ফসল যে ব্যর্থ হতে চলেছে। সেকথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন সুধীরবাবু।

**মলয় সুর**

## বুদ্ধ জয়ন্তী



গত ৬ মে ২০২৩ টালিগঞ্জ বুদ্ধমন্দির ৪৬ মূর অ্যাভিনিউ কলকাতা ৪০ উদ্যোগে ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হয়। সকালবেলা বুদ্ধ ধর্মীর পতাকা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মঠ অধ্যক্ষ ডঃ অরুণজ্যোতি ভিক্ষু ও সহঃ অধ্যক্ষ বোধিজ্যোতি ভিক্ষু। ভগবান বুদ্ধদেবের মূর্তিতে দুধ নারকেল দিয়ে স্নান করানো হয়, ও বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয় ও প্রার্থনা করা হয়। দুপুরে মঠের পক্ষ থেকে আগত সমস্ত ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তাছাড়া দুপুরে শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিকালে ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অঞ্চলের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সহ অনেক বিশিষ্ট অতিথি ও সর্ব ধর্মের অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ। সকলকে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেন সংস্থার অধক্ষ্য ডঃ অরুণ জ্যোতি ভিক্ষু। বিশিষ্ট মানুষেরা সংস্থার বিভিন্ন কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করতে টালিগঞ্জ বুদ্ধ সমিতির সমস্ত কর্মকর্তারা ও সহ উপাধ্যক্ষ বোধিজ্যোতি ভিক্ষু অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

## বাৎসরিক উৎসব

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট ও সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশনের ১০৪তম বর্ষের বাৎসরিক উৎসব গত ৭ মে ২০২৩ রবিবার ৭১/১ বাগবাজার স্ট্রিট কলকাতা ৩ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার সভাপতি প্রাক্তণ রাজ্যপাল, এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও মানব অধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্যামল কুমার সেন অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা পৌরপিতা বাপি ঘোষ, সিটি কেবিলের কর্ণধার তিনকড়ি দত্ত, ফুটবলার সুকুমার সমাজপতি, গৌতম সরকার, প্রসূন ব্যানার্জী, কার্তিক শেঠ, অমিত ভদ্র, সমরেশ চৌধুরী, বিকাশ পাজি, বিধায়ক তাপস রায়, ইমাম সাহেব জাভেদ আখতার, সিএবি–র প্রাক্তন বহু কর্তা। বিশ্বরূপ দে, সমাজসেবক ড. আশিস, সমাজসেবক অজিত ঘোষ উত্তরীয় পরিয়ে তাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অতিথিরা এই ধরনের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সকলকে ধন্যবাদ দেন সংস্থার সম্পাদক অলোক মিত্র অনুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন আলেক নায়েক ও অমিতাভ রায়। সন্ধ্যায় যাত্রাপালার আয়োজন করা হয়।

**টুবলু দত্ত**

# মাঙ্গলিকী

## তরুণ দলের উদ্যোগে বাংলা ১৪৩০ নববর্ষ বরণ ও তারুণ্য পত্রিকার ৩৭তম বর্ষের যাত্রা শুরু

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** নববর্ষ বরণে পশ্চিম পুটিয়ারী তরুণ দলের ত্রৈমাসিক পত্রিকা তারুণ্য–র উদ্যোগে ১লা বৈশাখ ১৪৩০ (১৫ই এপ্রিল ২০২৩) সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সংঘের দোতলার হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সূচনায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন মিনু প্রধান মণ্ডল। স্বরচিত কবিতা পাঠের পর্বে বাংলা নতুন বছরকে আবাহন করে নিলেন কবি শিপ্রা আঢ্য ব্যানার্জী, পার্থ সরকার, অনিমা বিশ্বাস, শেফালী সরকার, কামাক্ষ্যারঞ্জন দাস, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, সুখময় দাস, সুজিত দেবনাথ, রীতা ঘোষাল, কানাইলাল সাহু, প্রদীপ গুপ্ত প্রমুখ। ছোট্ট দুই শিল্পী শরণ্য দত্ত ও সুবর্ণা দত্ত গান পরিবেশ করল। আবৃত্তি করলেন শেখর দত্ত ও শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় পাল। নানা স্বাদের গান শোনালেন বিজয় দাস, মিনু প্রধান মণ্ডল, রীতা বোস ও বাবুরাম কর্মকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা দায়ীত্ব পালন করলেন মুক্তা চক্রবর্তী। এ দিনের অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল তারুণ্য পত্রিকার ৩৭ তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১৪৩০)–র প্রকাশ। ১৯৮৭ তে শুরু হওয়া এই ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি বিগত ৩৬ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে এসেছে। উপস্থিত ছিলেন তারুণ্য–র প্রাক্তন সম্পাদক তাপস শুভ্র পাল ও বর্তমান সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল।

## নামখানায় বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ২রা বৈশাখ রবিবার (১৬/৪/২৩) নামখানার গণেশনগরে ক্ষুদিরাম স্মৃতি সঙ্গীত ও সাহিত্য একাডেমীর সভাগৃহে বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগণা গ্রামীণ পত্রপত্রিকার কাকদ্বীপ–নামখানা–সাগর শাখা সংগঠনের উদ্যোগে অনন্যা শুক্তি পত্রিকার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অনন্যা শুক্তি পত্রিকার অন্যতম উপদেষ্টা শ্রী ঋষিকেশ পাত্র, বিশেষ অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস।

দঃ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি নিশিকান্ত সামন্ত, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অশোক কুমার পাত্র, পূর্ণচন্দ্র মুনিয়ান, শ্যামসুন্দর জানা, শিক্ষাবিদ্ পরিমল মাইতি প্রমুখ গুণীজনেরা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় চল্লিশজন কবি সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। সৌমিত বসু, শান্তনু প্রধান, সুদামকৃষ্ণ মণ্ডল, মালতী প্রামানিক, নির্মল কুমার প্রধান, তাপস মাইতি, অপূর্বকৃষ্ণ দাস, সত্যজিত সাঁতরা, অশোক মুখোপাধ্যায়, অর্চনা ঘোষ, মৃণাল কান্তি দে, আশিষ কুমার ভূঁইয়া প্রমুখ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিশু শিল্পী সৌমিলী জানা ও শ্রীময়ী চক্রবর্তী। এদিনের সভা মঞ্চে দু–দুটি গ্রন্থের প্রকাশ ঘটল, সুব্রত সুন্দর জানা অচেনা ভালোবাসা ও তাপস মাইতির জীবন মন্ত্রের বাণী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়ীত্বে ছিলেন অনন্যা শুক্তি পত্রিকার সম্পাদক সুব্রত সুন্দর জানা।

## তরুণ দলের উদ্যোগে রবি–প্রণাম

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** তরুণ দলের উদ্যোগে রবি–প্রণাম গত ২৫শে বৈশাখ ১৪৩০ (মঙ্গলবার ৯ই মে, ২০২৩) তরুণ দলের দোতলায় শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে রবিঠাকুরের জন্মদিন পালিত হল। অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বাগত ভাষণ দিলেন তরুণ দলের সভাপতি শ্রী সুশান্ত বোস। বিশেষ অতিথি শ্রী উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন বন্দনা দত্ত। এদিনের উল্লেখযোগ্য অংশ হল ছোটদের নানান নিবেদন। তাঁদের মধ্যে আদিত্য জানা, শ্রীজন মহলাদার, শ্রেয়াস দত্ত, অঙ্কিতা দাস, কাহিনী নায়ক, ঋদ্ধিমা সরকার, বর্ণভ মুখার্জী, রুদ্রাক্ষী রায় (আবৃত্তি), শরণ্য দত্ত, সুবর্ণা দত্ত,বিশাল সাহা, বিরাট সাহা, শর্মিলা বেরা ও আয়ুষ ব্যানার্জী



(গান) এবং বিভিন্ন রবীন্দ্র–গানে নৃত্য পরিবেশনে ছিল আয়ুষি দাস, অহনা পাল, অঞ্জুষা ভট্টাচার্য ও উপাধৃতি মজুমদার। এছাড়াও গান পরিবেশন করলেন আশুতোষ ব্যানার্জী, অনিমা বিশ্বাস, শেফালী সরকার, রীতা ঘোষাল, রীতা বোস, মিনু প্রধান মণ্ডল, মালা চন্দ, বিজয় দাস ও বাবুরাম কর্মকার। কবিতায় শ্রদ্ধা জানালেন সুজিত দেবনাথ, কানাই লাল সাহু, বিজন চন্দ। সঞ্চালনায় ছিলেন মুক্তা চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়ীত্বে ছিলেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক শেখর দত্ত ও তারুণ্য পত্রিকা সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল।

## পুঁথি–পত্র আলোচনা

চেনা প্রেম অচেনা রং (মানসকুমার মণ্ডলের গল্প,সংগ্রহ, প্রকাশক – একুশ শতক, কলকাতা–৭৩, দাম ২০০ টাঃ) উনিশটি ছোট গল্প নিয়ে গড়া লেখকের এই দ্বিতীয় গল্প সংকলন। বুদ্ধিদীপ্ত প্রচ্ছদ প্রথম দর্শনেই পাঠককে আগ্রহী করে তুলবে। এই লেখকের প্রথম গল্প সংকলনটি (সত্তর আশীর গল্প)র পাশাপাশি এই সংকলনটি কাহিনী–চিত্রণে এক আলাদা পথে হেঁটেছে। জীবন–যন্ত্রণা, বেঁচে–থাকার নিরন্তর লড়াই, বঞ্চনার নানা রূপের বর্ণনা আমরা পেয়েছিলাম, ওনার প্রথম গল্পের বইটিতে। বর্তমান সংকলনের গল্পগুলি একটি অন্য সুরে বাঁধা, তার মূল হল প্রেম, যে প্রেম অধিকাংশ সময়েই প্রচ্ছন্ন রূপে চরিত্রগুলির মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে অধিকাংশ সময়েই সেই প্রেম ইচ্ছাপূরণের সোজা–সরল পরিণতির পথ ধরে না, বরং তা অস্ফুট থেকে গেছে, ফলে পাঠকের মনে তা এনে দেয় তীব্র চোরা আবেগের ঢেউ। আমাদের খুব চেনা মানুষদের মধ্যে থেকে তাঁর গল্পের চরিত্ররা উঠে এসেছে। গল্পগুলি পড়তে পড়তে পাঠক চরিত্রগুলির সুখ দুঃখ হতাশা ব্যর্থতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, অকথিত, আবিরের সুঘ্রাণ, চিরকূট, সম্পর্ক, বিলাসিতা, ঘর প্রমুখ গল্পগুলি এক এক ধরণের বিচিত্র অনুভূতি ছড়িয়ে দেয়, আমাদের উদাসী করে, উদ্বিগ্ন করে আবার কখনো নতুন ভাবনার বার্তা ছড়িয়ে দেয়। গল্পকে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, সুখী–সুখী পরিণতির পথে পা বাড়াননি। রোজকার শহর বা গ্রামজীবনে যে ধরণের মানুষজনকে আমারা দেখি, তাঁদের সুখ–দুঃখ, অসহায়তা, জীবন–যুদ্ধের নানান বাঁক কে নিপুণ ভাবে তুলে এনেছেন। এখানেই পাওয়া গেল লেখকের নিজস্বতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। গল্পগুলি পাঠকদের পাঠ–তৃপ্তি আনবে। গ্রন্থটির ছাপা, অলংকরণ ও সার্বিক নির্মাণ উচ্চমানের।

## বিবেকানন্দ সোসাইটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তর্পণ

শ্রেয়সী ঘোষ : ১৯০২ সালের ২৩ শে আগস্ট ভগিনী নিবেদিতা ১৫১ নম্বর বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা ৬–এ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিবেকানন্দ সোসাইটির। গত মঙ্গলবার ১৬ই মে সন্ধ্যা সাতটায় এখানে অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। এ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে এলেন বাংলা চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট অভিনেতা এবং অধ্যাপক ড শঙ্কর ঘোষ। ঠাকুর কথার ছলে টুকরো টুকরো গানের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত উপদেশগুলো দিয়ে থাকতেন, সেগুলোকে নিয়েই ড শঙ্কর ঘোষ তাঁর বক্তব্য রাখেন। সেই কারণেই কথার ফাঁকে ফাঁকে উঠে এসেছে বিখ্যাত সব গানগুলি। যে গানগুলির মধ্যে রয়েছে, মন রে কৃষি কাজ জানো না, ডুব দেরে মন কালী বলে, ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন, সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী, গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কে বা চায়, মা ত্বং হি তারা প্রভৃতি বিখ্যাত গানগুলি। তাঁকে গানে তবলায় সহযোগিতা করলেন বিশ্বজিৎ গোস্বামী। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ভক্তদের মন জয় করলেন ড শঙ্কর ঘোষ এই এক ঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

## নারী ক্ষমতায়নের জন্য পুরস্কৃত ভারতীয় জন সেবা মিশন

**বিশেষ প্রতিনিধি, নয়ডা:** ৩০ এপ্রিল নয়ডাতে সারাদেশের প্রথম সারির আমন্ত্রিত সমাজকর্মী ও সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করল পিওর ইন্ডিয়া ট্রাস্ট। সমাজসেবী, সমাজকর্মী, ব্যাংক প্রতিনিধি, সাংবাদিক, প্রশাসনিক আধিকারিক, কর্পোরেট প্রধানদের উপস্থিতিতে নয়ডার পঞ্চশীল স্কুল অডিটরিয়ামে এই বিশেষ অনুষ্ঠান সাফল্যের সাথে শেষ হল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে নারী ক্ষমতায়ন বিষয়ে বিশেষভাবে অবদান রাখার জন্য




সম্মানিত হল উত্তর চব্বিশ পরগনা বারাসাতের ভারতীয় জন সেবা মিশন। সংস্থার পক্ষে চেয়ারম্যান শিবাজী চট্টোপাধ্যায় জানান, দায়িত্বশীল সামাজিক সংগঠন হিসেবে আমরা পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশ, কৃষি, বিশেষভাবে মহিলা উদ্যোগী তৈরি, জীবিকার সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য নানা কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে নিয়ে চলেছি। গ্রাম, শহর মিলিয়ে ১০ হাজার এরও বেশি মানুষকে আমরা এখনো পর্যন্ত আমাদের সীমিত পরিষেবা পৌঁছে দিতে পেরেছি। ভবিষ্যতে আরো কাজ করব। সর্বভারতীয় এই পুরস্কার আমাদের কাজ করতে উৎসাহিত করবে এবং আরো অনেক সংগঠন আমাদের দেখে অনুপ্রাণিত হবে ভালো কাজ করতে।

## রবীন্দ্র–নজরুল প্রণাম অনুষ্ঠান সাবমেরিন ক্লাবের




**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানা এলাকার বাওয়ালীর কালীনগর সাবমেরিন ক্লাব গত ১৪ মে আয়োজন করেছিল রবীন্দ্র–নজরুল প্রণাম অনুষ্ঠানের। সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তির মাধ্যমে দিনটি উদযাপিত হয়। দুই কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব সহ অন্যান্য অতিথিরা। রবীন্দ্র ও নজরুলের সৃষ্টি প্রসঙ্গে আলিপুর বার্তার কার্যকরী সম্পাদক প্রণব গুহ বলেন, প্রতিদিনের জীবনচর্চায় এই দুই মনীষির সৃষ্টিকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে হবে। কর্ণ কুন্তী সংবাদ কাব্য নাটক নিবেদন করেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী কুনাল মালিক ও ডোনা জানা। সংগঠনের নৃত্য নাট্য পূজারিণীও বেশ উপভোগ্য। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, শিখা রায়, নির্মল গোস্বামী, অভিজিৎ বেরা, স্বপন মান্না, মানস চক্রবর্তী, বসন্ত প্রামাণিক, শুভাশীষ চক্রবর্তী প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ক্লাবের সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায়।

## হুগলির মা মিশন আশ্রমে কবিতা উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন হুগলির মা মিশন আশ্রমে আয়োজিত কবি সম্মেলনে, কবিতা পাঠ ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাঁশবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ আশ্রমের স্বামী প্রেমাতানন্দ মহারাজ। চুঁচুড়া সুকান্তনগর অনুকুল চন্দ্র শিক্ষাশ্রম স্কুলের প্রধান শিক্ষক হাশমৎ আলি। এছাড়া ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রফেসর মৃদুল বোস, পুলিশ কনস্টেবল বরুণ ঘোষ, বন্দনা বণিক, মৌসুমী পাল বিশ্বাস, তন্দ্রা চ্যাটার্জী, বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার সভাপতি রবীন্দ্র গবেষক ডক্টর সমীর শীল, যুগ্ম সম্পাদক সহদেব দোলুই ও অর্ণব দত্ত। অনুষ্ঠানে মা মিশন আশ্রমের কর্ণধার কার্তিক দত্ত বণিককে বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার তরফে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি সম্মান দেওয়া হয়। অন্যদিকে বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার আধিকারিকরা আশ্রমের আবাসিক বাচ্চাদের জন্য আর্থিক সাহায্য করেন।



বুদ্ধ পূর্ণিমার বিশেষ দিনটির তাৎপর্য হিসাবে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন রবীন্দ্র গবেষক ডক্টর সমীর শীল। এদিন কবিতা পাঠের আসরে ৫০ জন কবিতা পড়ে শোনান। প্রবীন–নবীনের মেলবন্ধনে কবিতা পাঠের আসরটি জমজমাট ছিল। বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক সহদেব দোলুই ও অর্ণব দত্ত বলেন, সাহিত্য ও সমাজ কল্যাণ এই দুই মেলবন্ধনে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আর তাই এইরকম একটি সংস্থার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে তাঁরা সত্যিই আনন্দিত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অভিনন্দন চ্যাটার্জী।

# কবিতা

### গুরুজি গুরুসদয় দত্ত
উজ্জ্বল হালদার

সদয় রূপে উদয় হলেন বাংলা মায়ের কোলে
দেশের জন্য আলোর খোঁজে বিদেশ গেলেন চলে।
মেধার গুণে শাসন বিচার বলছে সবাই ধন্য
শ্রমিক কৃষক চোখ মুছেছে দত্ত–রায়ের জন্য।

দামাল ছেলের এক প্যাঁচেতে ব্রিটেন হল বাঁকা
বামুনগাছির হৃদয় জুড়ে মানবতা আঁকা।
নারীমঙ্গল দুঃখমোচন শিক্ষা গ্রামে গ্রামে
বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র দিলেন মানবসে বার খামে।

চাষের কাজে ডুবিয়ে পা যে সম্পদে দীপ জ্বেলে
ছৌ বাউলের ভাতকাপড়ের অভিভাবক এলে।
সৃষ্টি সুখে চাঁদের বুড়ি কাটছে নতুন ছড়া
বাংলা ভারত সোনার ভুবন দূর করেছ জ্বরা।

বললে তুমি ছন্দ তালে অঙ্গ করো শক্ত
শরীর মন আর বাক্য হবে আত্মা–অনুরক্ত।
জ্ঞানের সাথে শ্রমের মিলন সত্য হল শিক্ষা
ঐক্যে থাকার আনন্দ–সুখ পঞ্চব্রতের দীক্ষা।

দীক্ষা গুরু অঞ্জলি নাও পুষ্প দুহাত ভরে
জন্মদিনে হচ্ছি নত তোমায় স্মরণ করে।

### ওহে, তোমরা
রফিক উল ইসলাম

কারবালার প্রাণ্তর থেকে যে বাতাস
ছুটে আসে লোকালয়ের দিকে, তার অন্তরে
পিপাসার আত্মা লেগে থাকে। সেই পিপাসায়
আমি তো সামান্য বারি, আমাকে খুন করতে পারো
এমন ছুরি তোমাদের হাতে নেই। আমাকে শুষে নিতে পারো
এমন আলিঙ্গনও নেই তোমাদের !
ওহে, তোমরা, পুরো আকাশ তোমাদের চোখে
বসিয়ে নেওয়ার আগে, আমার জন্যেও
দু–এক ফালি রেখো। কারবালার প্রান্তর থেকে
ছুটে আসা বাতাস
যেন সেই আকাশে বৃষ্টি ঝরাতে পারে।
আমাদের সব সকালবেলার গান
আমাদের সব বিকেলবেলার পথ
পিপাসায়, পিপাসায় ...
(ডায়মণ্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)



### বাউল
দীপক হালদার

ওষ্ঠ এবং জলের গ্লাসের মাঝে
ভালোবাসার দুখানি পা বাউল হয়ে আছে
থাকে থাকুক সঙ্গে রাখুক অথৈ চোখের টানা
উদাস ডানায় ওই সাগরে উড়ুক হাসনুহানা
এবং জানুক রক্তে নিবিড় ওই মদেরই কাছে
নেশায় পাগল বেহুঁশ মানুষ, মানুষ হয়ে আছে
(ডায়মণ্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা )

### মাতৃভাষা
সৌমিত বসু

হয়তো তোমার ভাষা ঠিক
হয়তো আমার ভাষা ভুল
তুমি পাও জোর হাততালি
আমি দেখি অপার অকূল।
কাঁটাতার সব ভাগ করে
জমিজমা হিসেব নিকেশ
স্বপ্নও চুরমার হয়
ভাঙে নীল আকাশের দেশ।
হাতানিয়া দোয়ানিয়া দিয়ে
ভেসে যায় দূর মহাকাল
তোমার ভাষার কাছে আমি
ঋণী থাকি সন্ধ্যা সকাল।
(কাকদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগণা )

### প্রগাঢ় শূন্যতার নিজস্ব অন্ধকার
আবু রাইহান

বিনম্র জ্যোৎস্না আমাকে ভালোবাসার কাছে
নতজানু হতে শিখিয়েছিল
অথচ কতদিন হল আমি বিশুদ্ধ জ্যোৎস্না গায়ে মাখিনি
রাত্রির নির্জনতায় খোলা প্রান্তরে বসে
কেবল আকাশের তারা গুণেছি
সান্ধ্যকালীন বিবর্ণ চাঁদকে কোনদিন
আপন বলে ভাবতে পারিনি
রাতের ব্যালকনিতে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে
অভিমানী চাঁদ ফিরে গেছে নিজস্ব ঠিকানায়
নিঃস্বপ্ন রাত্রিরা এখন নিদারুণ ক্লান্তিতে
পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে
প্রগাঢ় শূন্যতার নিজস্ব অন্ধকারে
(হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর)

### বাগান
অরুণ পাঠক

জানিয়ে আসেনি পারিজাত। চশমায় কুয়াশা ছিল
আমার বিরুদ্ধ যাত্রা মহনীয় খরার কবলে।
ছিল কিছু সুখের কাগজ, যার জল শুভ্রনীল।
এসে, যখন তোমার দিকে চেয়েছিল স্বর্গফুল
তোমার ভুবন জানে সে সুখ যথার্থ পরিণয়
কে কাকে পেয়েছে ওই বিবিধের জলরাশি ফেলে ?
আমাদের বন থেকে দাবানল বুকে চলে এল
সহস্র হরিণ এল চোখের পাতায় মায়ামেঘ।
খবরে লিখিত তাই আমাদের রাজপথ লালা
ভেতরে শয়নকক্ষে শুরু হল ডোরাকাটা বাঘ।
তার বর্ণ কেমন সুস্বাদু ? চোখের লাগাম খুলে
এরপর মণিহারী হই। যবের সুগন্ধ আসে
কোনোদিন ভুল করে আমরা পেরিয়ে যাব লোক
যাদের বাগান থেকে মেখে আসি ভালোবাসা ওই।
(সোনাকোপা, বেলসিংহা, ফলতা, দঃ ২৪ পরগণা)

### অন্ধ
বনানী চক্রবর্তী

কিছুটা সময় গুণে মেপে নিতে গিয়ে তোমার কাছেই এসে ফসকে পড়েছে জলে ... কিছু গুণ কিছু যোগ ও বিয়োগে মাখা অণুপরমাণু আঁচলে তাপের মতো নিয়ে চলে যেতে বলা তোমার দস্তুর ... আজ জানি কিছু নেই, সুখ ও সন্দেহ, থালায় শুকিয়ে যাওয়া ভাত, ভালো মন্দ বিকারের জল ... দীর্ঘ পায়ে বহুদূর চলে গেলে কখনো কখনো বিচ্ছেদ বেদনাগুলো মৃতদেহ ত্যাগ করে আত্মা হয়ে ক্ষয়রোধ করে ... আমি যে জানিনা আজও তুমি বা কি পাও কিই বা হারাও ... চায়ের কাপের চিনি বহুকাল মেশামেশি বন্ধ করেছে, মিষ্ট কোনো স্বাদ বেঁচে নেই ... তোমার মায়ার ওই হাতের রেখার মাঝখানে একটাও কাটা দাগ কিংবা শুক্রস্থানে নতুন জাতককথা লেখা নেই বলেছে সবাই ... তবে কি আবার কোনো পথ ভুল হলো, হে কলম্বাস ... আমি যে এখন আর চিহ্ন পাবো না ...
(ঠাকুরপুকুর, কলকাতা)

### গানের ওপারে
সারস্বত

আমি অনন্য ! সে কার জন্য ? গানের ওপারে থাকে ?
সাঁতার দেব ... গান পেরুতে অপূর্ণতার ডাকে ?
তারপরে তার ঘাটে আমার বিশ্রাম–ঠাঁই হবে !
পরা–বাস্তব পাল্টে যাবে অ–পরা বাস্তবে ?
কোন বেশ পরে কার রূপ ধরে তার কাছে যেতে পারি !
পূর্ব জন্মে রাখা আছে কোনো মেকআপ–বসত বাড়ি !
সেই ভনিতায় মনে পড়বে কি, কী গান তখন শুনতো
আমার গানের ফেঁসে যাওয়া জামা রিফু করা সুর বুনতো ...
দ্বিধায় মোড়া ফুলের গন্ধ আসতো কি তাল দিতে !
স্পর্শ–রেণু ফুলকি হত অগ্নি প্রবণ ঘি–তে ?
সেই জন্ম কি মনে পড়ে তার বর্তমানের গানে !
সে গান এখন শোনানো চলে কি, যেটা ছিল কানে কানে !
কিছুই জানিনা, জানি সংস্কার এভাবেই খেলা করে
দেহ–রাগিনীর বদল হলেও ঠাট একই অন্তরে ...
তাই আমি গান গেয়ে যাই, আর তুমি আজও কান পাতো
খুঁজে দিলাম গানের ওপার ... হারিয়ে ফেলবে না তো ?
(উত্তর তালদি, দঃ২৪ পরগণা)

### মৃত্যু
সৌগত প্রধান

অন্ধকারের পেট ফুঁড়ে আস্তে আস্তে
এগিয়ে আসছে আলোর মিছিল
সেই আলো পথ খুঁজে নিয়ে ঝাঁপ দেয়
জলের আড়ালে থাকা সাপ লুডোয়
যেখানে অযত্নে পড়ে আছে ঋষিকুঠির
দুহাতে যত পাপ সেলাই করেছি জীবন জুড়ে
যত রং মিশিয়েছি ব্যাকুল বাতাসে
সেগুলো সব তারা হয়ে ভেসে আছে দাবানলে
আমি তো হেরেছিই
অনেক অনেক আগে আমার মত হেরেছে আরও কেউ
আসলে ভালোবাসার মৃত্যু হলে
এক এক করে ছিঁড়ে যায় শিকল পালক ...
(বকখালি, দঃ২৪ পরগণা)

### ডেকার্স লেনের কবিতা
অবশেষ দাস

সিগারেটের ছাইয়ের ওপর সন্ধ্যার চাঁদ ওঠে
রবিঠাকুর আটকে গেলেন, পলাশ ফুলের ঠোঁটে।
কি জানি কে জল ফেলেছে, পথ হয়েছে কাদা
হঠাৎ বুকে আঁচড় কাটে, ডেকার্স লেনের রাধা
রাজভবনে মেঘ জমেছে, ভিক্টোরিয়া ফাঁকা
ঝরাপাতার শোকের মতো পাথর হয়ে থাকা।
চাঁদের পাশে মেঘ হেঁটে যায়, সাধ হয়েছে হাঁটি
আবছায়া ওই ছুরির দাঁতে বিষণ্ণতা কাটি।
আঁচড় কাটা বুকের উপর সান্ধ্য হামাগুড়ি
কফি হাউস পড়তে থাকে নতুন উনিশ কুড়ি।
কলেজস্ট্রীটে চাঁদ উঠেছে, বুড়ো গাছের ডালে
দমকা হাওয়া দৌড়ে এসে চুম দিয়ে যায় গালে।
বিস্মিত এক সান্ধ্য পেঁচা ঘুলঘুলিতে ডাকে
ডেকার্স লেনের সম্মোহিনী জাপটে ধরে থাকে।
সিগারেটের ছাইয়ের ওপর কয়েক লাইন লিখি
শহরটাকে নতুন করে পড়তে যেন শিখি।
(ফলতা, দঃ২৪ পরগণা)

### মূর্তি ছায়া
রমেশ পাত্র

মন মনের ভিতর চঞ্চলতা ছড়ায়
তাকে ছুঁয়ে ফেলবার ঈর্ষান্বিত পথ
বাঁক নেয়, এগোয় জ্যা–ভূমির অন্ধ আলোয়
ধারা স্নান চেনা অলৌকিক চেখ
সুগন্ধ চিনেছে মূর্তির অবয়বে
একটি তীরের বুক ফুঁড়ে যাওয়া স্পর্ধা



সমস্ত ইচ্ছের পাথর গলিয়ে দেয়
ধরে রাখে মাখন রোদ্দুর
স্বপ্নের বেঁচে থাকা লালন ছায়ায়
উদাসী মাঠ কোথায় ভেসে গেছে
হাওয়া জানলার দুপারে সাজায় মন
সামান্য ঢেউ সোজা দাঁড়াতে চায়
দূরগত মনের সহজ সীমানায়
অদৃশ্য স্মৃতির ক্ষীণকায় জেগে থাকা
খোঁজে দুহাতবাড়ানো আলিঙ্গন।
(বকখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

### বুঝেছি
তপন কুমার দাস

কোথায় হারিয়ে গেলো সোনার হরিণ
আমিও হয়রান হই খুঁজে প্রতিদিন
বুকের ভেতর ব্যাথা বেড়ে যায় আরো
ধীরে ধীরে ঘুম নষ্ট হয় আমার–ও
ঝরে পড়ে ঝরে পড়ে ফুল লতা পাতা
উধাও সুখ পাখি, থেমে যায় কথা
জল জমে চোখে এবং চোখের পাতায়
বুঝেছি মুশকিল বেঁচে থাকা টায়।
(বালিয়াডাঙ্গা, চাকদহ, নদীয়া)

### প্রাণপ্রিয় নজরুল
রতন নস্কর

যার কবিতায় গানের কথায় পাই খুঁজে ঠিক কুল
সেই কবি যে প্রাণের কবি বিদ্রোহী নজরুল
জাত–বেজাতের ছোঁয়াছুঁয়ির মারল চাকে ঢিল,
সাম্যবাদের মশাল জ্বেলে ভাঙল কারার খিল।
সেই কবি যার শ্যামার গানে, যায় ভরে মন প্রাণ,
উছলে ওঠে হৃদয় নদী হাসনুহানার ঘ্রাণ।
কষ্ট যে তার জীবনসাথী ব্যাথার বালুচর,
বৃটিশ জাতির বিরুদ্ধে তাই দৃপ্ত হলো স্বর।
তার কলমের কোমন ছোঁয়া ফোটায় কতো ফুল,
জানাই প্রণাম তাঁর চরণে, প্রাণপ্রিয় নজরুল।
(সরিষা–বোসপাড়া, দঃ ২৪ পরগণা)

### ঠিক ঠিকানা
আরতি দে

চলো সাগর পেরিয়ে যাই, ওখানে আছে নদীর মোহনা
শাল পিয়ালী দেবদারু মহীরুহের স্নেহ–মিশ্রণ ছায়া
চলো এগিয়ে যাই আরো কিছুটা, যেখানে
হৃদকমলের স্পন্দন তোমার আমার ছেলেবেলা,
আর একটু সামনে রাখো চোখ, হৃদয়ের বাগানে
ফুটে আছে শ্বেতকরবী জুঁই মালবিকা।
থেমো না, আর একটু সামনে হাঁটো
ওখানে দেখবে পূর্বপুরুষদের ডায়েরির পাতা
মায়ের অনিদ্রা চোখ, অকৃত্রিম সেই ভালবাসা
(শহিদনগর,কলকাতা–৭৮)

### জানা গেল না
সন্ধ্যা ধাড়া

ঘোরতর অন্যায় করল মানুষটা –
জাতীয় পতাকা ওড়াল, নীচে লিখল,
সংবিধান ও জাতীয় পতাকার রক্ষার আবেদন
পরে পরে মানুষটা পরিযায়ী হয়ে গেল
নাম হারিয়ে গেল বেনামে নিখোঁজ হল।
ধর্মী অথবা বিধর্মী
শত চেষ্টাতেও জানা গেল না।
(ইছাপুর, দেবীতলা, উত্তর ২৪ পরগণা)

**চিত্রশিল্পী বিধান দেব**

## শূন্য
**স্বপন দাস**

নামী কোম্পানীর দামী অফিসার অরিত্র। অনেক দিনের পর আজ একটু ফুরসত। চার বছরের পুত্র তুহিন ছবি আঁকায় মগ্ন। কি মনে করে অরিত্র নিজের ব্যাঙ্কের পাশবুক দুলো খুলে বসল।
প্রতিটি খাতায় জমানো রাশি টুকে নিল এক টুকরো কাগজে। যোগফলের দিকে এক প্রশান্ত গর্বিত দৃষ্টি। হঠাৎ তুহিন তার ছেলেমানুষি উৎসুকতায় এসে ছিনিয়ে নিল যোগফলের কাগজটি। তারপর আপনমনে ইরেজার দিয়ে মিটিয়ে দিল সংখ্যাগুলো, একের পর এক। এও এক খেলা তার কাছে। অনেক কষ্টে অরিত্র যখন কাগজটিকে উদ্ধার করল, তখন তার মধ্যে বেঁচে আছে শুধু কয়েকটি শূন্য। অরিত্র অবাক দৃষ্টিতে সেই শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছে। চক্রাকারে সিলিং ফ্যানটা ঘুরছে। জীবনের সেই শেষ শূন্যের বাতাস যেন তার গায়ে এসে লাগছে।
(বাঁশদ্রোণী, কলকাতা–৭০)

**প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611**

## আঁতস কাঁচে

**পিয়ালির শৃঙ্গজয়**

বিশ্বের পঞ্চম উচ্চতম শৃঙ্গ মাকালুর শিখরে পৌঁছে নতুন নজির গড়লেন হুগলি জেলার চন্দননগরের পর্বতারোহী পিয়ালি বসাক। ১৭ মে ৮,৪৮১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট মাকালুর শিখরে পৌঁছে যান পিয়ালি। ৯ মার্চ অন্নপূর্ণা ও মাকালু পর্বতশৃঙ্গ জয় করার লক্ষ্যে চন্দননগর থেকে রওনা হন পিয়ালি। ১৭ এপ্রিল সকালে বিশ্বের দশম উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ অন্নপূর্ণা জয় করেন তিনি। অন্নপূর্ণার উচ্চতা ৮,০৯১ মিটার।

**ভারত–পাক দ্বৈরথ**

ক্রিকেট নিয়ে বিতর্কের মাঝে ফুটবলেও মুখোমুখি হচ্ছে ভারত–পাকিস্তান। সাফ কাপের ড্র'তে গ্রুপ 'এ'–তে রয়েছে ভারত। সুনীলদের খেলতে হবে কুয়েত, নেপাল ও পাকিস্তানের সঙ্গে। ২১ জুন থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হবে এই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। গ্রুপ 'বি'–তে পড়েছে বাংলাদেশ, লেবানন, মালদ্বীপ ও ভুটান।

**নতুন পরিচয়**

সবুজ মেরুন এবার পরিচিত হবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট নামে। জুনের ১ তারিখ থেকেই ক্লাব নতুন নামে পরিচিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে বোর্ড মিটিংয়ে। ফলে আগামী মরসুম থেকেই ক্লাবের নাম হবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। মুছে যাবে এটিকে নাম।

**সহকারী বিনো জর্জ**

গত মরসুমে স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের সহকারী হিসাবে লাল হলুদে এসেছিলেন বিনো জর্জ। কিন্তু মরসুমের মাঝপথেই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জুনিয়র দলের দায়িত্বে। কিন্তু আসন্ন মরসুমে কার্লোস কুয়াদ্রাতের সহকারী হিসাবে ফের নিযুক্ত হলেন আই লিগ জয়ী কোচ। স্প্যানিশ কোচ নিজেই তাঁর সহকারী হিসাবে বিনোকে বেছে নিয়েছেন।

**ইস্টবেঙ্গলের আর্জি**

ক্লাবের পরিকাঠামো, যুব দল আরও ভালো করার লক্ষ্যে সমর্থকদের দ্বারস্থ হলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। তাঁরা বিদেশের ক্লাবগুলির ধাঁচে ক্রাউড ফান্ডিংয়ের আবেদন জানান। শতবর্ষ প্রাচীন এই ক্লাবের সবচেয়ে বড় শক্তি সমর্থকরা। ক্লাবের ভবিষ্যত যাতে উজ্জ্বল হয় তার জন্য সমর্থকদেরই এগিয়ে আসার আহ্বান জানান লাল হলুদ কর্তাদের।

**এগিয়েও ড্র**

প্রিমিয়ার লিগ নেক্সট জেনারেশন কাপের উদ্বোধনী ম্যাচেই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল ওয়েস্ট হ্যামের যুব দলের বিরুদ্ধে এগিয়েও ড্র করল জুনিয়র এটিকে মোহনবাগান। ১–১ গোলে ড্র করে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। নভি মুম্বইয়ে এই টুর্নামেন্টে ম্যাচের ১০ মিনিটেই সুহেলের গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ৫০ মিনিটের মাথায় ইংলিশ দলের পেনাল্টি বাঁচিয়ে দেন গোলকিপার অর্শদীপ। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৭ মিনিট আগে এটিকে মোহনবাগান এগিয়ে থাকলেও ওয়েস্ট হ্যাম শেষ বেলায় গোল করে বিপক্ষের জয়ের স্বপ্ন ভেঙে দেয়।

**বাড়ল নিরাপত্তা**

প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এবার থেকে জেড ক্যাটিগরির নিরাপত্তা পাবেন বাংলার মহারাজ। এতদিন ওয়াই ক্যাটিগরির নিরাপত্তা পাচ্ছিলেন তিনি। সৌরভের ওয়াই ক্যাটেগরির নিরাপত্তার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। এরপরেই নিরাপত্তার বহর বৃদ্ধি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেড ক্যাটিগরির আওতায় এখন থেকে সবসময় সৌরভের সঙ্গে সবসময় থাকবেন ৮ থেকে ১০ জন পুলিশ আধিকারিক।

# ব্রিজভূষণের জবানবন্দি রেকর্ড করল দিল্লি পুলিশ, তৈরি হল ১০ সদস্যের সিট

**সুমনা মণ্ডল**

অবশেষে ব্রিজভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে কিছু অন্তত পদক্ষেপ নেওয়া হল। শুক্রবার যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সভপতি ব্রিজভূষণের বয়ান রেকর্ড করা হয়। সূত্রের খবর, যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সর্বময় কর্তা। তবে তিনি কী বলেছেন তা স্পর্শকাতর বিষয় বলে সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে।এছাড়াও দিল্লি পুলিশকে আদালত সমস্ত নির্যাতিতার জবানবন্দি রেকর্ড করতে বলেছে। সিআরপিসির ১৬৪ ধারায় অনুযায়ী অভিযোগকারী নাবালিকার বয়ান ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রেকর্ড করা হয়েছে, আগামী দিনে আরো ৬ জন অভিযোগকারী কুস্তিগিরের বয়ান রেকর্ড করা হবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল। শুক্রবার নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ডও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে করা

## কুস্তিতে যৌন হেনস্তা

হতে পারে। আদালত পুলিশকে রিপোর্টের কপি অভিযোগকারী আইনজীবীদেরকেও দিতে বলেছে।

বিষয়টা আগামী ২৭ মে পরবর্তী শুনানিতে দেখা হবে। পাশাপাশি তদন্তে গতি আনতে এই ঘটনায় সিট গঠন করেছে দিল্লি পুলিশ। ১০ সদস্যের সিটের নেতৃত্বে থাকবেন এক মহিলা ডিসিপি। এছাড়াও সিটে রয়েছেন ৪জন মহিলা পুলিশ। এতদিন দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছিলেন আন্দোলনকারী কুস্তিগিররা। শুক্রবার জোড়া পদক্ষেপ নেয় পুলিশ। এদিন ব্রিজভূষণের জবানবন্দির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি নথিপত্র চেয়েছে দিল্লি পুলিশ। ব্রিজভূষণ ছাড়াও আরেক অভিযুক্ত বিনোদ তোমারের বয়ানও রেকর্ড হয়েছে এদিন। গত মাসে দিল্লি পুলিশ যৌন হেনস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে কুস্তি ফেডারেশনের প্রধানের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক এফআইআর দায়ের করে। প্রথম এফআইআরটি এক নাবালিকার অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত ও এটা যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন (পকসো) ও ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক বিভাগগুলির অধীনে দায়ের করা হয়েছে। দ্বিতীয় এফআইআরে প্রাপ্তবয়স্ক অভিযোগকারীদের অভিযোগের শালীনতার বিষয়ে তদন্তের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দিল্লি পুলিশ এআইআরের পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে অভিযোগকারী ও অভিযুক্তদের।

## ক্রিকেটে উঠে যাচ্ছে বিতর্কিত নিয়ম

# সৌরভ গাঙ্গুলীর কমিটির বিশেষ পদক্ষেপ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অবশেষে ক্রিকেটে সফট সিগন্যালের অবসান হতে চলেছে। ক্রিকেটে বহুল আলোচিত নিয়মগুলোর মধ্যে একটি হল 'সফট সিগন্যাল'। নিয়মটার বয়স খুব বেশিদিন না হলেও বিভিন্ন সময় এর পক্ষে–বিপক্ষে মতামত এসেছে। অবশেষে বিতর্কিত এই নিয়ম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি।ক্রিকেটবিষয়ক এক ওয়েবসাইট জানিয়েছে, আগামী মাসে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল থেকে সফট সিগন্যাল নিয়ম উঠে যেতে পারে। প্রতিবেদনে এটাও জানানো হয়েছে, ফাইনালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া ও ভারতকে এরই মধ্যে বিষয়টা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর নেতৃত্বাধীন আইসিসি ক্রিকেট কমিটি সফট সিগন্যাল বাতিলসহ বেশকিছু নতুন নিয়মের অনুমোদন দিয়েছে। মূলত ক্লোজ ক্যাচ সম্পর্কিত ব্যাপারে মানে যখন মাঠের আম্পায়ার ক্যাচ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন না, তখন তিনি তৃতীয় আম্পায়ারকে পরীক্ষা করতে বলেন। তবে এর আগে মাঠে থাকা দ্বিতীয় আম্পায়ারকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। সহকর্মী আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি যে সিদ্ধান্ত দেন তাঁকে বলা হয় সফট সিগন্যাল। যদি তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকে সিদ্ধান্ত বদলানোর, সে ক্ষেত্রে ওই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। কেন প্রযুক্তির উন্নতির পরও মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা নিয়েই এতদিন প্রশ্ন ছিল। এই নিয়মে বিতর্ক হয় বলে দু'বছর আগেই তা বাতিল করেছে আইপিএল। এবার সবক্ষেত্রেই হল। এই পরিবর্তনের ফলে কোনো ক্যাচ নিয়ে সংশয় থাকলে থার্ড আম্পায়ারের রায়ই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে। আইসিসি ক্রিকেট কমিটি যেসব পরিবর্তন এনেছে তার মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য দুটি হলো দিনের বেলায় সূর্যের আলো কমে গেলে ফ্লাডলাইট ব্যবহার করতে হবে এবং এক ম্যাচের টেস্ট সিরিজে এক দিন রিজার্ভ ডে রাখতে হবে। সব ঠিক থাকলে ৭–১২ জুন ভারত–অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পরিবর্তিত নিয়ম কার্যকর হবে।

# জুলাইয়েই বিশ্বকাপজয়ী এমি মার্টিনেজ আসছেন কলকাতায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** এমি মার্টিনেজ। কাতার বিশ্বকাপের নয়া বাজপাখি। যিনি ফরাসি আক্রমণ রুখে দিতে পেরেছিলেন। যিনি টাইব্রেকারের নিশ্চিত গোল বাঁচাতে পেরেছেন। যিনি মেসিকে শুধু স্বপ্ন দেখাননি, স্বপ্ন বাস্তব করিয়ে ৩৬ বছর পর দেশকে জিতিয়েছেন বিশ্বকাপ। সেরা গোলকিপার হিসেবে নিজে জিতেছেন সোনার গ্লাভস। আবার সেই মার্টিনেজ, যাঁকে ঘিরে গোটা ফুটবল বিশ্বে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল তাঁর অঙ্গভঙ্গি থেকে সেলিব্রেশনের বিতর্কিত ছবি। সেই এমি মার্টিনেজকেই এবার ধরাছোঁয়ার মধ্যে নিয়ে আসছেন ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্ত। শতদ্রু নিজেই জানিয়েছেন, 'বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখেই ঠিক করেছিলাম এই ক্যারিশ্মাটিক ক্যারেক্টরকে নিয়ে আসতেই হবে।' কলকাতায় আগেও এসেছেন অনেক বিশ্বকাপার। বিশ্বকাপজয়ী দলের কিংবদন্তিরাও এসেছেন। তবে সদ্য বিশ্বকাপ জিতেই কলকাতায় আসার নজির নেই। মার্টিনেজ এলে সেই স্বপ্নই পূরণ হবে। কেন মার্টিনেজ? এমন প্রশ্নের উত্তরে শতদ্রু বলেন, 'এই প্রজন্ম হয়তো পেলে, মারাদোনার খেলার কথা শুনেছে কিন্তু সেসময় সামনে দেখেনি। মার্টিনেজের খেলা দেখার সঙ্গে

সঙ্গে তাঁকে দেখতে পাওয়া নিশ্চয়ই বাড়তি অনুভূতি হবে এই প্রজন্মের কাছে।' জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই আসবেন তিনি।মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের সচিব দেবাশিস দত্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, 'সদস্য–সমর্থকদের জানানো হচ্ছে, ৪ জুলাই বিকেলে ক্লাবে আসবেন ২০২২ সালে আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতা গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।' মার্টিনেজ খেলেন অ্যাস্টন ভিলায়। সেখানেই মার্টিনেজের সঙ্গে শতদ্রুর কথাও হয়েছে। শতদ্রু দত্ত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী চাইলে নিশ্চয়ই সময় বের করা হবে। এছাড়া সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শহরে থাকলে তার সঙ্গেও একটা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে। মারাদোনার স্মরণে অনুষ্ঠান করার কথা, সেখানেও হাজির থাকবেন এমি। রিষড়াতেও আসবে বন্ধু বিকাশ সিংয়ের স্মরণে। কলকাতায় চ্যারিটির কিছু কর্মসূচিতে যোগ দেবেন মার্টিনেজ। সবচেয়ে বড় কথা, মোহনবাগানেও পা রাখবেন আর্জেন্টাইন তারকা। সেই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। এছাড়াও এক চ্যারিটি ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন মার্টিনেজ। তবে যা হবে ২ দিনের মধ্যেই। প্রয়াত দিয়েগো মারাদোনা, পেলে, লিওনেল মেসি, কাফুকে কাছ থেকে দেখেছেন কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা। আপাতত শহরবাসী এমিকে সামনে দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

# জুনেই এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি সারবেন সুনীলরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আসন্ন ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে ভারতীয় দলের প্রথম প্রতিপক্ষ মঙ্গোলিয়া। ৯ জুন ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ দিয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের অভিযান শুরু করবে ভারত। কাতারে আগামী বছর যে এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলবে ভারত, তারই প্রস্তুতি হিসেবে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।

আরও দুটি দেশ ভানুয়াতু ও লেবানন অংশ নেবে এই প্রতিযোগিতায়। লেবাননও এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলবে। ভারত দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ভানুয়াতুর বিরুদ্ধে ১২ জুন। তাদের শেষ ম্যাচ লেবাননের বিরুদ্ধে, ১৫ জুন। সেরা দু'টি দল ১৮ জুন সন্ধ্যায় ফাইনালে মুখোমুখি হবে। ফিফা ক্রমতালিকায় ভারতের স্থান ১০১–এ। লেবানন রয়েছে ৯৯–এ। ভানুয়াতু ১৬৪ ও মঙ্গোলিয়া ১৮৩।

এই টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পরই ভারতীয় দল উড়ে যাবে বেঙ্গালুরুতে। সেখানে ২১ জুন থেকে ৩ জুলাই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলবে তারা। ১৫ মে থেকে এই দুই টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি শিবির শুরু হবে ভুবনেশ্বরে।

## এশিয়ান কাপে অস্ট্রেলিয়ার সামনে ভারত

# বাকিদের মোকাবিলা করাও চ্যালেঞ্জ সুনীলদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** এএফসি এশিয়ান কাপে তুলনামূলক সহজ গ্রুপ মনে হলেও, সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে সুনীল ছেত্রীরা। সবচেয়ে শক্ত গাঁট অস্ট্রেলিয়া। ভারত রয়েছে গ্রুপ 'বি'তে। যে গ্রুপে ভারতের সঙ্গে আছে অস্ট্রেলিয়া, সিরিয়া আর উজবেকিস্তান। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে এই তিন দলই ভারতের থেকে অবশ্য এগিয়ে। এরমধ্যে কাতার বিশ্বকাপে খেলা অস্ট্রেলিয়া রয়েছে ২৯ নম্বরে। উজবেকিস্তান ৭৪ নম্বরে আছে। আর সিরিয়া আছে ৯০ নম্বরে। যেখানে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের স্থান ১০১ নম্বর। দোহাতে হয় এএফসি এশিয়ান কাপের ড্র। উপস্থিত ছিলেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্টিনো।

২৪টি দলকে চারটি পটে বিভক্ত করা হয়েছিল। এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৩–এর জন্য চারটি দলের পট গুলিকে ছয়টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। ভারতকে পট ৪–এ রাখা হয়েছিল। যেখানে ভারতের সঙ্গে ছিল তাজিকিস্তান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং, ইন্দোনেশিয়া।

এশিয়ান কাপের ড্র অনুযায়ী, ২৪ দলকে মোট ৬টি গ্রুপ করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপ থেকে সেরা ২ দল ও গ্রুপের সেরা চার তৃতীয় স্থানাধিকারী দল শেষ ১৬তে খেলার সুযোগ থাকবে।

প্রতি গ্রুপ থেকে দুটি সেরা দল প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। ভারত তাদের গ্রুপে সেরা দুইয়ে থাকতে পারবে কি না, সেটাই দেখার। অবশ্য ৬টি গ্রুপের তিন নম্বর দলগুলির মধ্যে থাকলেও ১৬ দলের নক আউট রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা পাওয়া যাবে। সে জন্য ভারতকে গ্রুপ পর্বে তিনটির মধ্যে অন্তত দু'টি ম্যাচে জিততে হবে। এই নিয়ে এশিয়ান কাপে পঞ্চমবার খেলবে ভারত। তারমধ্যে পরপর দু'বার এই সুযোগ পেলেন সুনীল ছেত্রীরা। এর আগে ১৯৬৪ সাল, ১৯৮৪ সাল, ২০১১ সাল ও ২০১৯ সালে খেলেছিল 'ব্লু টাইগার্স'–রা।১৯৬৪–তে রানার্সেরও খেতাবও অর্জন করে ভারত। এবারে কোয়ালিফাইং পর্বে হংকংকে ৪–০ গোলে, আফগানিস্তানকে ২–১ গোলে ও কম্বোডিয়াকে ২–০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ সেরা হয় ভারত। এবারের টুর্নামেন্টটি কাতারে ২০২৪–এর ১২ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের কোচ স্টিমাচ বলেন, 'আমরা জানতাম, কঠিন গ্রুপে পড়ব আমরা। আরও কঠিন হতে পারত। তবে এ সব নিয়ে ভেবে আর সময় নষ্ট করতে চাই না। এখন সব কিছুই নির্ভর করছে প্রস্তুতির ওপর। এখানে একাধিক দলের কোচের সঙ্গে কথা বললাম, ওঁরা বেশির ভাগই চার সপ্তাহের শিবির করবে বলে ঠিক করেছে। যে দলের ফুটবলাররা ইউরোপের বিভিন্ন লিগে খেলে, তাদের এই প্রস্তুতিতে পাওয়া যাবে না। কারণ, ক্লাবগুলো এশিয়ান কাপ শুরুর এক সপ্তাহ আগে তাদের ছাড়বে। কিন্তু অন্যদের পাওয়া যাবে। আমাদেরও তৈরি হতে হবে'।

# আইএফএর উদ্যোগে স্পেনে যাচ্ছে ৬ ফুটবলার

আইএফএ ও বাংলা নাটক ডট কমের হাত ধরে স্পেন যাওয়ার সুযোগ পেলেন বাংলার ৬ ফুটবলার। নদিয়া জেলা থেকে ৩ ও পুরুলিয়া জেলা, বেঙ্গল ফুটবল আকাডেমি এবং ইউক্সেল স্পোর্টস ভেনচার থেকে ১ জন করে ফুটবলার স্পেনে ট্রায়ালের জন্য সুযোগ পেয়ে গেলেন। জেলার এই ৬ ফুটবলার স্প্যানিস লিগের ক্লাব সি এফ মট্রিল ক্লাবের আকাডেমিতে ১৮ দিনের জন্য ট্রায়াল দেবে। পারফরমেন্স দেখাতে পারলে সেই দেশের লিগের পঞ্চম ডিভিশনের কোনও ক্লাবে খেলার সুযোগ পাবেন। সম্প্রতি কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে আইএফএ ও বাংলা নাটক ডট কম যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করে এই কথা জানায়। প্রসঙ্গত, গত বছরের ২১ ডিসেম্বর বাংলা নাটক ডট কমের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল আইএফএ। চার মাস আগে মৌ স্বাক্ষর করার পর এই দুই সংস্থা ঘোষণা করেছিল জেলার ফুটবলের উন্নয়নে কাজ করবে এই বাংলা নাটক ডট কম। ৬৯ জন ফুটবলারের মধ্যে ৬ জন ফুটবলারকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই ছয় ফুটবলারের নাম হল,প্রেমাংশু ঠাকুর, দেবজিৎ রাউত,বিশাল সূত্রধর (নদিয়া), মহেশ্বর সিং সর্দার (পুরুলিয়া), অরিজিৎ বিশ্বাস (বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি), অনিকেত মণ্ডল (ইউএক্সেল স্পোর্টস ভেনচার)। আইএফএ সচিব বলেন, 'বাংলা নাটক ডট কম যেভাবে জেলার ফুটবলে এগিয়ে এসেছে তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। জেলার ফুটবল হল আসল জায়গা।' আইএফএ–র চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত বলেন, 'অতীতে ভারত থেকে কয়েক জন বিদেশে গিয়ে খেলেছেন। তবে এবার জেলার ছেলেরা বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। খুবই ভাল। আর সুযোগ পেলে ইতিহাস হয়ে যাবে।'

# সোনার আবরণে কালো মানিক, ভক্তরা সুযোগ পেলেন পেলের সমাধি দেখার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বয়স কালো মানিক সোনার আবরণে সমাধিস্থ। ফুটবল মাঠের আদলে বানানো হয়েছে তাঁর সমাধি। পেলের মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস পর তাঁর সমাধি জনসাধারণের জন্য খুলে দিয়েছে ব্রাজিল। ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই শেষে গত ২৯ ডিসেম্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন পেলে। সমাহিত করা হয় সান্তোসের ইকুমেনিকাল মেমোরিয়াল সেমেট্রিতে। এটা ১৪তলা বিশিষ্ট ও বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সমাধিক্ষেত্র। যেখানে নবম তলায় দুই হাজার বর্গফুটের বেশি জায়গাজুড়ে রাখা হয়েছে পেলেকে। সেখান থেকে সান্তোসের স্টেডিয়াম ভিলা বেলমিরো দেখা যায়। পেলেকে সেখানেই রাখা হয় যাতে নবম তলা থেকে সবসময় তার ক্লাব সান্তোসের খেলা দেখতে পারেন। সান্তোসের মাঠ ভিলা বেলমিরো থেকে এই

সমাধিক্ষেত্র ০.৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পেলের সমাধিকক্ষে ঢোকার সময় দরজার দুই পাশে তাঁর দুটি সোনালি রঙের ভাস্কর্য বসানো হয়েছে। দুটির পায়েই বল। পুরো ঘরটা আর্টিফিসিয়াল সবুজ টার্ফে ঘেরা। সেই আর্টিফিসিয়াল টার্ফের ওপর দাঁড়ানো সোনালি রঙের একটি সমাধি। এখানেই চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন পেলে। দেওয়াল জুড়ে রয়েছে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে থাকা সমর্থকদের ছবি। মাঠের মতো আবহটা রাখতে সাউন্ড সিস্টেমে সবসময় দর্শকদের উল্লাস ধ্বনি রাখা হয়েছে। পেলের পরিবারের সদস্য ও তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সেখানে উপস্থিত থেকে প্রথমবার স্মরণ করেছেন পেলেকে। সমাধিস্থানে একটি স্বয়ংক্রিয় জাদুঘরও আছে। ১৯৭৪ সালে পেলের এক হাজারতম গোলকে স্মরণীয় রাখতে তাকে এস–২৮০ মডেলের গাড়ি উপহার দিয়েছিল মার্সিডিজ বেঞ্জ। জাদুঘরে সেই গাড়িটি স্থান পেয়েছে। পেলের সমাধির পাশেও তার কেরিয়ারের এক হাজারতম গোলের পর মুষ্টিবদ্ধ সেলিব্রেশনের ছবি কালো রঙে খোদাই করা আছে। সমাধিস্থানটি দেখার জন্য ওয়েবসাইটে ফর্ম ফিলাপ করতে হচ্ছে। দিনে ৬০ জন সমাধিতে যাওয়ার অনুমতি পাচ্ছেন। দীর্ঘসময় ক্যান্সারের সঙ্গে লড়ে গতবছরের ২৯ ডিসেম্বর সাও পাওলোর আলবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে ৮২ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পেলে। একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে তিনবার বিশ্বকাপ জেতা খেলোয়াড় পেলে। এবার কফিনে মোড়া অদৃশ্য পেলেকেই ফুটবল মাঠের আবহে অনুভব করবেন তাঁর ভক্তরা। করবেন স্মরণ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com